

১

ইন্টারনেট সংস্করণ <http://durantbarta.com>

কলকাতা

Volume No. 29, Issue No.: 210 Sunday, 30 June, 2024

২৯ বর্ষ, ২১০ সংখ্যা

১৫ আষাঢ়, ১৪৩১, রবিবার, ৩০ জুন, ২০২৪

আজ ৮ পাতা

মূল্য- ৩ টাকা

বিচারকদের দেবতা ভাবা ভুল’, মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ বিচারব্যবস্থা মন্দির চিকই কিন্তু বিচারকদের দেবতা ভাবা যায় না। কলকাতায় এসে এই মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূডের। নির্দিষ্ট করে কোনও বিচারপতির নাম করেননি তিনি। তবে ওয়াকিবহাল মহলের অনেকেই বলছেন, রাজ্যের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সম্প্রতি একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন কলকাতা হাই কোর্টের

প্রাক্তন বিচারপতি অজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থীর কাছে রাতারাতি ‘মসিহা’ হয়ে ওঠেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় দাঁড়িয়ে প্রধান বিচারপতির মন্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার কলকাতায় আসেন শীর্ষ আদালতের প্রধান বিচারপতি। শনিবার ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির অনুষ্ঠানে ছিলেন তিনি। একই মঞ্চে দেখা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পর মঞ্চে ওঠেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলেন, আদালতকে ন্যায় এবং বিচারের মন্দির বলা হয়ে থাকে। আমরা নিজেদেরকে সেই মন্দিরের দেবতা ভেবে ভুল করি। এটা খুব বিপদের। মনে রাখতে হবে আমাদেরও নিজস্ব চিন্তাভাবনা রয়েছে। সেই চিন্তাভাবনার সঙ্গে বিচারকে গুলিয়ে ফেললে চলবে না। প্রধান বিচারপতি বিচারব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত সকলকে মনে করিয়ে দেন, “সাংবিধানিক নৈতিকতা বলে বৈচিত্র্যকে গ্রহণ করে। এবং সহনশীল হও। আমার সামনে আদালতকে কেউ মন্দির বললে আমি তাঁদের বাধা দিই। কারণ, মন্দির বললেই মনে হয় বিচারকরা দেবতা। কিন্তু ঐক্য চিক, মোটেই নয়, বিচারকরা মানুষের সেবক। প্রধান বিচারপতির পরামর্শ, বিচারকরা বিচার করুন, কিন্তু অন্যের সম্পর্কে আগেতাকে কোনও ধারণা তৈরি করে ফেলবেন না। সহনভূতি রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের সামনে যারা দাঁড়িয়ে থাকেন, তারাও মানুষ।” সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির এই মন্তব্যের ঠিক আগেই বিচারব্যবস্থায় নিরপেক্ষতা বজায়ের আর্জি জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান বিচারপতির কাছে মমতার আর্জি, আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না, কাউকে আঘাতও করতে চাই না। তবে এটা বলতে চাই, বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলে মানুষ কোথায় যাবে? বিচারব্যবস্থা আমাদের কাছে পবিত্র, মন্দির মসজিদ-গির্জা গুরুদ্বারের মতো। সরকার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আছে। আমার অনুরোধ, বিচারব্যবস্থায় কোনওরকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। বিচারব্যবস্থা সং এবং নিরপেক্ষ থাকা উচিত। বজায় রাখা উচিত গোপনীয়তাও।

ফের অ্যাকশন ইডির, কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি আধিকারিকদের



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ ফের কলকাতায় অ্যাকশন ইডির। শনিবার সকাল থেকে শহরের মোট ৮ জায়গায় লেছে তল্লাশি অভিযান। সূত্রের খবর, তিনরাজ্যের আর্থিক প্রত্যারণ সংক্রান্ত কোনও মামলায় তল্লাশি অভিযান চলেছে। শনিবার সকালে সফ্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইউডিআরকারিকা বেরান। সেখান থেকে একদল আধিকারিক দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে পৌঁছন। সেখানে এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে চলছে তল্লাশি। বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ইউডিআরকারিকা সাউথ সিটি, লেকটাউন, যাদবপুরসহ মোট আট জায়গায় তল্লাশি করছেন। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই সিবিআই ও দফায় দফায় বিকাশ ভবনের গুদামে তল্লাশি চালায়। রূপ ও বৃহস্পতির পর শুক্রবারও সেখানে চলে তল্লাশি। দুপুরের দিকে বস্তা ভর্তি নথি নিয়ে বেরতে দেখা যায় সিবিআই আধিকারিকদের। বস্তা ভর্তি নথিপত্রে কী রয়েছে, সে বিষয়ে সিবিআইয়ের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার কোনও নথিপত্র সেখানে রয়েছে। ওই নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মামলা ফের নতুন করে গতি পেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সিবিআইয়ের নথি উদ্ধার নিয়ে চাপানউতোরের মাঝে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইউডিআরকারিকা।

নেট পরীক্ষার নয়া দিনক্ষণ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ নেট নিয়ে যখন বিতর্ক তুঙ্গে, তখন বাতিল নেট পরীক্ষাও! গত ১৮ জুন পরীক্ষা হয়েছিল। তারপরের দিন অর্থাৎ ১৯ জুন একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে ইউজিসিসে। তারপরেই এই পরীক্ষা বাতিলের সিদ্ধান্ত। বিতর্কে আবহে বাতিল হয়ে গিয়েছিল নেট পরীক্ষাও। ফের করে হবে পরীক্ষা উঠছে প্রশ্ন। এবার নয়া দিনক্ষণ ঘোষণা করল ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ। শুধু তাই নয়, স্নাতকোত্তর আয়ুসের প্রবেশিকা পরীক্ষা যে ঘূর্ণ ঘোষিত ৬ জুলাইই হবে, তাও জানিয়ে দেওয়া হল।

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ ডাক ছিল চারপাশ পার করার। কিন্তু তা হল না। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে একধাক্কায় আসনসংখ্যা কমে গিয়েছে এনডিএর। তাই নিয়েই নানান কথা শুনতে হচ্ছে। আরের দুবার যেখানে বিজেপির একাই ‘ম্যাজিক ফিগার’ উপক গিয়েছিল সেখানে তাদের থামতে হয়েছে তাদের। কেন এই অবস্থা? তারই ময়নাতদন্ত করল আরএসএস। তাদের মতে, বিজেপির আসনসংখ্যা কমার পিছনে অন্যতম কারণ বেকারত্ব ও পরীক্ষা দুর্নীতি নিয়ে তরুণদের ক্ষোভ। যে কাঁট

রাজ্যে বিজেপি সবচেয়ে খারাপ ফলাফল করেছে তার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে উত্তরপ্রদেশ। আরএসএসের সাম্প্রতিক বৈঠকে উঠে এসেছে সেদিকটাও। যোগীরাজ্যের এই পরিস্থিতির পিছনে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির ভোটব্যাককেই দায়ী করা হয়েছে। ওই ভোটব্যাক সমাজবাদী পার্টির করায়ত্ত হওয়াতেই এভাবে ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের, মনে করা হচ্ছে তেমনটাই। সব মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে বিজেপির পারফরম্যান্সের গ্রাফ গ্লান্মুখী হওয়ার সমস্ত কারণই খুঁজে বের

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে আর্জি

‘বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব অনুচিত’: মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ সাম্প্রতিককালে কলকাতা হাই কোর্টে একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। সেই সমস্ত নির্দেশিকার সঙ্গে রাজনৈতিক যোগসূত্র রয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। শনিবার কলকাতায় আমোজিত ন্যাশনাল জুডিশিয়াল অ্যাকাডেমির একটি আলোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রীর আর্জি, বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমও। মমতা বলেন, আমি কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে বলছি না, কাউকে আঘাতও করতে চায় না। তবে এটা বলতে চাই, বিচারব্যবস্থায় রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকলে মানুষ কোথায় যাবে? বিচারব্যবস্থা আমাদের কাছে পবিত্র, মন্দির-মসজিদ-গির্জা গুরুদ্বারের মতো। সরকার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আছে। আমার অনুরোধ, বিচারব্যবস্থায় কোনওরকম রাজনৈতিক



থাকা উচিত। বজায় রাখা উচিত গোপনীয়তাও। মমতার এই মন্তব্য নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। বিজেপির মুখপাত্র শ্রীক উদ্ভাচার্যের

দাবি, মমতার এই মন্তব্য ভিত্তিহীন। তার মন্তব্য জনমানসে কোনও প্রভাব ফেলেবে না। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, “আমাকেও নিজেদের পরিবারের সদস্য বলে মনে করুন। আমিও আইনের লোক। আমি তিনচারটি কেস লড়েছি। আমি

এখনও বার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য। আমরা বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করতে হাজার কোটি খরচ করেছি। ৭০ একর জমি দিয়েছি। রাজারহাটে নতুন হাই কোর্টের ভাঙ্গা গা দিয়েছি।” মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার বিচারব্যবস্থার সঙ্গে আছে। যদি বিচারব্যবস্থা আমাদের সাহায্য না করে, তা হলে মানুষ কোথায় যাবে। যখন মানুষের জীবনে সমস্যা আসে, তখন মানুষের বিশ্বাস থাকে যে, দেশের বিচারব্যবস্থায় আমাদের রক্ষা করবে। বিচারপতি চন্দ্রচূড দেশের বিচারব্যবস্থাকে উন্নত করতে সাহায্য করছেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “আমাদের ৮৮টি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট রয়েছে, যার মধ্যে ৫৫টি মহিলাদের জন্য। ৯৯টি মানবাধিকার কোর্ট রয়েছে। আমি কাউকে আঘাত করতে চাই না। কিন্তু আমার অনুরোধ, বিচারব্যবস্থায় কোনও রকম রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব থাকা উচিত নয়। বিচারব্যবস্থা বিশুদ্ধ এবং সং থাকা উচিত। গোপনীয়তা বজায় থাকা উচিত।”

বিধানসভা চত্বরে বেনজির দৃশ্য নিয়ে তুলোধোনা করলেন নগরোন্নয়ন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ গত কয়েকদিন ধরে বিধানসভা চত্বরে দেখা যাচ্ছে বেনজির দৃশ্য। একদিকে বরাহনগর বিধানসভার সদ্য জয়ী বিধায়ক সাযন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় অপরিদর্শিত ভাবানলগোলা থেকে জয়ী হওয়ার রোয়াত হোসেন সরকার। দুই জনই তাদের শপথ গ্রহণের দাবিতে ধর্গায় বসেছেন বিধানসভা চত্বরে। এবার সেই ঘটনা নিয়েই তুলোধোনা করলেন কলকাতার মেয়র তথা পুর এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ ববি হাকিম। রাজ্যপাল কেন বিধানসভায় এসে শপথ গ্রহণ করতে চাইছেন না, প্রশ্ন তুলে তীব্র আক্রমণ ববির। মামলায় তল্লাশি অভিযান চলেছে। শনিবার সকালে সফ্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে ইউডিআরকারিকা বেরান। সেখান থেকে একদল আধিকারিক দক্ষিণ কলকাতার আলিপুরে পৌঁছন। সেখানে এক ব্যবসায়ীর ফ্ল্যাটে চলছে তল্লাশি। বিভিন্ন ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে ইউডিআরকারিকা সাউথ সিটি, লেকটাউন, যাদবপুরসহ মোট আট জায়গায় তল্লাশি করছেন। সঙ্গে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। উল্লেখ্য, চলতি সপ্তাহেই সিবিআই ও দফায় দফায় বিকাশ ভবনের গুদামে তল্লাশি চালায়। রূপ ও বৃহস্পতির পর শুক্রবারও সেখানে চলে তল্লাশি। দুপুরের দিকে বস্তা ভর্তি নথি নিয়ে বেরতে দেখা যায় সিবিআই আধিকারিকদের। বস্তা ভর্তি নথিপত্রে কী রয়েছে, সে বিষয়ে সিবিআইয়ের তরফে এখনও কিছু জানানো হয়নি। তবে মনে করা হচ্ছে, নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার কোনও নথিপত্র সেখানে রয়েছে। ওই নথিপত্র থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে মামলা ফের নতুন করে গতি পেতে পারে বলেও মনে করা হচ্ছে। সিবিআইয়ের নথি উদ্ধার নিয়ে চাপানউতোরের মাঝে কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে ইউডিআরকারিকা।

পার্লামেন্টে হয়। এখানেও তেমন মন্ত্রীদের শপথ হবে রাজভবনে, আর বিধায়কদের বিধানসভায়। বিধানসভায় এসে রাজ্যপালের শপথবাচ্য পাঠ না করানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে তার প্রশ্ন, তাহলে কেন সমস্ত এমপিদের শপথ বাচ্য রপ্তিপতি ভবনে পাঠ করা হল না? তাঁর আরও বিস্ফোরক অভিযোগ, রাজ্যে এখন বিরাোধিতার প্রতিযোগিতা চলছে। বিরোধী দলনেতা এবং রাজ্যপালের মধ্যে এখন প্রতিযোগিতা চলছে, কে কত বড় সরকারবিরোধী প্রমাণ করতে পারে নিজেকে, সেটা নিয়ে। কলকাতার মেয়র আরও অভিযোগ করেন হেরে যাওয়ার পরেও শুধুমাত্র অমিত শাহের অঙ্গুলিহেলনেই এই সমস্ত কাণ্ড করছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালকে তার পদের মর্যাদা এবং গরিমা বুঝিয়ে দিয়ে

তার করা হুমিয়ারি, ইউ আর ওনলি এ ডল, ইউ আর নট ইলেক্টেড, ইউ আর সিলেক্টেড, উই আর ইলেক্টেড। অর্থাৎ রাজ্যপাল সংবিধানের নিয়ম নীতি পালন করা ‘পুতুল’ মাত্র। তিনি কোনও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি নন। নিজস্ব কোন সিদ্ধান্ত নয়, সংবিধানিক সিদ্ধান্ত চূপচাপ পালন করাই তাঁর কাজ। এই প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন ফিরহাদ হাকিম। ২০০৯ সালে উপ নির্বাচনে জিতে বিধানসভায় যাওয়ার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন-সে সময় আমি জানতামই না রাজ্যপালের রাজভবনটা কোথায়! হালিম সাহেব বিধানসভার ছিলেন। জেতার ৭ দিনের মধ্যে হালিম সাহেব চিঠি দিলেন। আমি, সুজিত(বোস), দিব্যেন্দু গেলো। শপথ বাচ্য পাঠ করলাম।

ব্যাস তারপরে বিধানসভায় ঢুকে বসে পড়লাম, মেম্বার হয়ে গেলো। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই সংক্রান্ত বিষয়ে উপরন্তুপতি এবং রপ্তিপতি কাছ চিঠি দিয়েছেন। বর্তমান উপরন্তুপতি জগদীপ ধনখড় এক সময় পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ছিলেন। ধনখড়-মমতার বিবাদ সে সময় সর্বদাই খবরের শিরোনামে থাকত। তা সত্ত্বেও উপনির্বাচনে জিতে আসা মমতাকে বিধানসভাতে এসেই শপথ বাচ্য পাঠ করিয়েছিলেন ধনখড়। সেই কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্পিকার আবেদন জানিয়েছেন, উপরন্তুপতি এবং রপ্তিপতি দুজনেই যেন এই সংবিধানিক সমস্যার সমাধানের জন্য সচেষ্ট হন। এখন খোবার বিষয় রাষ্ট্রপতি সি ডি আনন্দ বোস করে তাঁর জেদ মেতেও আনন্দ-চিটে বিধানসভায় এসে শপথ বাচ্য পাঠ করান সাযন্তিকা এবং রোয়াতকে।

বৌবাজারে গণপ্রহারে মৃত্যু নিয়ে ধৃত ১৪

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ বৌবাজারে হস্টেলে যুবককে পিটিয়ে মারার ঘটনায় ধৃত ১৪ জনকে আদালতে হাজির করানো হবে শনিবার। তার আগে ওই হস্টেলে তল্লাশি চালিয়ে একাধিক বাট এন্থ লাঠি উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেগুলি দিয়েই যুবককে মারধর করা হয়েছিল কী না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার সকালে হস্টেলের ভিতরে টিক কী কী ঘটেছিল, বিশদে তদন্ত করেছে পুলিশ। এই সংক্রান্ত জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বুতদের শনিবার পুলিশ হেফাজতে চাওয়া হতে পারে।

বেলগাছিয়ার বাসিন্দা ৩৭ বছরের ইরশাদ আলম চান্নি চক এলাকায় একটি টিভি সারাইয়ের দোকানে কাজ করতেন। শুক্রবার সকালে বৌবাজার এলাকায় মোবাইল চোর সন্দেহে মারতে মারতে তাকে উদ্দমন হস্টেলের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ। সেখান থেকেই ইরশাদ ফোন করেছিলেন তাঁর দোকানের মালিক মহম্মদ ইমরাকো। পরে তিনি পুলিশ নিয়ে হস্টেলে যান এবং সেখান থেকে যুবককে উদ্ধার

করা হয়। তবে হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় যে ১৪ জনকে শুক্রবার প্রেফতার করেছে মুচিপাড়া বৌবাজার থানার পুলিশ, তাঁরা সকলেই কোনও না কোনও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন কিংবা বর্তমান ছাত্র। উদ্দমন হস্টেলের আবাসিক তারা। পুলিশ জানিয়েছে, বুতদের বেশির ভাগের বয়স ২২ থেকে ২৪ বছর। দু’এক জন ২৭ এবং ২৮ বছরের যুবকও রয়েছেন তাঁদের মধ্যে। তাঁরা কেউ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, কেউ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। প্রেসিডেন্সি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনীও রয়েছেন বুতদের তালিকায়। বুতরা ঝাড়খাম, নদিয়া, হুগলি, মুর্শিদাবাদ, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং কোচবিহারের বাসিন্দা। সকলেই পড়াশোনার সূত্রে কলকাতায় এসেছিলেন। এদিন তাদের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়।

তরুণরা মুখ ফেরানোতেই ভোট বিপর্যয়! বিজেপির ‘ব্যর্থতা’র ময়নাতদন্ত

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ ডাক ছিল চারপাশ পার করার। কিন্তু তা হল না। ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে একধাক্কায় আসনসংখ্যা কমে গিয়েছে এনডিএর। তাই নিয়েই নানান কথা শুনতে হচ্ছে। আরের দুবার যেখানে বিজেপির একাই ‘ম্যাজিক ফিগার’ উপক গিয়েছিল সেখানে তাদের থামতে হয়েছে তাদের। কেন এই অবস্থা? তারই ময়নাতদন্ত করল আরএসএস। তাদের মতে, বিজেপির আসনসংখ্যা কমার পিছনে অন্যতম কারণ বেকারত্ব ও পরীক্ষা দুর্নীতি নিয়ে তরুণদের ক্ষোভ। যে কাঁট

রাজ্যে বিজেপি সবচেয়ে খারাপ ফলাফল করেছে তার মধ্যে অন্যতম নিঃসন্দেহে উত্তরপ্রদেশ। আরএসএসের সাম্প্রতিক বৈঠকে উঠে এসেছে সেদিকটাও। যোগীরাজ্যের এই পরিস্থিতির পিছনে দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির ভোটব্যাককেই দায়ী করা হয়েছে। ওই ভোটব্যাক সমাজবাদী পার্টির করায়ত্ত হওয়াতেই এভাবে ভরাডুবি হয়েছে গেরুয়া শিবিরের, মনে করা হচ্ছে তেমনটাই। সব মিলিয়ে সামগ্রিক ভাবে বিজেপির পারফরম্যান্সের গ্রাফ গ্লান্মুখী হওয়ার সমস্ত কারণই খুঁজে বের

করার চেষ্টা হয়েছে বৈঠকে। নেওয়া হয়েছে আগামিদিনের পরিকল্পনাও। এক্সিট পোলে কোনও কোনও সংস্থা এনডিএকে চারশোর বেশি আসন দিয়েও ফলপ্রসারের পর দেখা গিয়েছে আসল ছবিটা অনেকটাই আলাদা। বরং বিরোধীরা অনেক বেশি আসন পেয়েছে গত দুবারের তুলনায়। এই পরিস্থিতিতে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত জুনের মাঝখানে গোরক্ষপুরে গিয়ে পাঁচদিন ছিলেন। সেই সময়ে তিনি বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছিলেন। এর পরই লখনউয়ে গত ২৬ জুন থেকে

চারদিনের বৈঠকে মিলিত হয়েছে আরএসএস নেতারা। উদ্দেশ্য, গোটা ছবিটা বুঝে নিয়ে বিজেপির হারের কাটাছেঁড়া করা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আরএসএসের সাধারণ সম্পাদক দত্তাট্রেয় হোবেল। সংস্কার তরফে জানানো হয়েছে, সংখ্য ও বিজেপির বিশ্বাস উত্তরপ্রদেশে ভোটব্যাক সমাজবাদী পার্টির দিকে ঝুঁকিয়ে। এই পরিস্থিতিতে আরএসএস দলিত ও অনগ্রসর শ্রেণির দিকে ফোকাস করার পরিকল্পনা নিচ্ছে। সেই সঙ্গে বেকারত্ব দূর করার লক্ষ্যেও পদক্ষেপ করা হবে।

‘ভারতীয়’ বলে জাতিবিদ্যেয়ী আক্রমণের পালটা জবাব সুনাকের

ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনের প্রচারে

২৯ জুনঃ ভোটপ্রচারে নেমে ঋষি সুনাককে জাতিবিদ্যেয়ী আক্রমণ বিরোধীদের। আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। পুরোদমে প্রচার চালাচ্ছে সব দলই। সেই প্রচার চলাকালীনই দেশের প্রধানমন্ত্রী সুনাকের বিরুদ্ধে জাতিবিদ্যেয়ী মন্তব্য করলেন বিরোধী রিফর্ম ইউকে পার্টির নেতা নাইজেল ফারাজে। সেই মন্তব্যের পালটা দিয়েছেন সুনাকও। আসন্ন নির্বাচনে ব্রিটেনজুড়ে ভালো ফল করার লক্ষ্যে জোরদার প্রচার চালাচ্ছে রিফর্ম ইউকে পার্টি। তাদের অন্যতম অ্যাগেন্ডা হল ব্রিটেনে অভিবাসী প্রবেশ নিষিদ্ধ করা। কিন্তু দেশের

প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ঠিক কী মন্তব্য করেছেন সেদলের নেতা? সেই নিয়ে সুনাক অশ্রয় বিস্তারিত কিছু বলতে চাননি। কেবল ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে জাতিবিদ্যেয়ী আক্রমণ করাই নয়, মুসলিমদের মসজিদ থেকে লাঠি মেরে বের করে সেখানে পানশালা তৈরি করারও কথা বলেছেন ওই দলের নেতারা। বিরোধীদের এহেন আক্রমণে অত্যন্ত ব্যাখ্যিত হয়েছেন বলে মুখ খুলেছেন সুনাক। তিনি ইউকে পার্টি। এতে তার মন্তব্য আমার দুই মেয়েও দেখেছে। দক্ষিণ এশীয় বংশোদ্ভূত হওয়ার কারণে আমার



বিষয়টি নিয়ে আমি কথা বলছি কারণ গোটা বিষয়টির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা দরকার। উল্লেখ্য, রিফর্ম ইউকে দলের একাধিক সদস্যের বিরুদ্ধে বহুবার ঘৃণাভাষণের অভিযোগ উঠেছে। তার জেরে নির্বাচন থেকেও

প্রার্থী প্রত্যাহার করতে হয়েছে তাদের। উল্লেখ্য, দলের মতকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে দ্রুত নির্বাচনের ঘোষণা করেন সুনাক। জানিয়ে দেন, আগামী ৪ জুলাই ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচন। সেখানে প্রথমবার প্রধানমন্ত্রী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ঋষি। উল্লেখ্য, ২০২২ সালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু গত কয়েকমাসে কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি ব্রিটেনের অধিজনতার আস্থা প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছে। একের পর এক সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, ব্রিটিশ রাজনীতির ইতিহাসে সবচেয়ে খারাপ ফল করতে পারে কনজারভেটিভ পার্টি। এতেন পরিস্থিতিতে জাতিবিদ্যেয়ী মন্তব্যেরও মোকাবিলা করতে হচ্ছে সুনাক।

কঠোর নিরাপত্তায় অমরনাথ যাত্রা শুরু, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর পুণ্যাথীরা

জন্ম, ২৯ জুন : শুরু হয়ে গেল এই বছরের অমরনাথ যাত্রা। শনিবার ভোরে শৈবতীর্থ অমরনাথের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে তীর্থযাত্রীদের প্রথম দল। ৩,৮৮০ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত বরফে ঢাকা শিবলিঙ্গের গুহা দর্শনে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ ভক্তরা ভিড় করেন অমরনাথে। এ বছরও অন্যথা হয়নি, উৎসাহ-উদ্দীপনায় ভরপুর পুণ্যাথীরা। কঠোর নিরাপত্তায় পুণ্যাথীদের প্রথম দলটি পহেলগাঁও ও বালতা-র দু-টি রুটেই পর্বত গুহার উদ্দেশে যাত্রা শুরু করেছে।এ বছর ৫২ দিন ধরে পুণ্যাথীরা অমরনাথ দর্শন করতে পারবেন। দক্ষিণ কাশ্মীরের অনন্তনাগের পহেলগাঁও থেকে ৪৮ কিমি এবং মধ্য কাশ্মীরের গান্ডেরওয়ালের বালতাথ থেকে ১৪ কিমি হেটে পৌঁছতে হয় অমরনাথে। দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল পথ হলেও মহাদেবের টানে বয়স নির্বিশেষে ভক্তদের সমাগম হয় এই পুণ্যস্থানে। নিয়ম অনুসারে ১৩ বছরের নিচে এবং ৭০ বছরের ঊর্ধ্বে কাউকে তীর্থযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয় না। ৬ গুপ্তাহের বেশি গর্ভবতী নারীরাও অনুমতি পান না। তীর্থযাত্রা থিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে।--অন্যদিকে কলকাতায় অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের জন্য শনিবার থেকেইভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে চন্দনবাড়িতে শুরু হয়েছে সেবার্কা ও মেডিকেল ক্যাম্প।এই কনকনে ঠান্ডায় তীর্থযাত্রীদের জন্য যেমন প্রতিদিন শুকনো খাবার ও চা দেওয়া হচ্ছে এভাবে যাদের অমরনাথ পাহাড়ে ওঠার সময় শ্বাসকষ্ট বা অন্য কোন ধরনের অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে তাদের জন্য দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে ভারত সেবাশ্রম সংঘের পক্ষ থেকে। চন্দনবাড়িতে অমরনাথ পাহাড়ের কোলেই তৈরি হয়েছে মেডিকেল ক্যাম্প। সেখানে সর্বক্ষেণের জন্য চিকিৎসকরা উপস্থিত থাকছেন। রাধা হযেছে অক্সিজেন সিলিভার ও অন্যান্য চিকিৎসার সরঞ্জাম। ইতিমধ্যেই বহু মানুষ সেখান থেকে চিকিৎসা নিতে শুরু করেছেন। ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্ণুস্বাম্যন্দ মহারাজ বলেন,এই চিকিৎসা শিবিরের দাখিলে আছেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের জন্মু শাখার প্রধান স্বামী সত্যত্রিমানন্দ মহারাজ ও অন্যান্য সন্ন্যাসীরা। তিনি বলেন, জন্মু শাখা ছাড়াও সংঘের অন্যান্য শাখা কেন্দ্র থেকে এবং কলকাতা থেকে সন্ন্যাসী, স্বেচ্ছাসেবক ও চিকিৎসকের দল পৌঁছে গিয়েছেন চন্দনবাড়িতে। সেখানেই তারা ক্যাম্প করে সেবার্কা ও চিকিৎসা শিবির চালাচ্ছেন। অমরনাথের চিকিৎসা শিবির ছাড়াও ভারত সেবাশ্রমের জন্মু শাখায় তীর্থযাত্রীদের জন্য বিনামূল্যে থাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেখানে ইতিমধ্যেই লঙ্গর চালু হয়েছে সপ্তের উদ্যোগে। এছাড়া তীর্থযাত্রীদের অমরনাথ যাত্রা সম্পর্কে নানাভায়ে গাইড ও সহযোগিতা করছেন সপ্তেখর সন্ন্যাসী ও স্বেচ্ছাসেবকরা।



হায়দরাবাদ, ২৯ জুন : হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ধর্মপুত্রী শ্রীনিবাস। শনিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেছেন তিনি। হায়দরাবাদে নিজ বাড়িতেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁরা। পরিবার সূত্রের খবর, শ্রীনিবাস কিছুদিন ধরেই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছিলেন, শনিবার ভোররাতে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।১৯৪৮ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তিনি জীবনাববাদ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন শ্রীনিবাস, তিনি নিজাম কলেজ থেকে ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। পরে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন এবং ধীরে ধীরে কংগ্রেস দলের বিভিন্ন পদে উন্নীত হন তিনি। ১৯৮৯ সালে, তিনি কংগ্রেসের চিরকিটে নিরাজ্যবাদ আরবান থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং প্রথমবারের মতো বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তিনি পরবর্তীকালে ১৯৯৯ এবং ২০০৪ সালে একজন বিধায়ক হিসাবে জয়লাভ করেন। ১৯৯৮ সালে তিনি অহ্ম প্রদেশ পিসিসি-র সভাপতি নিযুক্ত হন।

পিআইবি কর্তৃক আয়োজিত নতুন ফৌজদারি আইনের উপর মিডিয়া কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা জুন ২৯ : ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা-২০২৩, ভারতীয় ন্যায় সংহিতা-২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিকার-২০২৩ নামে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইন সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে, যা গত শীতকালীন অধিবেশনে সংসদে পাস হয়েছিল এবং যেগুলি থেকে কার্যকর করা হবে। আগামী জুলাই মাসে, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, কলকাতা শহরে মিডিয়া পেশাদারদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করে। শেখ ফয়সাল কানিস, সহকারী অধ্যাপক, ওয়েস্ট বেঙ্গল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুডিশিয়াল সায়ন্সেস (ডব্লিউবিএনইউজেএস), কলকাতা তার ভাষণে বলেছিলেন যে তিনটি নতুন ফৌজদারি আইনের লক্ষ্য ১৫০ বছরের পুরানো ব্রিটিশ আমলের আইন প্রতিস্থাপন করা এবং দেশের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা। শেখ ফসিহ তুলে ধরেন যে নতুন ফৌজদারি আইন শান্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচারের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এবং শিকারকেন্দ্রিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। নতুন আইনগুলি সম্পর্কে আরও বিশদভাবে তিনি বলেছিলেন যে শুধুমাত্র এখতিয়ারসীমান্ত থানায় একটি এফআইআর নথিভুক্ত করার



পূর্ববর্তী বাধা দূর করা হয়েছে, যার ফলে ভিকটিমরা দেশের যে কোনও থানায় এফআইআর দায়ের করারতে সক্ষম হয়েছেন। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং ক্ষুদ্র অপরাধের শাস্তি হিসেবে মব লিঞ্চিং, কমিউনিটি সার্ভিসের শাস্তির বিধান চালু করা হয়েছে। নতুন আইনগুলি পুরাতন বিধানগুলিকে সরিয়ে দিয়েছে এবং লিঙ্গ-নিরপেক্ষভাবে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আরও স্বচ্ছ করতে অনেক দূর এগিয়ে যাবে, তিনি যোগ করেছেন।

বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করছে

নয়াদিল্লি,২৯জুনঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তর্গলে থাকা কন্নীরা বর্ধিত হওয়ার ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চান। নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো। ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল। কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে। স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা এছের পর এক অভিজ্ঞ ক্লিপে ক্লিক করে। সদ্য শুরু করেছে এই আপাতার ব্যবহার। সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে। প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। এই আপটিব ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকা (যে অন্য এক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যসা ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা (২.২৫ ডলার)। তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘণ্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দুদেরে স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মহিনের প্রায় সমান। তা সে সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয়। সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয়। ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা কমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রথাগত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চঠিয়ে পেড়ে দিলেই। চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে। ভারতে নুনতন আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ। আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আয়তে থাকবে। সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ চেষ্টা করলেই চন্দ্রিকার কণ্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমা়র জন্যই। বর্তমানে তো এআইই সব। যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়বড় ভাষা মডেলে ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে। অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আশ্বাসরাই পাওয়া যায়। অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না। (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৬০ হাজার)। এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয়। ইংরেজির ক্ষেত্রে অডিও জেগাড় করা খুব সোজা। কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু উদ্যোগী হতে হবে বিশেষর দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস টোটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার নিবদ্ধ কর্মসূচি বাড়ছে। এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায়। একই মাত্রা চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে। বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও

৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি। এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকই বৃখতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান। তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে। এবং পূর্বের মতোই শিল্প বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে। যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মার্কিফ হলেও অতি ন্যূনতম। কারণ ওই তথ্যই বিশেষ ক্লায়েন্টদের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে। ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন



ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিরা, ফিলিপিনের টোটো কর্মীদের কাছে পৌঁছয়। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেটে ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞজনােস ডালোন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র বিশ্বকে প্রভাব ফেলে। এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে। যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমরা বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে। বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা এবং উচ্চমানের হবে। আলাহাল্লি আরও চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে। বেস্টালুকতে এই অলাভজনক সংস্থার পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ। এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি। অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদদারদের তথ্য বেচে বাজারদরে। তবে, নিজের খরচটা ভালোর পরে নুনাফার মতো অশেটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য। (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের

জন্যও টাইমলাইন জারি করা হয়েছে কারণ আগে আদালতের বিচারকে বিলম্বিত করার জন্য অনেকগুলি স্থগিত করা হত। কিন্তু এখন, পেডেলি কমানোর জন্য মূলতবি দৃটি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, উক্টর থান ওয়ার্কশপের সময় ব্যাখ্যা করেছিলেন। তারা নতুন ফৌজদারি আইনে করা পরিবর্তনের ওপর জোর দেন এবং বড় ধরনের পরিবর্তনেরে ভিকটিমদের অধিকারের ওপর বিশেষ করে নারী ও শিশুদের জন্য অধিকতর ফেসকস, বিচার ব্যবস্থায় আরও প্রযুক্তির ব্যবহার, সন্ত্রাস, সংগতিত অপরাধ, নুনতম শাস্তির ধারণা, প্রবর্তনা। ক্ষুদ্র অপরাধ ইত্যাদির শাস্তি হিসেবে সম্প্রদায় সেবা। শ্রী শম্ভুনাথ চৌধুরী, অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পিআইবি তার উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, নতুন ফৌজদারি আইনগুলি ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে আরও সহজলভ্য, জবাবদিহিমূলক, বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থাকে সক্ষম করার জন্য সরকারের একটি প্রচেষ্টা। শ্রী অরিন্দিং চক্রবর্তী, ডি. কর্মশালা পরিচালনা করেন পরিচালক মো. কর্মশালায় শহরের বিশিষ্ট মিডিয়া হাউসের প্রতিনিধিত্ব ছিল।

৩০ জুন ফের শোনা যাবে মন-কি-বাত, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শোনার প্রতীক্ষায় দেশবাসী

নয়াদিল্লি, ২৯ জুনঃ লোকসভা ভোটের জন্য প্রায় ৩ মাস বন্ধ থাকার পর ৩০ জুন (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বৈতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তার প্রথম মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ৩০ জুন মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১১-তম পর্ব।বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবক’টি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অ্যান্ড এসম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। তৃতীয়বার দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর মোদী কি বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

ধরনে এল পরিবর্তন, বাতিল ও স্থগিত পরীক্ষার নতুন তারিখ জানালো এনটিএ

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : প্রশ্নপত্রফাঁসের আশঙ্কায় পরীক্ষাপ্রহসের এক দিন পর বাতিল করা হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণার প্রবেশিকা পরীক্ষা ইউজিসি নেটা। স্থগিত করা হয়েছিল বিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার প্রবেশিকা সিএসআইআর। শুক্রবার রাতে সেই সব পরীক্ষার নতুন দিন ঘোষণা করল জাতীয় টেস্টিং এজেন্সি (এনটিএ)। বিশেষ পরিবর্তনও আনা হয়েছে পরীক্ষার ধরনে। এর আগে পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল এএমআর শিটে। এনটিএ জানিয়েছে, এ বার পরীক্ষা হবে কম্পিউটারে অর্থা কম্পিউটার বোর্ড টেস্ট (সিবিটি)।ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বাতিল ও স্থগিত রাখা পরীক্ষাগুলির নতুন তারিখ ঘোষণা করেছে। এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে এনটিএ-র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ইউজিসি নেট জুন-২০২৪ পরীক্ষা, ২১-শে আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের ৪ তারিখের মধ্যে নেওয়া হবে। এই মাসের ১৮ তারিখে এই পরীক্ষা গ্রহণের পরের দিনই বাতিল করা হয়েছে।জয়েন্ট সিএসআইআর ইউজিসি নেট - জুন ২০২৪ পরীক্ষা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে স্থগিত করা হয়েছিল। তা নেওয়া হবে ২৫ থেকে ২৭ জুলাই। উল্লেখ্য, রসায়ন বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, বায়ু মন্ডল, মহাসাগর এবং গাণিতিক ও শারীরিক বিজ্ঞানে পিইউটিড-তে ভর্তির জন্য এই পরীক্ষা নেওয়া হয়ে থাকে। চার বছরের ইন্টিগ্রেটেড টিচার এডুকেশন প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা - এনসিইটি, যা স্থগিত করা হয়েছিল - তা নেওয়া হবে ১০ জুলাই। অল ইন্ডিয়া অয়ুম্ পোস্ট গ্রাজুয়েট এন্ট্রান্স টেস্ট - ২০২৪, আগামী মাসের ৬ তারিখে নির্দিষ্ট সমসূচী অনুযায়ী নেওয়া হবে।

হেমন্তকে প্রেফতার করে ভোট আদায়ের বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে:মহুয়া মাজি

রািটি, ২৯ জুন : হেমন্ত সোরেনের মুক্তিতে খুশি ব্যক্ত করলেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার সাংঘদ মহুয়া মাজি। একইসঙ্গে বিজেপিকে একহাত নিয়েছেন তিনি। মহুয়া বলেছেন, হেমন্ত সোরেনকে প্রেফতার করে ভোট আদায়ের বিজেপির ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে। উল্লেখ্য, জামিন পাওয়ার পর শুক্রবারই জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন হেমন্ত সোরেন।এ প্রসঙ্গে শনিবার সকালে মহুয়া মাজি বলেছেন, হেমন্ত সোরেন ঝাড়খণ্ডের একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতা। নেতাকে প্রেফতার করে বিজেপির ভোট আদায়ের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়েছে।

আন্দামান সমুদ্র কেঁপে উঠল ভূমিকম্পে, কম্পনের তীব্রতা ৪.৫

পোর্টব্লেরার, ২৯ জুন : মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল আন্দামান সমুদ্র। শুক্রবার রাত ১০.৪৬ মিনিট নাগাদ আন্দামান সমুদ্রে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। রিপোর্টার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ১০.২৫ অক্ষাংশ, ৯৩.৮২ দ্রাঘিমাংশ, ভূপৃষ্ঠের মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরতায়।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজির-র পক্ষ থেকে আরও জানানো হয়েছে, পোর্টব্লেরার থেকে ১১৩ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে এবং ক্যাম্পবেল বে থেকে ৩৬০ কিলোমিটার উত্তরে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। আবার দিগলিপুর থেকে ৩৪৭ কিলোমিটার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে।

কেজরিওয়ালের প্রেফতারিতে ফুঁসছে এএপি, দিল্লিতে বিক্ষোভ শীর্ষ নেতাদের

নয়াদিল্লি, ২৯ জুন : আবগারি দুনীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল প্রেফতার হতেই ক্ষোভে ফুঁসছে তার দল আম আদমি পাটি। শনিবার দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করলেন এএপি-র শীর্ষ নেতারা। বিক্ষোভ কর্মসূচিতে অংশ নেন দিল্লির মন্ত্রী অতিশী, গোপাল রাই প্রমুখ।আম আদমি পাটির এই বিক্ষোভের প্রেক্ষিতে দিল্লিতে দলের সদর দফতরের বাইরে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়। এএপি-র বিপুল সংখ্যক নেতা ও কর্মীরা ইডি ও সিবিআই-এর ভূমিকার তীর নিন্দা করেন। আক্রমণ করেন বিজেপিকেও।

জন্মু ও কাশ্মীরে ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস, ভূমিধসেরও সম্ভাবনা

শ্রীনগর, ২৯ জুন : জন্মু ও কাশ্মীরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানালো আবহাওয়া দফতর। ১২-৫ জুলাই পর্যন্ত আবহাওয়ার পূর্বাভাসে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৬ জুলাই থেকে বৃষ্টির তীব্রতা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, অনেক স্থানে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।একইসঙ্গে আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, কিছু জায়গায় অল্প সময়ের জন্য ভারী বৃষ্টিও হতে পারে। এই সময়ে কাশ্মীরের পাহাড়ি অঞ্চলে ভূমিধসের ঝোঁটনাও ঘটতে পারে। একইসঙ্গে কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ৩০ জুন পর্যন্ত জন্মু ও কাশ্মীরের নানা স্থানে রাত ও ভোরের দিকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আপাতত তাপমাত্রার বিশেষ তারতম্য হবে না বলেও জানানো হয়েছে।

নিজের আততায়ীকে আনন্দ দিতে নিজেকে পুড়িয়ে ছাই করে, মেয়েদের নিয়ে আক্ষেপ তসলিমার

কলকাতা, ২৯ জুন : চিরকাল এটি ছিলেন না। কে এই এলাহী জানিনা। এক এলাহীর ফেসবুক আইডি তো লক করে রাখা।অপর্গা বসাক খন্দকার মাহবুব এলাহীকে মুক্তি দিতে চেয়েছেন। মুক্তি তো তাঁকে জীবনের পাতা থেকে ডিলিট করেও দেওয়া যেত, বাড়ি থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েও দেওয়া যেত, প্রেমিক নামের পাশপাশে যথাক্রমে ২ হাজার ৬০০, ৩১ ও ১০১৩সলিমা লিখেছেন, ময়মনসিংহ শহরে অপর্গা বসাক নামের একজন ডাক্তার নিজেই আ গুনে পুড়িয়ে আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার আগে তিনি ফেসবুকে লিখেছেন--''ভালো থাকে। আমি আর পারছি না। হয়তো সবার মতে হেরে গেলাম। মুক্তি দিয়ে গেলাম। খন্দকার মাহবুব এলাহী''।তনুমান একাছির, অপর্গার প্রেমিক ছিলেন না এলাহী। হয়তো অপর্গা তাঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি রাজি

কলকাতা,৩০জুন মার্চঃরবিবার, ১৫ আষাঢ় মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ১৫ আষাঢ় মাসঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃবঙ্গাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ১৫ আষাঢ় মাস, চান্দ্র ৭ মধুপূর্ণন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাহু, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ১৫ আষাঢ় মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৩ আষাঢ় মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১৪ শনিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরপূর্ণ।পূজার গত স্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ৫০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১৪২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃ:সপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পূর্বসূর্যকরণঃবজ্রিঃ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ ০১ দং ৩৭৬৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্ণোগোঃঅতিথিও অমৃতযোগাদিঃ ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ৩৬ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১১ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৪ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বোলোদিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত।বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ ৩৬ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ০২ পর্যন্ত। কালবোলোঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত।গ্রন্থফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১ঃ৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ২২১৫২৫০ (১) ১ পদমঙ্গলঃ২২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবৃধঃ২০২২২৫ (১) ১ পদবৃক্ষপতিঃ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদসুক্রঃ১০৮১৭১৩ (২৪) ১ পদশনিঃ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ১২২২৭৫৩ (১৬) ২ পদক্রেতঃ১২২২৭৫৩ (১৩) ৪
আবহাওয়া
বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩১.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (৫১) সর্বনিম্ন ২৭.০১ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতাংশ। এবং ৭৬শতাংশ। বৃষ্টিহয়েছে শনিবার। জ্যোতি-সকল ৮টা ৪৯ মিনিট এবং রাত ৮টা ৪৪মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আশ্বঃ ৮ টা ৫৫মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ৬ টা ২১ মিনিটে।
রাশিফল

মেঘরাশিঃআজ আপনার জন্য খুব একটা উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন দিন নয় এবং আপনি ছোট ছোট বিষয়েই বিরক্ত হয়ে উঠবেন। শুভ দিন।
বৃষভ রাশিঃআপনার রগড়াটো ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে।
মিথুন রাশিঃ আপনি আপনার জীবনে দীর্ঘ সময় ধরে সমুখীন হওয়া উত্তেজনা এবং চাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারেন। অর্থ ব্যয়। স্তব্ধ রং লাল।
কর্কট রাশিঃশারীরিক সুস্থতা এবং ওজন কমানোর কর্মসূচী আপনাকে আরো ভালো আকারে আনতে সাহায্য করবে। শুভদিন
সিংহ রাশিঃ বন্ধুরা সহায়ক হবে এবং আপনাকে খুশি রাখবে। বড় দলে নিজেকে নিযুক্ত করা অত্যন্ত আনন্দোপূর্ণ হবে- কিন্তু আপনার খরচ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা নেবে।
কন্যা রাশিঃআপনার মুহুরকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। কোন নতুন অর্থকরিত সময়েোতা চূড়ান্ত হবে এবং আপনি অকে চাকা পাবেন। আর্থিক ব্যয় হবে।
তুলারাশিঃচাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এই খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদ্য মত মারাজক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।শুভদিন
বৃশ্চিক রাশিঃ আপনার উচ্চ উদ্দীপনা স্বেধেও আপনি এমন কন্ধীর অভাব অনুভব করবেন যিনি আজ আপনার সাথে থাকতে পারছেন না। বিবাহের যোগ হবে।
ধনু রাশিঃঅতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অসমর্থ হতে পারেন- অন্যদের থেকে সাহায্য চান।
মকর রাশিঃসন্তান হতে পারে। বিবাহের যোগ। আর্থিক উন্নতি।
কুম্ভ রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুষকৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রতীয়ী অনুভব করবেন।
মীন রাশিঃ বন্ধুরা আপনাকে কোন বিশেষ ব্যক্তির সাথে আলাপ করাবে যিনি আপনার চিন্তায় লক্ষণীয় প্রভাব ফেলবেন। লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা।

বদলি নীতি লাগু করার সিদ্ধান্ত

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ ত্রিভুতরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত করতে বদলি নীতি কঠোর ভাবে লাগু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিন বছরের বেশি কোনও কর্মীকে একই গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে রাখা যাবে না এই নীতি কঠোর ভাবে কার্যকর করার জন্য রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে। পঞ্চায়েত দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, যারা এই মুহুর্তে তিন বছরের বেশি সময় ধরে গ্রাম পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতিতে রয়েছেন, তাঁদেরকে এখনই বদলি করতে হবে। রাজ্য পঞ্চায়েত দফতরের এই নির্দেশিকা প্রত্যেকটি জেলায় পাঠানো হয়েছে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে বহু কর্মী রয়েছেন যারা দিনের পর দিন একই জায়গায় কাজ করছেন। এই ধরনের কর্মীদের নিয়ে নানান সমস্যা সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভও তৈরি হয়। তাই এই নির্দেশিকা বলে মনে করা হচ্ছে।

‘বিচারকরা মানুষের সেবক’

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ অনেক হাইকোর্ট জমিনের জরুরি আবেদনের ক্ষেত্রে তৎপরতা দেখাচ্ছে না বলে দেশের প্রধান বিচারপতি ডি-ওয়াই চন্দ্রচূর মন্তব্য করেছেন। আজ পূর্ব কলকাতায় এক পাঁচতারা হোটেলে জাতীয় জুডিশিয়াল একাডেমির এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে তিনি বলেন এই মনোভাৱে বিচার ব্যবস্থার আদর্শ মডেল হতে পারে না। বিচারকরা মানুষের সেবক বলে তিনি জানান। সমাজকে নিয়ে সংবিধানের কথা মাথায় রেখে বিচার করতে হবে বলেও প্রধান বিচারপতি জানিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বিচার ব্যবস্থায় কোন পক্ষপাত না দেখে সততা বজায় রাখার জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে অনুরোধ করেন। তিনি বলেন কোন রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্ব না রেখে সম্পূর্ণ গোপনীয়তার মাধ্যমে বিচার ব্যবস্থার পবিত্রতা রাখা উচিত। আগামী দিনে তিনি উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের জন্য নিজেই মামলা লড়বেন বলে জানিয়েছেন। রাজ্যরহাটে হাইকোর্টের পৃথক ভবন নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকার ৭০ একর জমি দিয়েছে বলেও মুখামন্ত্রী আজ উল্লেখ করেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম, বিচারপতি দীপকর দত্ত, রাজেশ দিশল সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, ধৃত দুই

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ জুনঃ সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে জেরে গড়গেল, মারামারি আহত একাধিক, ধৃত দুই জয়নগরে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর থানার চোষা চন্দনেশ্বর গ্রামে পঞ্চায়েতের চন্দনেশ্বর গ্রামে দীর্ঘ দিন ধরে পাশাপাশি দুই জ্ঞাতির মধ্যে জমি জমার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিবাদ চলছিল। এমনাবস্থায় শুক্রবার চায়ের জমির সীমানা নির্ধারণ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে প্রথমে বচসা, পরে মারপিটের ঘটনা ঘটে। আর এই ঘটনায় দুপক্ষের মহিলা সহ একাধিক ব্যক্তি আহত হয়। এর পরে দুপক্ষের তরফে একে অপরের বিরুদ্ধে জয়নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরে শুক্রবার রাতেই জয়নগর থানার পুলিশ তদন্তে নেমে দুপক্ষের দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। ধৃত দুজন হল ধনঞ্জয় নন্দর ও বিপুল নন্দর। ধৃতদের শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুৰ মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়।

উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে ১০ দিনের

দূরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি, ২৯ জুন ঃ উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভা আয়োজিত ১০ দিনের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত হলো উত্তরপাড়ার গণভবনে দশই জুন নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয়, উদ্বোধন করেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব উত্তরপাড়ার কুড়িটি নাট্যদল। এই নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করে নাট্যদলগুলির পরিচালকরা ও নাট্য শিল্পীরা উপস্থিত ছিলেন নাট্য শিল্পীরা। অসাধারণ অভিনয় করে নাট্য প্রেমীদের মন জয় করেন। নাট্যপ্রেমীদের বক্তব্য অনেকদিন পর উত্তরপাড়ার নাট্যদলগুলি একসঙ্গে

প্রাইম পার্লস মামলায় কোটি টাকা তহরুপের অভিযোগ, তল্লাশি ইডির

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুন ঃ প্রাইম পার্লস মামলায় কয়েকশো কোটি টাকা তহরুপের অভিযোগ, হাওড়াতেও তল্লাশি ইডির। রাজ্যে ফের সক্রিয় কেন্দ্রীয়

হাওড়া

সংস্থাগুলি। শনিবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার আলিপুর, সাউথ সিটি, লেকটাউন, হাওড়ার গোলাবাড়ির ম্যাকেঞ্জি লেন সহ কলকাতা ও শহরতলির মোট আটটি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। প্রাইম পার্লস মামলায় কয়েকশো কোটি টাকা তহরুপের অভিযোগ উঠেছে। ইডি-র আগে সিবিআই-ও ওই সংস্থার বিরুদ্ধে তদন্তে নেমেছিল। কোটি কোটি টাকার আর্থিক তহরুপের এই মামলায় শনিবার সকালে সন্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে অভিযান শুরু করে ইডি-র বেশ কয়েকটি দল। এদিন তারা হাওড়ার গোলাবাড়ির ১৪২, মাকেঞ্জি লেনের একটি বহুতলেও তল্লাশি অভিযান চালায়। সুরেন্দ্র বগারিয়া ও কমাল দুরগারের বাড়িতে ইডির পাঁচজনের একটি দল সকালে তল্লাশিতে আসে। টানা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে তল্লাশি।

সাত সকালে মর্মান্তিক পথ দূর্ঘটনা বারুইপুরে, মৃত দুই, আহত তিন

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ জুন ঃ শনিবার সাত সকালে ভয়াবহ দূর্ঘটনা বারুইপুরে,মৃত দুই,গুরুতর আহত তিন।বারুইপুর থানার সাহাপাড়া এলাকায় শনিবার সকালে একটি সজ্জি বোঝাই বোলোরো গাড়ি সূর্যপুর হাট থেকে সজ্জি কিনে বিক্রির জন্য কলকাতার বাজারে যাওয়ার পথে বারুইপুর সাহা পাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে একটি বিদ্যুতস্তম্ভে ঝুটতে থাকা মারোসেই সময় বারুইপুরের দিক থেকে জয়নগরের দিকে আসা একটি বালি বোঝাই লরি ওই দূর্ঘটনাগ্রস্থ বোলোরে গাড়িকে ধাক্কা মারে। এই দূর্ঘটনার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে দুই সজ্জি বিক্রেতার।

জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা, নকল মূর্তি



দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ জুনঃ জয়নগর থানার পুলিশের তৎপরতায় গ্রেফতার এক ,উদ্ধার লক্ষাধিক টাকা।পুলিশ সূত্রে জানা গেল, গোপন সূত্রে খবর আসে পুলিশের কাছে,এক ব্যক্তি সোনার মূর্তি বিক্রি করতে আসছে বহুতু দেশি এলাকায়। সেই মতো জয়নগর থানার এস আই সাইন ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে পুলিশের বিশেষ টিম শুক্রবার রাতে জয়নগর থানার বহুতু স্টেশন এলাকা থেকে

সন্দেহজনক ভাবে এক ব্যক্তিকে ঘোরাস্থির করতে দেখে তাকে প্রথমে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে ও পরে তাকে গ্রেফতারকরে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয় লক্ষাধিক টাকা ও একাট নকল মূর্তি। ধৃতের নাম সাকিবুল সরদার, বাড়ি বকুলভলা থানার দমদমা খরিবাড়ি এলাকায়।

ধৃতকে শনিবার জয়নগর থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।ধৃতকে জিজ্ঞেসাবাদ করে পুলিশ আলল মূর্তি উদ্ধার ও এই কাজে আর কে কে আছে তা জানার চেষ্টা করবে বলে জানা গেল।

ডোমজুড়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এখনো আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন

দূরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৯ জুন ডোমজুড়ের স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা এখনো আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন। আসানসোলের পর গত ১১ জুন হাওড়া ডোমজুড়েও সোনার দোকানে ভয়াবহ ডাকাতির ঘটনা ঘটেছিল। ডোমজুড়ের সেই ডাকাতির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তরা অধরা। আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। কিছুদিন যাবৎ তাঁদের সন্দেহ এলাকায় বেশ কয়েকটি সোনার দোকানে ফের রেইকি করছে দুষ্কৃতীরা।

সিসিটিভি ফুটেজ ঘেঁটে তারা

বুঝতে পারেন আবারও ডাকাতির

উদ্দেশ্যে প্রায় ৫-৬টি দোকানে

চলছে সেই রেইকির কাজ। এরপর

সমস্ত সোনার ব্যবসায়ীরা থানার

সহযোগিতা নিয়ে শনিবার

সিসিটিভি ফুটেজ অনুসন্ধানের

কাজে নামেন। এই ঘটনায় ফের

আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন স্বর্ণ

ব্যবসায়ীরা। এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী

বলেন, প্রথমে একজন ডভ্রলোক

এসে মাদুলির খোঁজ করেন। মাদুলি

দেওয়ার পর তিনি লকেট চান।

এরপর তিনি বেরিয়ে

যাচ্ছিলেন। মাদুলি নিয়ে যাওয়ার

কথা বললে তিনি বলেন একসাথে

তিনটে জিনিস পরে নেন। ওই

ডভ্রলোক জোর করে জিনিস বার

করার কথা বলছিলেন। প্রথমে

আমি বুঝতে পারিনি। ওনার

আটিটিউড তা ছিল তলায় একটি

গয়না পড়ে গেলেও সেটি আমি

ভুলিনি। এটা খুব আতঙ্কের

ব্যাপার। এর আগে আমাদের

দোকানে ডাকাতি হয়েছিল। সেই

ঘা এখনো শুকাতে পারিনি। ওই

ঘটনার পর আমরা আতঙ্কে আছি।

পুলিশ মাঝে মাঝে এসে দেখে

যায়। ২০১৭ সালে আমাদের

দোকানে পিছনের দেওয়াল গর্ত

করে চুরি হয়েছিল।

পূরসভা। আমরা উত্তরপাড়া

পৌরসভাকে ধন্যবাদ জানাই।

যানজট মুক্ত ক্যানিং শহর গড়তে পথে নামল প্রশাসন

কড়া হুঁশিয়ারি ব্যবসায়ীদের

ক্যানিং, ২৯ জুন ঃ ক্যানিং শহরকে যানজট মুক্ত করতে এর আগেও একাধিকবার পথে নেমেছেন প্রশাসনের অধিকারিকরা। ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের নেতৃত্বে পথে নেমে সাধারণ ব্যবসায়ী, গাড়ি চালকদের সচেতন করেন। কিন্তু তাতে কোন কাজ হয়নি। তবে এবার শেষবারের মত সতর্ক করা হয় প্রশাসনের তরফ থেকে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিধায়ক। শনিবার ক্যানিং ১ ব্লকের বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, ক্যানিং থানার আই সি সৌগত ঘোষ, আর পি এফ ওসি পঙ্কজ কুমার ও জি আর পি ওসি তাপস মন্ডলকে সঙ্গে নিয়ে পথে বের হন বিধায়ক। এদিন শেষ বারের মত সতর্ক করা হয় সকলকে। ফুটপাথ দখল করে ব্যবসা, রাস্তায় গাড়ি রেখে যানজট তৈরি করলেই তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে পুলিশ। আগামী ৬রা জুলাই থেকেই প্রশাসন কড়া পদক্ষেপ নেবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

৬রা জুলাইয়ের পর কেউ ফুটপাথ দখল করলে বা রাস্তায় বেআইনি পার্কিং করলে পুলিশ এসে সেই সব ব্যবসার সামগ্রী যেমন বাজোয়াণ্ড করবে তেমনি বেআইনি ভাবে পারকিং করা গাড়ি, বাইকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে বলে এদিন জানিয়ে দেওয়া হয়। এদিন ক্যানিং ট্রাফিক গার্ডের অফিসের সামনে থেকে শুরু করে পায়ে হেঁটে গোটা ক্যানিং বাজার

নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র

উলুবেড়িয়া, ২৯ জুন ঃ বিদ্যালয়ের দূরে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র। শনিবার উলুবেড়িয়ার পালপাড়া গোবিন্দ জিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র অনীত বাগ ,পিতা চন্দন বাগ,(১৪বৎসর) বাড়ি ধুলা সিন্দা,সহ তিন বন্ধু বেলাড়ী আশ্রমের অদূরে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে যায় এবং সেখানে তলিয়ে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি,জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের চলছে তলিয়ে ডিভিতে পচছে ভাগীরথী নদীতে খোঁজাখুঁজি।

উলুবেড়িয়া, ২৯ জুন ঃ বিদ্যালয়ের দূরে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ নবম শ্রেণীর ছাত্র। শনিবার উলুবেড়িয়ার পালপাড়া গোবিন্দ জিউ উচ্চ বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র অনীত বাগ ,পিতা চন্দন বাগ,(১৪বৎসর) বাড়ি ধুলা সিন্দা,সহ তিন বন্ধু বেলাড়ী আশ্রমের অদূরে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে যায় এবং সেখানে তলিয়ে যায়, সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায়নি,জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের চলছে তলিয়ে ডিভিতে পচছে ভাগীরথী নদীতে খোঁজাখুঁজি।

শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ

আমবাসা, ২৯ জুন ঃ শিক্ষকের দাবিতে ছাত্র-ছাত্রীদের পথ অবরোধ। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা কম তার উপর বদলির নির্দেশ। আর এতেই ক্ষেপে উঠল ছাত্রছাত্রীরা। ঘটনা ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমার গোপাল সর্দারপাড়া বিদ্যালয়ে। জানা গিয়েছে, গোপাল সর্দারপাড়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক স্বল্পতা চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। বারবার বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা জেলা শিক্ষা অধিকারিককে জানিয়েও কোন লাভ হয়নি। বরং দুই শিক্ষক বদলির নোটিশ এসেছে এই বিদ্যালয়ে। এই খবর পেয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা শনিবার সকালে আমবাসা – কলমপুর সড়কের গ্যাস এজেন্সির সামনে রাস্তা অবরোধ করে। দীর্ঘক্ষণ চলে এই অবরোধ। ছাত্রছাত্রীরা জানায় পুরসভার সহযোগিতা আসেননি। ফোনে বলে দেন যে দুজন শিক্ষকেরবদলির নোটিশ এসেছে তাদের বদলি স্থগিত করে দেওয়া হবে।

নিউ মার্কেটে ব্যবসায়ীদের ওপর চড়াও হকাররা, ধুকুমার ধর্মতলায়

কলকাতা, ২৯ জুনঃ শনিবার কলকাতার ধর্মতলায় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হকারের যাবসালা ঘিরে তুলকালাম পরিস্থিতি তৈরি হয়। জানা যাচ্ছে, নিউ মার্কেট চত্বরে স্থায়ী ব্যবসায়ী ও হকারদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ঘিরে হয় এই ধুকুমার পরিস্থিতি। অভিযোগ, স্থায়ী ব্যবসায়ীদের উপর হামলা চালিয়েছেন হকার পক্ষের কয়েকজন। সেই ঘটনার প্রতিবাদেই রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখান নিউ

নাট্য উৎসব

উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্টরা পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বলেন এই নাট্যোৎসব করতে পুরসভা এগিয়ে এসেছে আগামী দিনেও পুরসভা নাট্য দলগুলিকে সব রকম সহযোগিতা করবে। উত্তরপাড়ার মানুষ নাটক দেখতে চায় তারা নাটক ভালোবাসে। উত্তরপাড়ার নাট্য সংসদের সম্পাদক জয়ন্ত দাশগুপ্ত জানানলেন উত্তরপাড়া পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি উত্তরপাড়ার নাট্য প্রেমীরা নাটক ভালবাসে। উত্তরপাড়ার মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আগামী দিনেও পুরসভার সহযোগিতা আমরা চাইছি এরকম নাট্যোৎসব যাতে হয়।



চত্বর মাইকিং করে এই সতর্ক বার্তা দেওয়া হয় প্রশাসনের তরফ থেকে। পাশাপাশি আগামী ১৫ ই জুলাই থেকে ক্যানিং মর্ডান বাস টার্মিনাস থেকে বিভিন্ন প্রান্তে যাওয়ার বাস মিলবে বলে জানান বিধায়ক। ফলে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড চত্বর অনেকটা বেশি যানজট মুক্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিধায়ক বলেন, “ ক্যানিং মহকুমা শহর। বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে আসেন ব্যবসা করতে, ট্রেন ধরতে। তাছাড়া সুন্দরবনের প্রবেশদ্বার হওয়ায় বিভিন্ন পর্যটনরা সারা বছর ক্যানিংয়ে আসেন। কিন্তু যানজটের কারণে সকলকেই অসুবিধায় পড়তে হয়। মানুষ সমাজ মাধ্যমে আমাদেরকে বিক্রপ করেছে। তাই আজ শেষবারের মত সতর্ক করা হল সকলকে। এরপর না স্তনলে প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। প্রশাসনের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার

স্কুল কলেজে এখনও রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী, প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ পড়ুয়াদের

ভাঙড়,২৯ জুন ঃ নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাস রুখতে এখনও পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড়েও নির্বাচন পরবর্তী সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটেছে একাধিকবার। সেই কারণে এখনও পর্যন্ত সেই সন্ত্রাস মোকাবিলা করার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী রয়েছে ভাঙড়ের বেশ কয়েকটি স্কুল ও কলেজে। এর ফলে কোন কোন স্কুল বা কলেজে ঠিক মত ক্লাস হচ্ছে না। বন্ধ রাখতে হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাস। এমনকি ভাঙড় কলেজের পরীক্ষাও বাতিল করতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভাঙড়ের স্কুল কলেজে পঠন পাঠন স্বাভাবিক করার দাবিতে বিক্ষোভ আন্দোলন করলেন স্কুল পড়ুয়ারা। শনিবার দুপুরে কার্যত বাসন্তী রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। বামনঘাটা হাইস্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা বাসন্তী হাইওয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান শনিবার দুপুরে। যার কারণে রাস্তায় ব্যাপক যানঘট শুরু হয়। ঘটনাস্থলে আসে কলকতা দেবার কমপ্লেক্স থানার পুলিশ। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ছাত্র ছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা। অবশেষে পুলিশের আশ্বাসে বিক্ষোভ ওঠে। দ্রুত এ বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়।

চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রাণ হারালেন মা, উওজনা সাগরে

দূরন্ত বার্তা, সাগর, ২৯ জুন ঃএবার চিকিৎসার গাফিলতিতে প্রাণ হারালো প্রসূতি মা, উত্তেজনা সরকারি হাসপাতালে। গত পাঁচ দিন আগে রাজশ্রী প্রামাণিক দাস নামের এক মহিলাকে প্রসূতির যত্নগা নিয়ে সাগর গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। পরিবারে লোকজন বলেন যে, এরপর তার শারীরিক অসুস্থতার অবনতি হলে অপারেশনের সিদ্ধান্ত নেয় সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের ডিউটিরত চিকিৎসকরা। এরপর রাতে অপসারণে জন্ম নেয় ফুটফুটে এক কন্যা সন্তান। এরপর শনিবার সকালে সদ্যোজাতকে রেখেই হঠাৎই মৃত্যু হয় মা রাজশ্রী প্রামাণিক দাসের। পরিবারের অভিযোগ চিকিৎসার গাফিলতির কারণেই প্রসূতির মৃত্যু হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের চক ফুল ডুবি এলাকার রাজশ্রী প্রামাণিক দাস নামক এক প্রসূতি মা সদ্যোজাতকের জন্ম দেয়। চিকিৎসার গাফিলতির জেরে প্রসূতি মায়ের মৃত্যু আর সেই মৃত্যুকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় শনিবার। এই উত্তেজনার ফলে গ্রামের মানুষেরা এসে রাস্তা অবরোধ করে এবং দােষী চিকিৎসকের শাস্তি দাবি তোলেন। সাগর থানার পুলিশ প্রশাসন এসে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়ার পরে পরিবারের লোকজন শান্ত হোন এবং অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্তের কাজ শুরু করেছে।

পুরসভা বাজার অথবা হকিং জেনে মা ক্যান্টিন চালুর উদ্যোগ

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুনঃ মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের প্রেক্ষিতে পূর্ব ও নগরোন্নয়ন দফতর রাজ্যের প্রতিটি পুরসভা এলাকার বাজার অথবা হকিং জেনে মা ক্যান্টিন চালুর উদ্যোগ নিয়েছে। দফতরের তরফে রাজ্যের প্রতিটি পুরসভাকে চিঠি দিয়ে তাদের এলাকায় কতগুলি বাজার রয়েছে এবং সেখানে মা ক্যান্টিন খোলার মতো জায়গা পাওয়া যাবে কিনা তা শীঘ্রই জানতে চাওয়া হয়েছে। বছর খানেক আগে হওয়া একটি সমীক্ষায় রাজ্যের পূর এলাকায় প্রায় ১১০০ বাজার আছে বলে উঠে এসেছিল। বর্তমানে রাজ্যে কতগুলি বাজার রয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তা চিহ্নিত করা হবে। মা ক্যান্টিনের সংখ্যা বাড়াতোই এই প্রক্রিয়া বলে জানা গিয়েছে। মূলত, মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের দিয়ে চালানো হয় মা ক্যান্টিন। জোর দেওয়া হয়েছে পরিচ্ছন্নতার দিকেও। নতুন করে যে ক্যান্টিনগুলি হবে বিভিন্ন বাজার এলাকায়, সেখানেও পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে।

আবাসন সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ নিরসনের গাইডলাইন করবে রাজ্য

দূরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন ঃ বাড়ি বা ফ্লাট কিনে তার মালিকানা বা অন্যায় পরিষেবা পেতে সাধারণ মানুষকে যাতে অসুবিধা না পড়তে হয় রাজ্য সরকার না নিশ্চিত করবে। প্রোমোটার, ডেভলপার এবং নির্মাণকারীদের সংস্থা ফ্রেডাইয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আবাসন সংক্রান্ত সমস্ত অভিযোগ নিরসনের নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করা হবে বলে ক্রেতা সুরক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আগামী ৪টা জুলাই ক্রেতা সুরক্ষা দফতর একটি বৈঠক ডেকেছে। জানা গেছে সাস্পতিককালে প্রোমোটারদের বিরুদ্ধে দখলদারি, ফ্ল্যাট আটকে রাখা সহ একাধিক অভিযোগ দফতরের কাছে জমা পড়েছে। এর পাশাপাশি নিম্নমানের ফ্ল্যাট দেওয়ার রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত প্রতিক্রিতি ঠিকমতো পালন না করারও অভিযোগ উঠেছে। এইসব অভিযোগ নিয়ে ওই বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে উপভোক্তা বিষয়ক মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানিয়েছেন। তিনি জানান শহরের পাশাপাশি এখন গ্রামাঞ্চলেও ফ্ল্যাট সংস্কৃতি প্রসারিত হয়েছে। এমন অবস্থায় ক্রেতার রাতে কোনভাবেই প্রতারণা না হন তা নিশ্চিত করাই রাজ্য সরকারের প্রধান লক্ষ্য বলে তিনি জানিয়েছেন।

স্কুল ঘর থেকে উদ্ধার কালনাগিনী, তুলে দেওয়া হলো বন দফতরের হাতে

দূরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৯ জুনঃ স্কুল থেকে উদ্ধার প্রায় চার ফুটের একটি কালনাগিনী সাপ জয়নগরে, তুলে দেওয়া হলো বন দফতরের হাতে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, শনিবার জয়নগর থানার পশ্চিম গাববেড়িয়া হাইস্কুলে এসে পড়ুয়াদের চোখে পড়ে তিনাতলার ক্লাস রুমের বাইরে একটি বিষধর সাপ ঘুরছে।

তারা ভয়ে চিংকার করলে স্কুলের শিক্ষকরা চলে আসে সেখানে। এবং এই স্কুলের সহ শিক্ষক তথা জয়নগর ১ নং পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সহকারী সভাপতি আনিুর রহমান মাল্লা তৎক্ষণাৎ বন দফতরের আধিকারিকের সাথে যোগাযোগ করেন। এবং তাঁর পরে বন দফতরের বারুইপুর রেঞ্জের বন কর্মীরা এসে সাপটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। বন দফতর সূত্রে জানা গেল, সাপটি বিরল প্রজাতির কালনাগিনী সাপ। সচরাচর এদের দেখতে পাওয়া যায় না।তবে সাপটিকে তাঁরা নিয়ে গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর নবেরদ্রপুর অভয়ারণ্যে ছেড়ে দেবে বলে জানা গেল। আর সাপটি বন দফতরের হাতে যাওয়ার পরে হাফছেড়ে বাঁচলেন স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সন্দেহের বশে প্রৌড়া স্ত্রীকে খুনের অভিযোগ, পলাতক প্রৌড় স্বামী

হুগলি, ২৯ জুন ঃ স্ত্রীকে সন্দেহের বশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল বয়স্ক স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি হুগলির জাঙ্গিপাড়া থানার ধীতপুর গ্রামের। সূত্রের খবর, মৃত র নাম আমিনা বেগম (৬০) । শুক্রবার রাতে স্বামীকে নিয়ে স্বামী শেখ আজিম হোসেন (৭৫) একই ঘরে শুয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এক নাতিও। শনিবার সকালে বৃদ্ধ

দম্পত্তিকে ডাকতে গিয়ে বউমা দেখেন শাশুড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন। বৃদ্ধ শ্বশুর পলাতক। এর পরই খবর দেওয়া হয় জাঙ্গিপাড়া থানায়। পুলিশ গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। জাঙ্গিপাড়া থানার পুলিশ সূত্রে খবর, প্রৌড়াকে সন্দেহ করতেন স্বামী। সেই নিয়ে পারিবারিক অশান্তি লেগেই থাকত।

দক্ষিণবঙ্গের ৬ জেলায় ভারী বর্ষণের আশঙ্কা, হলুদ সতর্কতা হাওয়া অফিসের

কলকাতা, ২৯ জুন ঃ সকাল থেকেই আকাশের মুখ ভার, জেলায় জেলায়। কোথাও ঘনকালো মেঘে ছেয়েছে আকাশ। ঠিক এমনই সময় ফের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বর্ষণের সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। অনেক জায়গায় ঠাहर করা যাচ্ছে না, সকাল না বিকেল ! যদিও পূর্বাভাস মিলিয়েই বমবামিয়ে বৃষ্টি হয়েছে দুই ২৪ পরগনায়। কোথাও ইতিমধ্যেই জমেছে বৃষ্টির জল। তবে বাসে-ট্রেনে সেই ক্রমাল বার করতেই হচ্ছে। কারণ দরদরিয়ে গড়াচ্ছে ধাম। বাতাসে যে জলীয়বাস্প বাসা বেধে আছে। যাওয়ার নাম নেই। যার জেরে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ক্রমশ বেড়েই চলেছে। হাওয়া অফিস শনিবার ভারী

বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, দুই মেদিনীপুর এবং দুই ২৪ পরগনায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির আশঙ্কা ফের দেখা দিয়েছে উত্তরবঙ্গে। পাশাপাশি মাসের শেষ দিন অর্থাৎ রবিবার ৩০ জুনও থাকছে ফের হলুদ সতর্কতা। ভারী বর্ষণের প্রবল সম্ভাবনা থাকছে দুই বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমে। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, পয়লা জুলাই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকছে উত্তরবঙ্গে। শনিবার তারা জানিয়েছে, ৬ জুলাইতে ভারী বর্ষণের হলুদ সতর্কতা থাকছে দক্ষিণবঙ্গে। আগামী মাসের ৩ তারিখ ভারী হওয়ার আশঙ্কা থাকছে নদিয়া ও দুই ২৪ পরগনায়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দূরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২১০ সংখ্যা, রবিবার, ১৫ আষাঢ়, ১৪৩১

বিশ্ব সঙ্গীত দিবস ‘পিট সিগার’

পৃথিবীর সব চেয়ে দামী ‘শব্দ’ কোনটি? পৃথিবী যদি স্থির থাকে, আলোচনার কোন মানে হয় না। কিন্তু পৃথিবী চলমান, তাই ভাববার অবকাশ আছে কোন শক্তিতে সে চলছে। এখানে পৃথিবীর ভৌগলিক গতি বা তার জল মাটি আকাশের কথা বলছিনা, বলাছি মানুষের মননের কথা। কারণ, মানুষ তার বিবিধ চর্চার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই পৃথিবীর ইতিহাস মানে মানুষের ভাবনার জগতের ইতিহাস। এখন কথা, কোন মন্ত্র বলে মানুষ তার ভিতরে শক্তি সঞ্চয় করে পৃথিবীকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই শব্দ মন্ত্রের নাম ‘অনুপ্রেরণা’। একজন মানুষ যুক্তি দিয়ে অপরকে কিছু বোঝাতে পারেন। কিন্তু বোঝানো আর প্রাণে আঙুন জ্বালানো এক জিনিস নয়। এমনও হয় কোনো কথা না বলে নিজের জীবনাচরণ দিয়েও একজন অপর জনকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। অনুপ্রাণিত হলে তার মনে আঙুন জ্বলে ওঠে। সেই আঙুনই চলার শক্তি আর সাহস যোগায়। তখন তিনি অনেক অসাধ্যসাধন করতে পারেন। দেখা যায় পৃথিবীর সমস্ত সুস্থিশীল মানুষ তাদের কাজে কোনো না কোনো ভাবে অন্য কারোর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। যে সমস্ত কৃতী মানুষ তাদের কেশোর নিকি যৌবনের স্মৃতিচারণ করেছেন তাদের প্রত্যেকের রচনায় এমন সত্যের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। নিজেকেই খেটে খেতে হবে। নিজেকেই যোগাড় যন্তর করে রান্না করতে হবে। তা সে কাঁচা ভোঁতা যাই হোক সেটাই আমাকে পরিবেশন করতে হবে। এসব করার পথে আমার প্রাণেও অনেকের দ্বারা অনুপ্রেরণা আঙুন জ্বলছিল, আর তাকে ভরসা করেই অসাধ্য সাধন করার চেষ্টা। সে বরফ একজন মানুষের নাম ‘পিট সিগার’, যিনি ভিনদেশী হয়েও সবদেশী, সে অর্থে এইদেশীও। পঞ্চাশ বছর যুগে ১৯৭৪ সালে সে সময় সুদূর প্রাচ্যের দেশ ভিয়েতনামে মুক্তির যুদ্ধ চলছিল। আর সেই যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর অধিকাংশ সচেতন মানুষ ভিয়েতনামের পক্ষ নিয়েছিলেন। এমন এক দিনে একটি অনুষ্ঠানে নরেন মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে একটি গান শুনি। একেবারে অনারকম। গানটিতে কোথাও যুদ্ধের কথা বলা নেই, কোন অস্ত্রের বনবানানিও নেই। কোন শ্লোগান নেই, কোনো দেশের নামও বলা নেই। কিন্তু গানটিতে কি যেন আছে, এক ‘বুক ছুঁ করা বিষমতা’ আর তাতেই এক অদ্ভুত ভাললাগা। আর গানটির কথা সূরের ঘোর বেগে গেলে মনে তৈরি হবে এক যুদ্ধবিরোধী প্রতিজ্ঞা। এই গানের মূল কারিগর পিট সিগার সেদিনই আমার আরাধ্য জন হয়ে উঠেছিলেন। একই সঙ্গে টের পেয়েছিলাম অনুবাদও নেইত। অক্ষরিক প্রতিশব্দ না হয়ে মূল গানের ভাবের বাহন হয়ে প্রায় তার ‘বাংলা বিক্ষণ’ হয়ে উঠতে পারে। তখনই তাকে অনুবাদ করতে চিন্তা বলা যায়। এই গানটির অনুবাদও সেরকমই একটি আদর্শস্থানীয় প্রকাশ। এর পর অনেক দিন কেটে গেছে। পিট সিগার স্বপ্নেই ছিলেন। কোনোদিন তাঁর ধরা ছোঁয়া পাওয়া যায়নি। তবে তাঁর অনুপ্রেরণা প্রাণে আঙুন জ্বেলেছিল।

শিল্পী গণেশ পাইন

গণেশ পাইন কে ? উত্তর একটাই – কল্প জগতের রাজা , ‘স্মদ্রল কল্প জগতের নাবিক। হ্যাঁ জগৎটা সত্যিই সমুদ্রের মতই বিশাল, অতিকায়। আসলে ইতিহাস বলে রাজার নাকি শাসনের সাথে সাথে শোষণে ও সমান পটু হয়ে উঠেছিলেন কিন্তু একেদেই শিল্পী গণেশ পাইন শুধুমাত্র চিত্র-রস ব্যপনে বিশ্বাসী ছিলেন। ৬০ এর দশকের শেষের দিকে যখন দেশ জুড়ে হিংস্রতা, হানাহানি, স্বার্থপরতার এক ডানা বাটপটনি চলছে , ঠিক তখনই গণেশ ঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে এক অদ্ভুত আলো-আধারি মেশানো মায়াবী জগৎ কে সাথে করে , এ জগৎ কিন্তু অদ্ভুত ভাবেই শান্ত , স্নিগ্ধ ,সহজেই বিমোহিত করে সকলকে। যদিও সকলের কথা জানি না আমাকে তো গুপি বাঘার গানের শ্রেতার মতো পাথর -স্থির করে তোলে । ওনার আঁকা ক্ষম্ত্তরুদ্ধধন্দ্র— ছবিতি দেখেছেন ? ওখানে দেখা গেছে কালো রঙের একখানি চাঁদ , সামনে হলুদ রঙের এককানি হরিণ। সোনার হরিণটি তার অদ্ভুত মায়াবী চোখ ,অবিন্যস্ত পাঁজর নিয়ে চাঁদের আলোয় বিমোহিত। পাওয়া না পাওয়ার বেদনা, টানাপড়েন, দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব মিলেমিশে এক গভীর স্বপ্নীল মায়ামায়া জগৎ। আবার ‘মারসেটে’ ছবিতি তে দেখা গেলো হলুদ রঙের মৎস্যকন্যা বিস্তৃত কালো চুল, একহাত রয়েছে লেজের ঠিক কাছেরি অপর হাত ঢুলে, গলায় মালা, পেছনে নীলাভ গভিশীল কিছুশ্যাক জলের স্থিরতা। এখানেও সেই মায়াবী চোখ অপলকভাবে তাকিয়ে, ধীর-শান্ত । ওনার আঁকা চোখ আমার ভীষণ নাড়া দেয় , বহু চেষ্টা করেও অমন মায়াবী চোখ আঁকতে পারি নি , আর আজ পর্যন্ত কারর , কোনো শিল্পীর আঁকা চোখে এতো শীতল অনুভূতি পেয়েছি বলেও মনে পড়ে না । ওনার ছোটবেলা কেটেছিল ঠাকুরমার মুখে বহু পৌরাণিক , কাল্পনিক গল্প শুনতে শুনতে । ছোট থেকেই ওনার জগতে মায়াবী পরী , মার্মেড , সোনার হরিণ , গঙ্গুড় , উড্ডুকু মাছ , বেড়াল , কিশোরবেড়ালি দের এক অদ্ভুত যাতায়াত ছিলো। বহু শিল্পীকে দেখেছি শিল্পের বিষয়বস্তুর জন্যে অনেক ক্ষেত্রেই বিশেষ অমন করেন নতুন জগতের , সাবজেক্ট এর সন্ধান করতে। কিন্তু আমাদের গণেশ ঠাকুরের ছবির বিষয়বস্তুতে যেমন ছিলো হারু ছিল , তেমনি ছিলো বেড়াল , হরিণ , কঙ্কাল , পুরনো ভাঙ্গা বাড়ি , লতাপাতা , মার্মেড , পায়াসা , নোকো , কি নৈই। নৌকো বানাতো ভালোবাসতেন , কখনো কখনো কাগজের নৌকতে কাপড়ের পাল লাগিয়ে দিতেন তারপর বাথরুমে গিয়ে জল ভর্তি বালতিতে নৌকো ভাসিয়ে পালে আঙুন লাগিয়ে দিতেন আর নৌকোর দহন পর্যবেক্ষণ করতেন।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর



শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলাছেন, সত্যের প্রকাশ করতে হবে। সত্যকে নিয়ে কাজ করতে হবে। মাতৃ শক্তি এবং মাতৃভক্তিকে সবার মনে

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মাতৃশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। মাতৃশক্তি নিয়ে চলাফেরা করা সম্ভব। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের নাম স্বামী বিবেকানন্দ অরূপ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দ আজতশব্দ্রতে পরিণত হতে পেরেছিলেন। তিনি বিশ্বে জয় করতে পেরেছিলেন। অসম্ভবকে সম্ভবে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। মা সারাদা ধান

‘বাংলায় দ্বিতীয় সশস্ত্র সংগ্রামে প্রস্তুতি শুরু ঃ বিপ্লবী অরবিন্দ পণ্ডিচেরীতে, বারীন্দ্রকুমার ও উল্লাসকর আন্দামানের পথে

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রথম কিস্তি

বিপ্লবী অরবিন্দের নেতৃত্বে বাংলার সশস্ত্র আন্দোলন ব্যর্থ হল। ব্যর্থ হলেও বাংলার বুকে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রথম বিপ্লবী আন্দোলনের রূপ রেখা একে দিয়ে গিয়েছিলেন বিপ্লবী অরবিন্দ, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার পি মিত্র, ভগিনী নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র পাল, বারীন্দ্র কুমার ঘোষ সহ আরও অনেকে। পরবর্তীকালে সেই সশস্ত্র সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল ‘আত্মোন্নতি সমিতি’। সাধী হয় আর একটি গুপ্ত সমিতি ‘মুক্তি সংঘ’। ইংরেজ সরকার বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার জন্য দেশ জুড়ে ব্যাপক ধরপাকড় করতে শুরু হল। বিপ্লবী অরবিন্দের গুপ্ত সমিতির সব সদস্যদের গ্রেফতার করল ইংরেজ সরকার। আলিপুর বোমা মামলা শুরু হয়েছিল ১৯০৮ সালে মোমসে। ১৯০৯ সালের ৬ মে, আলিপুর কারাগার থেকে ছাড়া পেলেন বিপ্লবী অরবিন্দ। ১৯০৯ সালের ৩০ মে উত্তরপাড়ার বজ্রবা রাখতে গিয়ে বিপ্লবী আন্দোলন ত্যাগ করার বার্তা দিয়ে ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চার মনোনিবেশ করার কথা ব্যক্ত করলেন। ২৪ জানুয়ারি ১৯১০ সালে বীরেন্দ্রনাথ দত্তওগুপ্ত শামসুল আলমকে হত্যা করলেন এবং বন্ধু সতীশ সরকারের সহযোগিতায় সেখান থেকে পালাতো সক্ষম হন। সেই খবর পেয়েছিলেন প্রথম বিপ্লবী জ্যোতিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন)। তিনি এই হত্যার ছক কষে ছিলেন। তিনি সতীশ দাশগুপ্তের মাধ্যমে অরবিন্দকে এই খবরটি পাঠান। তখন ‘কর্মযোগীন’ পত্রিকা অফিসে উপস্থিত ছিলেন অরবিন্দ। তারপরে ১৫ ফেব্রুয়ারি শ্যামপুকুর লেনে ‘কর্মযোগীন’ পত্রিকার অফিসে সংবাদ এসে পৌঁছায় যে ব্রিটিশ সরকার আবার অরবিন্দকে গ্রেফতার করার ছক কষছে। সেই সময়ে অরবিন্দের সমানে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র মজুমদার, সুরেশ চক্রবর্তী, বীরেন ঘোষ, নলিনীকান্ত গুপ্ত এবং বিজয় নাগ। রামচন্দ্র ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে অরবিন্দকে আড়াল করার ব্যাপারে নানা পরিকল্পনা তৈরি করতে থাকেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে অরবিন্দ চিন্তা করেন আর কলকাতায় থাকা চলবে না। এবারে চিরকালের জন্য কলকাতাকে ত্যাগ করতে হবে। ব্রিটিশ ভারতে থাকা তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। তিনি কলকাতা ত্যাগ করে চন্দননগরে আশ্রয় গ্রহণ করার



গুপ্ত সমিতির মাধ্যমে বাংলায় সশস্ত্র আন্দোলনের যে রূপরেখা তৈরি করেছিলেন সেই পথ ধরে পরবর্তীকালে আবারও মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো বিপ্লবী আন্দোলন। প্রথম কাজে বাংলায় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে এসেছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তাঁর অসদান কম ছিল না। তিনিই ছিলেন বাংলার গুপ্ত সমিতি সংগঠন তৈরি করার দিশারী। তিনিই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসকে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত করেছেন। তার ফলে বাংলায় ১৯০৮ সাল থেকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্থিতিত হয়ে পড়লেও একেবারে মরে যায়নি। গোপনে গোপনে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় আবারও সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আইনী সংগ্রামে অংশ নেন। ১৯০৮ সালে বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের কোমর ভেঙে দিয়ে ইংরেজ সরকার খানিকটা নিশ্চিত হয়েছিল বটে। আলিপুর বোমা মামলা করে বাংলার বিপ্লবীদের আন্দামান পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলে। তার ফলে বাংলায় ১৯০৮ সাল থেকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্থিতিত হয়ে পড়লেও একেবারে মরে যায়নি। গোপনে গোপনে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় আবারও সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

১৯০৬ সালে রাজা সুবোধ

বাহিনী তৈরি করে ফেলে। সেই সময়ে ভগিনী নিবেদিতার আবেদনে সাড়া দিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস আলিপুর বোমা মামলায় অরবিন্দে পক্ষ নিয়ে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে আইনী সংগ্রামে অংশ নেন। ১৯০৮ সালে বাংলার বিপ্লবী সংগ্রামের কোমর ভেঙে দিয়ে ইংরেজ সরকার খানিকটা নিশ্চিত হয়েছিল বটে। আলিপুর বোমা মামলা করে বাংলার বিপ্লবীদের আন্দামান পাঠানোর ব্যবস্থা করে ফেলে। তার ফলে বাংলায় ১৯০৮ সাল থেকে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন খানিকটা স্থিতিত হয়ে পড়লেও একেবারে মরে যায়নি। গোপনে গোপনে বাংলার তরুণ সম্প্রদায় আবারও সশস্ত্র সংগ্রাম করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

১৯০৬ সালে রাজা সুবোধ

বিপ্লবী সমিতির কাজ এবং ‘বদেমাতরম’ পত্রিকার সম্পাদন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় গোপনে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন অরবিন্দ প্রকাশ্যে উপস্থিত থাকবেন না। সেই সময়ে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবীদের আখড়া নির্মাণ শুরু হল। বিপ্লবীদের আখড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মজফফরপুরে ক্ষুদ্রিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির মার্জিস্ট্রেট কিংফোর্ড হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আর অপেক্ষা না করে সব বিপ্লবীদের আখড়া একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিল ১৯০৮ সালে।। সারা বাংলা জুড়ে চলেছিল বিপ্লবীদের গ্রেফতার এবং তারপরে তাঁদেরকে আন্দামান কারাগারে প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে কারাগার থেকে বের হয়েই অরবিন্দ ঘোষণা দিলেন, তিনি আর বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন না। তিনি এখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে ইচ্ছুক। তবে যে বিপ্লবী আঙনের সলতে জ্বলতে শুরু করে ১৯০৬ সালে সেটা কিন্তু একদম নিভে যায়নি। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের ইঁটা পথে রয়েছে মলঙ্গা লেন। সেখানে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বিপ্লবী সমিতি। আগেই তৈরি হয়েছিল ‘আত্মোন্নতি সমিতি’। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি অরবিন্দ প্রত্যক্ষ বিপ্লবী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পণ্ডিচেরী চলে গেলেও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উপস্থিত হলেন হালি শহরের বিপিনবাহরী গান্ধুলী এবং মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখার্জি। ইঁনারাই বাংলার বুকে আবার বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে অসীম সাহস প্রদান করে। তবে এঁরা সারসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না করলেও বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র সর্ববরাহ করে তাঁদের সংগ্রামকে সফল করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

আন্দোচনা প্রাপ্তে এখানে বলে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে বিপ্লবী রাজীন্দ্রনাথ ঘোষ ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী সংগঠনের একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। তিনি বাংলায় বিভিন্ন জেলা ঘুরে বিপ্লবী আখড়া নির্মাণ করেছিলেন। সেই সময় মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠন খুবই শক্তিশালী ছিল। হালিশহরের মানুষ বিপ্লবী বিপিনবাহরী গান্ধুলী বহরান ঘোষের মতো কর্মঠ ছিলেন। তিনিও বিভিন্ন জেলা ঘুরে

যুবক সংগ্রহ এবং বিপ্লবী সংগঠন প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। বিপ্লবী ‘যুগান্তর’ সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন অরবিন্দ। পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পেলাম বিপিনবাহরী গান্ধুলী এই বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য ছিলেন। তিনি সিয়ারসোসে স্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটককে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। আবার শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটক কবি কাজী নজরুল ইসলামকে বিপ্লবী গুরু ছিলেন। তবে বারীন ঘোষ নিজে উদ্যোগ নিয়ে মেদিনীপুরে যে বিপ্লবী সংগঠনকে খুবই মজবুত করেছিলেন। সেই বিপ্লবী সংগঠনের কনিষ্ঠতম সদস্য ছিলেন ক্ষুদ্রিরাম বসু।

১৯০৯ সালের ৩০ মে বিপ্লবী অরবিন্দ উত্তরপাড়ায় অভিভাষণ দিতে গিয়ে ঘোষণা করলেন তিনি এখন থেকে আর রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবেন না। ভারতীয় আধ্যাত্মিক চর্চা করতে থাকবেন। ১৯১০ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লবী অরবিন্দ ‘দ্য হিন্দু’ পত্রিকাতে একটি খোলা চিঠি লিখে জানান দিলেন যে তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। “I shall be obliged if you will allow me to inform everyone interested in my whereabouts through your journal that I am and will remain in Pandicherry. I left British India over a month before proceedings were taken against me and, as I had purposely retired herein order to pursue my Yogic sadhana undisturbed by political work, I did not feel called upon to surrender on the warrant for sedition, as might have been incumbent on me if I had remained in the political field.”

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলন নিয়ে এই নিবন্ধটি রচনা করেছেন সাংবাদিক রবীন্দ্রকুমার শীল। বিপ্লবী অরবিন্দ যে রকম ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করেছিলেন সেই রকম বিপ্লবী সংগঠন চৈরন না করেই একটু ঘুরিয়ে অন্য ধরনের বিপ্লবী সংগঠন তৈরি করলেন অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিন পাল। ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ আগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করলেও তা কিন্তু বিপ্লবী অরবিন্দের ‘যুগান্তর’ এবং ‘অনুশীলন সমিতি’ মতো শক্তিশালী ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করার

ব্যাপারে এই সংগঠনটি পোক্ত ছিল না। বিপ্লবী অরবিন্দ ‘যুগান্তর’ এবং ‘অনুশীলন সমিতি’ র দায়িত্ব গ্রহণ করেই বিপ্লবী আন্দোলনকে দ্ব্যরাস্তিত করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। মুরারি পুকুরে বোমা তৈরি কারখানা নির্মাণ থেকে শুরু করে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে পরিষদ স্থাপন রাখার ব্যবস্থাও ছিল। ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ ১৮৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও তখন এটি একটি ক্লাব হিসাবে সকলের কাছে পরিচিত ছিল। এখানে শরীর চর্চা থেকে শুরু করে যুবকদের আধ্যাত্মিক চর্চা এবং স্বদেশ মন্ত্রে দীক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকারের চোখে খুলো দিয়ে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলা তখন একেবারে অসম্ভব ছিল।

তখন কলকাতার প্রতিটি গলিতে একজন বা ইঁদুরকে পুলিশ গুপ্তচর থাকতো। তাদের কাজ ছিল কারো সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছে বা সরকার বিরোধী সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে তার ওপরে বেশি করে নজর রাখা। এটা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ বিশেষ করে লালবাজার নিয়ন্ত্রণ করতো। বিপ্লবী অরবিন্দ এবং বারীন ঘোষের ব্রিটিশ সরকার বিরোধী ষড়যন্ত্র ধরা পড়ার পরে পুলিশ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো যে এখন কলকাতা সহ বাংলার প্রতিটি জেলায় এবং গ্রামে বিভিন্ন প্রান্তে গুপ্তচর রাখতে হবে। তাদের কাজ হবে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে কারা কী ধরনের কাজ করছে তার খবর সংগ্রহ করে পুলিশকে দেওয়া। ক্লাব সংগঠন, সংবাদপত্র প্রকাশ থেকে শুরু করে সভাসমিতি এমনকী ধর্মীয় পূজো পার্বনের দিকে নজর থাকতো পুলিশের। ‘আত্মোন্নতি সমিতি’ নামে এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল স্বামী বিবেকানদের আদর্শকে সমানে ছেঁয়ে যুবকদের শরীর চর্চায় উৎসাহিত করানো এবং আধ্যাত্মিক যোগ সাধনা থেকে শুরু করে দেশের সেবামূলক কাজে যুবকদের আত্মনিয়োগ করানো। এক কথায় বলা যেতে পারে দেশ সেবার কাজে তরুণদের উৎসাহিত করানো। বিপ্লবী অরবিন্দ যখন কারাগার থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি পণ্ডিচেরী চলে গেলেন তখন অরবিন্দের শূন্য স্থানকে পূরণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করলেন অনুকূল মুখার্জি এবং বিপিনবিহারী গান্ধুলী। বিপ্লবী অরবিন্দ গ্রেফতার হওয়ার পরে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্র ভেঙে দিয়েছে চার্লস ট্যাগট খুবই জাঁদরেল পুলিশ। তিনি একা একশো। বিপ্লবীরা বহু বার চেষ্টা করেছে তাকে এই ধরনী থেকে সরিয়ে দিতে। তাঁকে হত্যা করতে মতো শক্তিশালী ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনের অংশ গ্রহণ করার

সম্পাদকীয়

বাংলার বর্ষাকাল মানেই ইলিশ

ইলিশ পরবউউউকাল রাতে ধুন্ধু— জ্বলন্ত থাকা মানুষটির খবর ভালো পেয়েছি,রাতে ঘুমও হয়েছে সকাল হতে হতে না হতেই আধভাঙা চোখ খুলতে না খুলতেই নাকের ডগায় সেই পরিচিত কাঁচা ইলিশের সুবাস,সে মহাশয়া বাজার থেকে সরাসরি নীচের হেঁশেলে না গিয়ে উঠেন পেরিয়ে দোতলার আমার ঘরে খাটের সামনে ভাঙা কি মহা কাজ পড়লো তা আমার অজানা,যার হাত ধরে মরসুমের ১ম রুণালী ফসল ঘরে ঢুকলো শুধু নয় খাটের সামনে অবধি পারি দিল তিনি আমার বাবাই,মূলতো বাজার ও ভোজন রসিক বাঙালী ইনি,তাই কর্দন ধরে ভালাগঙ্গা টাটকা ইলিশ বাজারে আমদানী নেই বলে খুব মন ভার ছিল,যাক আজ সাইজে খুব ছোট হলেও গঙ্গা ইলিশের দেখা পেয়েছেন অতএব জোড়া আগমন ইলিশেরউল্টোর এর ইলিশে আমাদের বাড়ির লোকের মন ওঠে না ,খেলেও নাক সিটকোনেউএর পেয়েছেন একটা কানন আছে আমার ছোট খালো মানুষেরা পাঠাতেন বাংলা দেশ থেকে ও ইলিশ,এছারা ও দাদুর তমলা থেকে ক্ষম্ত্তমুদ্রধ— এ তেঁতুল তলা বাজারেত্রী বীশুদা হোক বা নবদ্বীপএ রাজার বাজারে বাবাইয়ের বন্ধু মাছের আড়ত শ্রী যুক্ত চিন্ময় কাঁকু কিংবা ছোট বাজারের শ্রী ভজন দাদুর তথাকথিত আড় তদারদের সাথে ভালো যোগাযোগ থাকার সুবাদে বরাবর ভালো মাছের হালধিংশ চলে এ বাড়িতে,শুধু মাছে ভাতে বাঙালী তকমা পাওয়া এ সব মানুষ গুলি

মন জয় করে হেসেল আলো করে দশমী অর্ধধি বিরাজিতা থাকেন ইলিশ রানী,তার পর মা জলে পড়লে বিরাট বিরতি বাকদেবীর আরাধনা অবধি,তাই ভাজা ভাপা শাক খাওয়ার রীতি,আর একা মহিলাদের আমিষ খেতে হয় তাই মাথা দিয়ে কড়র শাকউএই অভিনব পদটির নাম পানি খোলা বা ঝিঙা ইলিশ,পদটি বহু সনাতনী কোন বইয়ে পাবেন বলে মনে হয় না, শোভাবাজার রাজবাড়ির হেঁসেলের অভিনব পদটি আমার মামাবাড়ির উত্তরাধীকার সূত্রে মামের হাত ধরে আমাদের বাড়ির রসনা তালিকাতে আসন দখল করেছেউ রেসিপি দিলাম কখনো জেনা করেন কেমন লাগলোউ উপকরণএঅনেকটা পরিমানে ঝিঙে কুচোনো,নুন ,চিনি হলুদ,কাঁচা লংকা,কালোজিরে,কাঁচা ইলিশ নুন হলুদ মাথাউ রেসিপিএ সরষের তেল গরম করে তাতে কালোজিরে কাঁচা লংকা ফোড়ন দিয়ে ঝিঙে কুচো দিয়ে মাঝ বরাবর মাছ গুলো সাজিয়ে ওপর থেকে ঝিঙে কুচো দিয়ে মাছ গুলো ঢেকে দিন,ওপর থেকে নুন হলুদ ছড়িয়ে ঢাকা দিন,কোন জল এতে দেওয়া চলবে না,ঝিঙের থেকে বেতেরা জ্বল মাছের তেলের ভাঙে মাছ সেদ্ধ হলে,মাছ গুলো ইলিশের পরত সরিয়ে খালোতে আলান করে বের করে নিন,এবার এতে চিনি দিন আর নান্দুন এই ঝিঙে থেকে তেল বের হওয়া অবধি,কড়ইয়ের নীচে লেগে না যায়, ততই করে হলে মাছের ওপর ঝিঙের পরত দিয়ে ঢেকে দিন ও গরম গরম পরিশেশন কর্ফন গরম ভাতের সাথে জমে যা ইলিশ মাছের কথা বললেই যে বইটির নাম মনের কোনে উঁকি মারে তা হল মানিকবাগীর সেই মাঝির রূপকথার কাহিনীউইলিশ বার বলাতে কোলাখাটের রূপ

বিশেষ প্রতিবেদন

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রত্যক্ষভাবে জমিদারি দেখাশোনা ছেড়ে দিলে, তার প্রতিভা নিযুক্ত হন জ্যোত্স্ন পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ। মহালে গিয়ে তিনি গ্রামের দূরদূরত্ব দেখেছি পিতাকে তার করেন’ সেন্ড ফিফটি খাউজেন্ড’ এবং উত্তর পান ‘কাম ব্যাক’। অতঃপর তাঁর বড় ছেলে দ্বিপেন্দ্রচন্দ্র প্রমুখের বর্ষাকার পরে ১৮৯০ সালে ব্যবস্থাপক হন রবীন্দ্রনাথ। তিনি অবশ্য গোড়ায় পান কেবল জমিদারি পরিদর্শনের ভার। সফল শিক্ষানবিশির পরে রবীন্দ্রনাথ ‘পাওয়ার অফ এর্টর্নরি’ মাধ্যমে পিতার কাছ থেকে সমগ্র সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের সর্বময় কর্তৃত্ব পান ১৮৯১ সালের ৮ই আগস্ট।

লক্ষণীয় ব্যাপারটি হল জমিদারির ম্যানেজারিতেও কবি পূর্বসূরিদের হাটা-রাস্তা ছেড়ে এগোলেন প্রথা ভাঙার কঠিন রাস্তায়, তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্বের অতিরিক্ত বেশ কিছু করণীয় কর্মের সাধন কল্পে; সোজা কথায় ধাম সংগঠনের মাধ্যমে পল্লীমঙ্গল সাধনের মানসে। ‘ফিরে চল’ মার্টির টানে’-কথাটা শুধুগান ছিল না, ছিল রবীন্দ্রনাথের অন্তরের কথা। তিনি জানতেন ‘বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমার স্বদেশ হয়’ইয়া উঠিবে, তাহা নহে’। তিনি বুঝেছিলেন, গ্রামই ভারতের প্রাণ; গ্রামের উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি সম্ভব নয়। তাই নিজের জমিদারিরতে পল্লী উন্নয়নের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন ‘আমি একলা সমস্ত ভারতবর্ষের দায়িত্ব নিতে পারব না। আমি কেবল জয় করে একটি বা দুটি ছোট গ্রাম। এদের নানকে পেতে হবে, এদের সঙ্গে এক্ষুঁ কাজ করার শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। সেটা সহজ নয়, খুব কঠিন কৃষ্ণসাধন। আমি যদি কেবল দু’টি তিনটি গ্রামকেই মুক্তি দিতে পারি অজ্ঞতা অক্ষমতার বন্ধন থেকে, তবে সেখানেই সমগ্র ভারতের একটি ছোট আদর্শ তৈরি হবে’।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বন্ধু পুত্র সন্তোষচন্দ্র মজুমদারকে পাঠালেন আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯০৭ সালে কনিষ্ঠা কন্যা মীারার বিবাহের পর জামাতা নগেন্দ্রনাথ গান্ধুলীও বিদেশে প্রেরিত হন কৃষিবিদ্যা পণ্ডিত্য লাভ। যে-যুগে সন্তানদের আই. সি. এস বা ব্যারিস্টার বানানো ধনী বাঙালি পরিবারের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, সে-সময় জন্মকেন্দ্রী জমিদারের পুত্র, জামাতা ও বন্ধু পুত্রকে চাষাবাদ শিখাতে বিশেষ পাঠানোর মতো একটি বিপ্লবাবৃত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একবার রবীন্দ্রনাথের মতো একজন দায়বদ্ধ স্বদেশ ভাবকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল। ব্যতিক্রমধর্মী এই উদ্যোগটির পেছনে কাজ করেছে গ্রামবাংলার জনসাধারণের উন্নতিবিধান এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায চাষ ও ফসল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার তাগিদ।

কৃষি খামার, ফির আদলে পুরো গ্রামেই গড়ে উঠবে এর রক্ষাকবচ সমবায়ী খামার।

১৯২১ সালে বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা, শান্তিনিকেতনে। পরের বছর ইলিশই এর পরিপূরক প্রতিষ্ঠান শ্রীনিকেতনের সৃষ্টি। পল্লী-সংগঠনের অনেক পরিকল্পনা পতিসর থেকে স্থানান্তরিত হল শান্তিনিকেতনে। এম্বাহার্স সাহেব ও কালীমোহন ঘোষ নিলেন তার ভার। লক্ষণীয় যে, ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ শেষবার যান শিলাইদহে। সে বছরই বোলপুরে শুরু হয় শ্রীনিকেতনের নতুন কর্মবিজ্ঞ। জমিদারি পরিচালনার সঙ্গে সঙ্গে পল্লী সংগঠনের আদর্শপূর্ব বাংলাদেশের মরা গাঙে আদি জোয়ারটি এনেছিলেন রবীন্দ্রনাথই। ১৮৯১ সালে রক্ষাদায়ির শিক্ষানবিশি করত এসেই

বিপ্লবী সমিতির কাজ এবং ‘বদেমাতরম’ পত্রিকার সম্পাদন দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দ। সেখানেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় গোপনে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবেন অরবিন্দ প্রকাশ্যে উপস্থিত থাকবেন না। সেই সময়ে কলকাতাসহ বাংলার বিভিন্ন জেলায় বিপ্লবীদের আখড়া নির্মাণ শুরু হল। বিপ্লবীদের আখড়া প্রস্তুত করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন অরবিন্দের ভাই বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। মজফফরপুরে ক্ষুদ্রিরাম এবং প্রফুল্ল চাকির মার্জিস্ট্রেট কিংফোর্ড হত্যার চেষ্টা ব্যর্থ হলে ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী আর অপেক্ষা না করে সব বিপ্লবীদের আখড়া একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিল ১৯০৮ সালে।। সারা বাংলা জুড়ে চলেছিল বিপ্লবীদের গ্রেফতার এবং তারপরে তাঁদেরকে আন্দামান কারাগারে প্রেরণ করার ব্যবস্থা নিয়ে ফেলে। ১৯০৯ সালে কারাগার থেকে বের হয়েই অরবিন্দ ঘোষণা দিলেন, তিনি আর বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করছেন না। তিনি এখন ভারতের আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন থাকতে ইচ্ছুক। তবে যে বিপ্লবী আঙনের সলতে জ্বলতে শুরু করে ১৯০৬ সালে সেটা কিন্তু একদম নিভে যায়নি। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়ি থেকে পাঁচ মিনিটের ইঁটা পথে রয়েছে মলঙ্গা লেন। সেখানে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল বিপ্লবী সমিতি। আগেই তৈরি হয়েছিল ‘আত্মোন্নতি সমিতি’। গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি অরবিন্দ প্রত্যক্ষ বিপ্লবী রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পণ্ডিচেরী চলে গেলেও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে উপস্থিত হলেন হালি শহরের বিপিনবাহরী গান্ধুলী এবং মলঙ্গা লেনের অনুকূল মুখার্জি। ইঁনারাই বাংলার বুকে আবার বিপ্লবী আন্দোলনকে প্রতিষ্ঠিত করতে অসীম সাহস প্রদান করে। তবে এঁরা সারসরি প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশ গ্রহণ না করলেও বাংলার বিপ্লবীদের অস্ত্র সর্ববরাহ করে তাঁদের সংগ্রামকে সফল করাই ছিল মূল লক্ষ্য।

আন্দোচনা প্রাপ্তে এখানে বলে রাখার প্রয়োজন রয়েছে যে বিপ্লবী রাজীন্দ্রনাথ ঘোষ ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী সংগঠনের একজন বলিষ্ঠ সংগঠক ছিলেন। তিনি বাংলায় বিভিন্ন জেলা ঘুরে বিপ্লবী আখড়া নির্মাণ করেছিলেন। সেই সময় মেদিনীপুরের বিপ্লবী সংগঠন খুবই শক্তিশালী ছিল। হালিশহরের মানুষ বিপ্লবী বিপিনবাহরী গান্ধুলী বহরান ঘোষের মতো কর্মঠ ছিলেন। তিনিও বিভিন্ন জেলা ঘুরে

প্রশাসনিক উদাসীনতায় বিলুপ্তির পথে ঐতিহাসিক বেহুলা নদীঃ চলছে নদী ভরাট করে অবৈধ নির্মাণ

দূরন্ত বার্তা, বর্ধমান , ২৯ জুন : বাংলা সাহিত্যে ‘পুকুর চুরি’ বলে একটা প্রবাদ বাক্য আছে যা সকলেরই জানা। ‘পুকুর চুরি’ সম্পর্কে জানা থাকলেও আস্ত নদী চুরি করে তা বিক্রয়ের কথা অনেকে ধারণাতেই নিয়ে আসতে পারে নি। এবার নিজেদের চোখে তাই-ই দেখছেন বর্ধমানের সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাগড়াগড় এলাকার বাসিন্দারা। ওই এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, এলাকার পাশ দিয়ে বয়ে চলা ঐতিহাসিক বেহুলা নদীর অবশিষ্টাংশকে কিছু লোক অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করে দিচ্ছে। গ্রামবাসীরা জানিয়েছেন, এলাকার কিছু দালাল অর্থের বিনিময়ে বেশ কিছু লোককে বেহুলা নদীর ওপরে বাঁশের কাঠামো দিয়ে বাড়ি

তৈরী করতে সাহায্য করছে। এবারও ওই বাঁশের কাঠামোর বাড়ি এখন ধীরে ধীরে ইট সিমেন্টের পাকা বাড়িতে রূপান্তরিত যেমন হয়েছে, তেমনি এখন আর রাখঢাক না করেই সরাসরি পাশা বাড়ি তৈরী হচ্ছে প্রায় মজে যাওয়া বেহুলা নদীর ভিতর। এই বিষয়টি নিয়ে এর আগে একাধিকবার জেলা প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে, প্রাচীন এই নদীকে বাঁচাতে ডেপুটিেশন দেওয়া হয়েছে এমন কি নদী চুরির ঘটনাটি বছর ছয়েক আগে অর্থাৎ ২০১৮ সালে গন স্বাক্ষর করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লিখিত আবেদন জানানো হয়েছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় কিছুতেই কিছু হয়নি। আগের থেকে এখন আরও ক্রততার সাথে বেহুলা নদীর জায়গা কেনা বোচা চলছে, একের পর এক পাকা বাড়ি তৈরী হচ্ছে অবৈধভাবে

কিন্তু কোন হেলদোল নেই স্থানীয় প্রশাসনের, হেলদোল নেই স্থানীয় রাজনৈতিক প্রতিনিধিদেরও। ফলে যা হবার তা হচ্ছে দিনদিন অবলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত এই প্রাচীন নদীটা। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, বর্ধমান পুরসভার ১নং ওয়ার্ডের পাশ ঘেঁষে একদা বয়ে চলা বেহুলা নদীর সঙ্গে গোটা বর্ধমান শহরের পাশাপাশি সরাইটিকর,বাদশাহী রোড, কটিাপুকুর, লক্ষীপুর মাঠ প্রভৃতি এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা জড়িত। এমনকি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকার জল নিকাশির কাজ এই নদীর মাধ্যমেই হয়ে থাকে। উল্লেখ্য,এর আগেও এই নদী বুজিয়ে ঘর বাড়ি গড়ে তোলার অভিযোগ সামনে এসেছে। বর্ধমান পৌর এলাকার ১নং ওয়ার্ডেরে নিকাশি জল বেরোনো নিয়ে সমস্যাও সৃষ্টি হচ্ছে। এব্যাপারে প্রাক্তন ও বর্তমান স্থানীয় কাউন্সিলারদের জানিয়েও বিশেষ ফল পাচ্ছেন না বলে অভিযোগ এলাকাবাসীরা। অন্যদিকে সরাইটিকর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান পঞ্চায়েত এবং পৌর এলাকায় সৃষ্টি হওয়া নিকাশি সমস্যা সম্বন্ধে জানলেও সুবিহার কোন ব্যবস্থা করেননি বলেও বাসিন্দাদের অভিযোগ। ফলে বেহুলা নদীকে এভাবে বোজনো হলে কার্যত বেহাল হয়ে পড়বে শহরের নিকাশি ব্যবস্থা। এমনটাই আশংকা করছেন সরাইটিকর গ্রাম সহ বর্ধমান শহরের বাসিন্দারাও। এদিকে বিষয়টির প্রতিবাদ জানানোয় গ্রামের বাসিন্দাদের নানাব্যতৈ হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলেও অভিযোগ করেছেন গ্রামবাসীরা। তারা জেলা প্রশাসনের কাছে এই ব্যাপারে ক্রত সমাধান চাইছেন। উল্লেখ্য ‘বেহুলা নদী’ – নাম শুনে থাকলেও চান্দুস করার সুযোগ হয়তো হয় নি অনেকেরই। মনসা মঙ্গল কাব্যের সেই ঐতিহাসিক বেহুলা নদী বয়ে গেছে বর্ধমানের উপর দিয়ে। এই নদীর উপর দিয়েই সতী বেহুলা ভেলায় করে সর্পাঘাতে মৃত লখীন্দরকে নিয়ে ভেসে গিয়েছিলেন বলেই জানিয়েছেন ঐতিহাসিকরা। দুর্গাপুরের ডিভিসি বাঁধ থেকে সৃষ্টি এই সরু আকারের নদী চলে গিয়েছিল বর্ধমানের উপর দিয়ে। বর্ধমানের খাগড়াগড়ের পাশ দিয়ে

রায়গঞ্জ হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তরদের বিক্ষোভ অব্যাহত, দুর্ভোগে রোগীরা

দূরন্ত বার্তা, রায়গঞ্জ, ২৯ জুন : শনিবারও রায়গঞ্জ গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের বাইরে অবস্থান বিক্ষোভ চলছে। বর্হির্বিভাগ বন্ধ। এই কারণে প্রচুর রোগী, পরিজনদের চিকিৎসা না পেয়ে ফিরে যেতে হচ্ছে মেডিক্যাল কলেজ থেকে। দাবি পূরণ না হলে অবস্থান



বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার হুমিয়ারি দিয়েছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। হাসপাতালের এক জুনিয়র ডাক্তার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘আমাদের অবস্থান বিক্ষোভ ২৪ ঘণ্টা অতিক্রম হয়ে গেছে। কিন্তু পুষ্টি প্রাশনের তরফে আমরা এখনও পর্যন্ত কোনও সমাধান সূত্র পায়নি। আমরা পরিনোও আশ্বাস পাশনি। আমরা সতি খুব ভীত। স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আমরা কয়েকটা দিচ্ছি, কিন্তু আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হচ্ছে না। যতক্ষণ না পর্যন্ত কোনও নিশ্চয়তা আসছে, আমরা অবস্থান বিক্ষোভ চালিয়ে যাব।’ প্রসঙ্গত, বৃহস্পতিবার রাতে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসায় গিল্টিভারের অভিযোগে জুনিয়র ডাক্তার ও রোগীর পরিবারের গভুগোলে উভগু হয় হাসপাতাল চত্বর। ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার সকাল থেকে আউটডোর পরিষেবা বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হন চিকিৎসকরা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাসপাতালে আলোচনায় বসেন মেডিক্যাল কলেজের অধিকারিণেরা। শনিবারও অচলাবস্থা কাটেনি। চিকিৎসকদের বিক্ষোভে চরম দুর্বোগে পড়ছেন দূরদূরান্ত থেকে আসা রোগীরা। চিকিৎসা না হওয়ায় ফিরে যেতে হয় তাদের।

খুলল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক, শুরু ওয়ানওয়ে যান চলাচল

দূরন্ত বার্তা, গ্যাংটক, ২৯ জুন : খুলে গেল ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক । তবে লিকুভির এবং ২৭ মাইলে ওয়ানওয়ে যান চলাচল শুরু হয়েছে। শুক্রবার গভীর রাতে লিকুভিরে ধন নানা মাটি- পাথর গড়িয়ে পড়ে রাস্তায়। ফলে বন্ধ হয়ে যায় জাতীয় সড়ক। যান চলাচল ব্যাহত হয়। ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক সিকিমের লাইন্সলাইন হিসেবে পরিচিত। শিলিগুড়ি থেকে কালিম্পং এবং সিকিমের মধ্যে সংযোগরক্ষকারী এই সড়ক বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন প্রচুর মানুষ। ধন নামার পরগরিই মাটি সরানোর কাজ শুরু করে পূর্ত দফতর। তাতে পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হয়। লিকুভির এবং ২৭ মাইলে ওয়ানওয়ে যান চলাচল শুরু করা হয়। এদিকে, নতুন করে তিস্তার জল ঢুকছে লালটংবস্তিতে। ফলে শনিবার সকালে এলাকায় জল বেড়ে যায় অনেকটা। জলবর্ধি হয়ে পড়েছেন স্থানীয়রা। বেশ কয়েকটি গবাদি পশু জলে ভেসে গেছে বলে জানান তারা। যদিও তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে একটি সমাজ কল্যাণ সংস্থা। সংগঠনের তরফে কমিউনিটি কিকেন চালু করা হয়েছে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বৃষ্টি আরও কয়েকদিন চলবে। অর্থাৎ পাহাড় এবং তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের দুর্ভোগ এখনই দূর হচ্ছে না। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, বৃষ্টি আরও কয়েকদিন চলবে।

জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান জেলা প্রশাসন ও পুরসভার

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান জেলা প্রশাসন ও পুরসভার। শনিবার সকালে মালদা শহরের রথবাড়ি স্টেশন রোডে জবরদখল উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয়। বৃষ্টির মধ্যেই চলে অভিযান। উপস্থিত জীবনের, সদর মহকুমা শাসক পদ্ধজ তামাং , ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী সহ অন্যান্য কাউন্সিলর পুলিশ অফিসারেরা। রাস্তার উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ব্যবসা করছেন তাদের রাস্তা মুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এর পাশাপাশি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে যদি প্রশাসনের নির্দেশ অমান্য করে জবরদখলকারীরা তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে শহর পরিষ্কার ও যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে গত কয়েকদিন ধরে সারা রাজ্যের পাশাপাশি মালদা জেলাতেও জেলা প্রশাসন ও পৌরসভার উদ্যোগে শুরু হয়েছে জবরদখল মুক্ত অভিযান।

একসময় বয়ে গেলেও দীর্ঘদিন ধরে ঐতিহাসিক এই নদী ভরাট করে গড়ে তোলা হচ্ছে অবৈধ নির্মাণ। অভিযোগ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের মদতেই নদী ভরাট করে একের পর এক অবৈধ নির্মাণ করা হয়েছে। এই বিষয়ে বারংবার স্থানীয় পঞ্চায়েত, রিডিও সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে অভিযোগ জানানো হলেও অজানা কারনে প্তানরকম দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে দেখা যায় নি প্রশাসনের পক্ষ থেকে। বিভিন্ন দিক ভরাট হয়ে যাওয়ায় মনসা মঙ্গল কাব্যের স্মৃতি বিজড়িত ওই বেহুলা নদীট বর্তমানে একটি মজা জলাশয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। এর আগে বহুবার এই নদী ভরাটি নিয়ে অভিযোগ হয়েছে, খবর করতে গিয়ে সাংবাদিকরা হেনস্থার শিকার হয়েছেন,



বুদ্ধি সম্পন্না কিছু মানুষ স্মারক লিপিও জমা দিয়েছিলেন প্রশাসনের কাছে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত খাগড়াগড়ে কোন দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে চায় নি কেউ। বেহুলা নদী বাঁচাতে চাইছেন যে সমস্ত মানুষ তাদের প্রশ্ন আজকাল বাড়িতে বৈদ্যুতিক সংযোগ নিতে গেলে বিভিন্ন রকম আইনী জটিলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। পরিচয় পত্র, বাড়ির কাগজ পত্র, দলিল পরচা ইত্যাদি ইত্যাদি যাচাই করেই বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হয়। তাহলে খাগড়াগড়ের উপর দিয়ে বয়ে চলা বেহুলা নদী ভরাটকারীদের বাড়িতে কিভাবে রাতারাতি বৈদ্যুতিক সংযোগ দেওয়া হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে অনেকেই। যদিও প্রত্যেকেই দায় এড়িয়ে যাচ্ছে। স্থানীয় সরাইটিকর পঞ্চায়েতের প্রধান থেকে শুরু করে বর্ধমান ১ ব্লকের রিডিও নৃত্যতোকেই জানিয়েছিলেন বিষয়টি তাদের নজরে আছে। অনুসন্ধান চলছে। এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। বাস ওইটুকুই। কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয় নি। অর্থাৎ হচ্ছে হবে বলতে বলতেই পেরিয়ে যাচ্ছে এক একটি বছর, আর প্রতি বছরেই বেড়ে চলেছে বেহুলা নদী ভরাট করে একের পর এক বাড়ি। স্থানীয় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন বাসিন্দাদের কেউ ভয়ে নিশুপ, কেউ উদাসীনতায় দেহেও না দেখার ভান করে অছেন আবার কেউ কেউ ওই অবৈধ বিক্রি থেকে মধু লুটছেন তাই চূচুচাপ স্টেটে আছেন। পঞ্চায়েত ও প্রশাসন উদাসীন আর নেতাদের না জানা ভাবভঙ্গীর মাঝখানে বিলুপ্ত হতে চলেছে মনসা মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত ঐতিহাসিক বেহুলা নদী, যার উপর দিয়ে মৃত স্বামীকে জীবিত করার আশায় অজানার পথে পাড়ি দিয়েছিলেন সতী বেহুলা। আজ বেহুলা নেই, লখিন্দর নেই, নেই চাঁদ সওদাগর। কিন্তু বাবুরে থিক থিক করে এখনও বেঁচে রয়েছে সতী বেহুলার ভেলা ভেসে যাওয়া সেই বেহুলা নদীটি। কিন্তু মানুষের অপরিসীম লোভ আর প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ধীরে ধীরে অবলুপ্তির পথে মঙ্গলকাব্য বর্ণিত সেই প্রাচীন বেহুলা নদীটি।

বাংলাদেশের নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে যোগ, চেন্নাই থেকে মঙ্গলকোটের যুবককে গ্রেফতার করল এসটিএফ

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৯ জুন : সপ্তাহখানেক আগেই জঙ্গি যোগাযোগ রয়েছে এমন সন্দেহে পশ্চিম বর্ধমানের কাকসা থেকে গ্রেফতার করা হয় এক যুবককে। শাহাদত নামে একটি জঙ্গি সংগনের সঙ্গে তার যোগাযোগ রয়েছে বলেই মনে করছে এসটিএফ। সংগঠনটি বাংলাদেশেও সক্রিয়। এবার বাংলাদেশের একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থেকে গ্রেফতার করা হল এক যুবককে। মঙ্গলকোটের কুলসোনা গ্রামে বাড়ি ওই যুবকের। নাম আনোয়ার সেশ (৩০)। বাংলাদেশের একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে তার জড়িত থাকার অভিযোগ উ ঠাঁছে। চেন্নাইয়ের ভিরুগামবাঞ্চম এলাকা থেকে আনোয়ারকে পাক ডাও করে এসটিএফ। জানা যাচ্ছে চেন্নাইয়ে সে ইন্ড্রি করার কাজ করত। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা। চেন্নাইয়ে থাকাকালীন তার সঙ্গে ওই নিষিদ্ধ সংগঠনের পরিচয় হয় বলে জানা যাচ্ছে। শনিবার ধৃত আনোয়ারকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তাকে ১৪ দিনের এসটিএফ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গত ২২ জুন কাকসায় জঙ্গি সন্দেহে ছু মহম্মদ হবিবুল্লাহকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। ২০২০ সাল থেকে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে এক যুবকের সঙ্গে আনোয়ারের

এলাকায় ধেয়ে এল ক্ষুধার্ত বুনো হাতি, তছনছ করল ঘরবাড়ি



দূরন্ত বার্তা, মালবাজার, ২৯ জুন : হাতির হামলা অব্যাহত মাল ব্লকের বাগারকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াশাবাড়ি চা-বাগান এলাকায়। গতকালের পর আজ হাতির হামলাধা ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ি এবং কৃষিজমি। চিত্তিত এলাকার মানুষ। মংগং জঙ্গল থেকে হাতি খাবারের সন্ধানে এসে এই হামলা চালিয়েছে বলে জানা গেছে।

কোচবিহারে নির্যাতিতাকে দেখতে এসে সিবিআই তদন্তের দাবি অগ্নিমিত্রার

দূরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৯ জুন : কোচবিহারের মাথাভাড়া-২ ব্লকে বিজেপির সংখ্যালঘু নেত্রীকে বিবস্ত্র করে মারধরের অভিযোগে উঠেছে ভূগমূলসে বিরুদ্ধে। ওই নেত্রী এখন কোচবিহারের এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন। শনিবার তাঁকে দেখতে এসে বিধায়িকা এবং রাজ্য সাধারণ সম্পাদিকা অগ্নিমিত্রা পাল এবং রাজ্য বিজেপি মহিলা মোর্চা সভানেত্রী ফাঙ্কনী পাত্র শিলিগুড়ির বাগডোগরা বিমানবন্দরে তোপ দাগেন। দাবি তোলেন সিবিআই তদন্তের। বিজেপি-র তরফে এক বিবৃতিতে এদিন জানানো হয়, কোচবিহারে মহিলা বিজেপি কর্মীর উপর নৃশংস অত্যাচারের প্রতিবাদে শনিবার কোচবিহারে উপস্থিত হন মহিলা মোর্চার একপ্রত্যাশী। আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।’’ তিনি মণিপুরের প্রসঙ্গ টেনে ভূগমূলকে খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘‘দেশের বিভিন্ন জায়গায় ম ি ল া দের অত্যাচারের প্রতিবাদে উনি (মুখ্যমন্ত্রী) প্রতিনিধি দল পাঠিয়ে বদলি আর তাঁর কাছ থেকে কোনও স্টেটমেন্ট’’ (বিবৃতি) নেই! আমরা পুলিশকে স্মারকলিপি দেব। কিন্তু পুলিশের কাছে আমাদের কোনও প্রত্যাশা নেই। আমরা সিবিআই তদন্তের দাবি জানাচ্ছি।’’ পান্টা কটাক করলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটের ভূগমূল বিধায়ক উদয়ন গুহ। শনিবার উদয়নবাবু দাবি করেন, কেবল রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে বিজেপি। প্রশাসন প্রশাসনের কাজ করছে। একটি পারিবারিক বিবাদ নিয়ে রাজনীতি করছে



বিজেপি। প্রসঙ্গত, নির্যাতিতার বাবা দীর্ঘ দিনের বিজেপি কর্মী বলে স্থানীয় সূত্রে খবর। নির্যাতিতা বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা কমিটির সদস্যা। তাঁকে বিবস্ত্র করে মারধর করার অভিযোগে উঠেছে। অভিযোগ, নির্যাতিতা মাঠে ছাগল চড়াতে গিয়েছিলেন। সময় তাঁকে গালিগালাজ করে মারধর করেন কয়েক জন মহিলা। এমনকি, তাঁকে বিবস্ত্র করেও পেটানো হয়। এই নিয়ে যোকসাভাণ্ডা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পর জর জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এখনও পুলিশ তদন্ত চলছে।

মেটেলিতে ঘরের ওপর ভেঙে পড়লগাছ, অগ্নের জন্য প্রাণে বাচল পরিবার

দূরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুন : প্রবল বৃষ্টিতে জলপাইগুড়ির মেটেলিতে আচমকই ঘরের ওপর ভেঙে পড়ল একটি বড় গাছ। অগ্নের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বাঁচল গোটা পরিবার। পরিবারের অন্যান্য প্রাণে বেঁচে গেলেও গুরুতর জখম হয়েছেন বাড়ির এক মহিলা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটে মেটেলি ব্লকের জুরন্তী চা বাগানের ধানু লাইনে। জানা গেছে, এদিন রাত দশটা নাগাদ মুঘলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। পরিবারের বাকি সদস্যরা ঘুমিয়ে পড়লেও ঘরের কাজ করছিলেন অমনওয়াড়ি কর্মী লিলিবাতি টপ্পো। আচমকই একটি বড় গাছ উপরে পড়ে ঘরের উপর। ঘরের টিনের ছাদ ভেঙে যায়। চাপা পড়ে যান তিনি। কোনওভাবে স্থানীয় লোকজন ওই মহিলাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। বর্তমানে হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন তিনি। শনিবার সকালে ওই বাড়ি পরিদর্শনে যান ম্যাট্রিয়াল পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি বিদ্যা বারলা। তিনি পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।

মানিকচকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৬ জন

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : শনিবার সকালে মানিকচকে আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার হল ছয়



ব্যক্তি। ধৃতদের আদালতে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ। মানিকচক থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মানিকচকের হরিপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখানে আম বাগান থেকে ওই ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়। উদ্ধার হয় একটি সেভেন এমএম পিস্তল, আট রাউন্ড কার্তুজ, দুটি আগ্নেয়াস্ত্র ও দুটি মোটরবাইক। আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করেছিলেনও ওই ছয় জন আমবাগানে জড়ো হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

গঙ্গায় তলিয়ে গেল আট বন্ধু

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : স্কুল ছুটির পর আট বন্ধু মিলে গঙ্গায় স্নান করতে গিয়েছিল। কিন্তু স্নান করতে নেমে গঙ্গায় তলিয়ে গেল আটজনই। স্থানীয়দের তৎপরতায় পাঁচজনকে উদ্ধার করা হলেও তিনজন তলিয়ে যায়। জানা গেছে তলিয়ে যাওয়া তিন ছাত্র বীরনগর হাই স্কুলের ১৭ম শ্রেণীর ছাত্র। তাদের বাড়ি নবম এলাকায়। তলিয়ে যাওয়া তিন ছাত্রের নাম কৃষ্ণ সাহা, আকাশ সাহা এবং আকাশ মন্ডল। গঙ্গায় তলিয়ে যাওয়া তিন ছাত্রের খোঁজে শুরু হয়েছে তল্লাশি। বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা স্পিড বোড দিয়ে তিন ছাত্রের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে গঙ্গায়।

ভাঙ্গন অব্যাহত বিজেপিতে

দূরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৯ জুন : ভাঙ্গন অব্যাহত বিজেপিতে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য সহ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান ভূগমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছে। আজ তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে অবস্থিত বারো কোদালী ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বাবুল বর্মন বিজেপি ছেড়ে আজ ভূগমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। কোচবিহার জেলা ভূগমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয় বাবুল বর্মনের সাথে ভূগমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন ভূগমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অর্জিজিত দে ভৌমিকা। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে বিজেপি আটটি আসনে জয়লাভ করেন এবং ভূগমূল কংগ্রেস সাতটি আসনে জয়লাভ করে। সাময়িকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে বিজেপি এই গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করে। আজ এই গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধাা বাবুল বর্মন ভূগমূল কংগ্রেসে যোগদান করায় এই গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা গরিষ্ঠ হওয়ার জন্য কংগ্রেস।

মহিষাদলে হুকিংয়ের বলি শিশু, শোকস্তব্ধ পরিজনরা

দূরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ জুন : বিকেলবেলা বাড়ির পাশেই খেলতে গিয়েছিল দশ বছরের পড়ুয়া। কিন্তু খেলতে গিয়ে যে ছেলে আর বাড়ি ফিরবে না, দুঃশ্বপ্নেও তা ভাবতে পারেননি ওই পড়ুয়ার পরিবারের সদস্যরা। খেলার সময় বল খুঁজতে গিয়ে হুকিং করা তারে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র শুভম রানার। তার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের মলুবসানে। জানা গেছে, শনিবার খেলছিল সে। আচমকা বল গিয়ে পড়ে একটি জমিতে। সেই সময় বল কুড়োতে গিয়ে তার হাত লেগে যায় ওই তারে। সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু হয় তার। ওই পড়ুয়ার পরিবারের অভিযোগ, জমির উপর দিয়ে সাধারণ তার ব্যবহার করে ফিসারির জন্য বিদ্যুৎ নেওয়া হচ্ছিল। যে কোনও সময়ে বিপদ ঘটতে পারে বলে স্থানীয়রা অভিযোগ করেছিলেন বারবার। কিন্তু ফিসারি মালিক কথা শোনেননি বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। শিশুর মৃত্যুতে শোকস্তব্ধ পরিবার ও এলাকা।

হকার উচ্ছেদে কৃষনগরে, বুলডোজারে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল বুপড়ি

দূরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৯ জুন : ফুটপাট ‘দখলমুক্ত’ করতে শনিবার সকাল থেকে অভিযান চালানো নদীয়ার কৃষনগর প্রশাসন। বুলডোজার নামিয়ে একের পর এক ‘অবৈধ বুপড়ি’ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল। রাস্তার ধারে বুপড়ি দোকান তুলতে ‘বুলডোজার সংস্কৃতি’র বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর নির্দেশ মতো কৃষনগর পুরসভা এলাকায় টানা তিন দিনের লাগাতার প্রচার চালায়। সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শনিবার সেই সময়সীমা পার হয়েছে। তাই রাস্তার ধারে একের পর এক দোকান উচ্ছেদ অভিযানে নামল জেলা প্রশাসন। যদিও তিনি যে বুলডোজার ‘নীতিতে বিশ্বাসী নন, সেটা বোঝাতে এক মাস আর কোনও উচ্ছেদ হবে না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। এই সময়ের মধ্যে ‘সমীক্ষা’ চালিয়ে সব কিছু ঠিক করে নিতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। হকারদের জন্য এবং গাড়ি রাখার আলাদা জোন তৈরি করতে একটি কমিটিও গঠন করেছেন তিনি। মমতার কথায়, ‘‘প্রথমে বসাবেন, তার পর বুলডোজার দিয়ে তুলবেন, হয়ে না।’’

মালদার আমের বিদেশে রপ্তানি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে

দূরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : বিদেশে রপ্তানি করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে মালদার আম। এই বছর হিমসাগর প্রজ্ঞাতির আম বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। ইতিমধ্যে আম পাঠানোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। গত দুই বছর আগে মালদার আম বিদেশে রফতানি হয়েছিল। বিভিন্ন কারণে গতবছর মালদার আম বিদেশে পাঠানো সম্ভব হয়নি। এই বছর মালদার আম বিদেশে পাঠাতে প্রথম থেকে উদ্যোগ নিয়েছেন বেশ কিছু রফতানিকারক। তাঁদের প্রচেষ্টাতেই মালদার আমের গুণগত মান বাচাই করে ভাল আম বিদেশে পাঠাতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে হিমসাগর আমকেই বেছে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহে মালদার হিমসাগর বিদেশে পাড়ি দেবে। উদ্যান পালন দফতর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মরশুমে মালদার আমের ফলন অনেকটাই কম হয়েছে। আবহাওয়ার কারণে ফলনের জন্য এবার আমের ফলনে ঘাটতি দেখা দিয়েছে এমনটাই দাবি উদ্যানপালন দফতরের। স্থানীয় বাজারে আমের দাম এবার চড়া। তারপরেও বেশ কিছু রফতানিকারগ

পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিদেশে আম রফতানির সমস্ত রকম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বেছে বেছে জেলার যে সমস্ত বাগানে ভাল মানের আম রয়েছে সেগুলি পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের প্রথমার্ধে আম বিদেশে পাড়ি দেবে।



পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে বিদেশে আম রফতানির সমস্ত রকম প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। বেছে বেছে জেলার যে সমস্ত বাগানে ভাল মানের আম রয়েছে সেগুলি পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহের প্রথমার্ধে আম বিদেশে পাড়ি দেবে।

OFFICE OF THE DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT Notice Inviting e-Tender 1) Tender Ref No.- WB/HZP/ULU-// DGP/ten-1/ (24-25) 1) 2024_ZPHD_703008_1 2) Tender Ref No.- WB/HZP/ULU-// DGP/ten-1/ (24-25) 1) 2024_ZPHD_702993_1 3) Tender Ref No.- WB/HZP/ULU-// DGP/ten-09 (24-25) 1) 2024_ZPHD_702981_1 Total Three Nos. tenders Publication Date 29/06/2024 9.00 AM Closing Date 08/07/2024 9.00 AM Opening Date 10/07/2024 9.00 AM	BAGDA GRAM PANCHAYAT VIII-Gopalpur, D.O.-Gopalpur, Dist-Purulia Notice Inviting e-Tender No-01/ BGP/2024-25, Dated:- 29/06/2024 For and on behalf of the Bagda Gram Panchayat, Pradhan, invites Tenders through E-Tendering for total 24(Twenty-four) Nos. works. Last date of submission of bid up to 15.07.2024 at 6:00 P.M. Bid Opening Date(Technical): 18/07/2024 at 12 Noon. For details please visit office of the undersigned on any working days or website https://wbtdenders.gov.in/ Sd/- Prodhان Bagda Gram Panchayat
Abujhati-1 Gram Panchayat Jhapanadanga, Purbabardhaman Tender Reference No.— 1) e-NIT No.:- 208/Abuj-1/2024-2025, Date- 29/06/2024 2) e-NIT No.:- 209/Abuj-1/2024-2025, Date- 29/06/2024 3) e-NIT No.:- 210/Abuj-1/2024-2025, Date- 29/06/2024 Dated 29/06/2024, e-Tenders are hereby invited by the Prodhان, Abujhati-1 Gram Panchayat from bonafied contractors to participate in the eTenders from 01/07/2024 at 10.30 AM to 09/07/2024 upto 12.00 PM. For further details visit the website https://wbtdenders.gov.in/	Office of the Assistant Director of Horticulture, District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm , Mohitnagar, Jalpaiguri RE-TENDER NOTICE Sealed E-Tender are invited from bonafied Person/Organization/ Nurseryman for preparation and maintenance of good quality horticulture crop saplings under Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri. For details please visit http://www.wbtenders.gov.in or contact Office of the District Horticulture Office, Jalpaiguri Hort. Res. & Dev. Farm, Mohitnagar, Jalpaiguri. Sd/- Assistant Director of Horticulture Mohitnagar, Jalpaiguri
Office of the Andharhole Gram Panchayat Sunukpahari :: Bankura NleT No-1) 03/AGP/2024-25, Date-25/06/2024, 2) 05/AGP/2024-25, Dated-25/06/2024 NIT No.- 04/2023-24, Date-25/06/2024 Pradhan, Andharhole Gram Panchayat, invites percentage rate e-Tender and sealed tender for 21(Twenty one)nos. work. Last date of submission of bid(online) and sealed tender upto 05.07.2024 up to 17:00 Hrs. Date of Opening of E-Tender and Sealed Tender: 08.07.2024 at 01.00 PM. For details visit office of the undersigned or visit website www.wbtenders.gov.in Sd/- Pradhان Andharhole Gram Panchayat	e-Tender Notice The Prodhان Bhagwangola Gram Panchayat invites e-Tender through e-Procurement System from the bonafied & resourceful Contractor for NleT No. 02 / 15th F / 2024-25. Memo No.143/Bgola, Dated-28/06/2024. Last date of Bid submission is 06/07/2024 upto 5.00PM. For details visit website http://wbtenders.gov.in Sd/- Prodhان Bhagwangola G.P. Bhagwangola-I Block, MSD
Baikunthapur-II Gram Panchayat Ghourdourchati, Sripally, Purbabardhaman Notice Inviting e-Tender e-Tender are invited from bonafied resourceful contractor for different development works vide NIT No.:) BKP-I/GP/457 & e-NIT. 05/2024-25 (SI.-5), Date: 26.06.2024. Fund: 15th CFC (Untied). Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): 27.06.2024 at 06.00 PM. Bid Submission Closing (Online): 04.07.2024 up to 04:00 PM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 07.07.2024 at 11:00 AM. For more details visit www.wbtenders.gov.in & GP Office. Sd/- Pradhان Baikunthapur-II Gram Panchayat	

খাওয়া-দাওয়া

আপনি ভিন্ন স্বাদের খাসির মাংস খেতে চান, তাহলে এই দুটি পদ রাঁধতে পারেন

মাটন স্টু
উপকরণঃ খাসির মাংস ২৫০ গ্রাম, আলু ১০০ গ্রাম, গাজর ১০০ গ্রাম, পেঁয়াজ কিউব ১০০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, জল ১ লিটার, মাখন ১ চাচামচ ও সাদা গোলমরিচের গুঁড়া আধা চাচামচ।

প্রণালিঃ আলু ও গাজর কিউব করে কেটে গরম জলেতে ১০ সেকেন্ড রেখে তুলে ঠান্ডা জলেতে রাখুন। এবার জল ছেঁকে তুলে দিন। প্যানে মাখন, পেঁয়াজ, মাংসের টুকরা ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নেড়ে ১ লিটার গরম জল দিন। জল ফুটে এলে সবজি ও স্বাদমতো লবণ দিন।



মাখিয়ে ফ্রিজে ১০ মিনিট রাখুন। এবার ফ্রাই প্যানে তেল দিয়ে হালকা সোনালি রং করে ভেজে তুলে রাখুন।

পোলাওয়ের উপকরণঃ চিনিগুঁড়া চাল ৫০০ গ্রাম, আদা ও রসুনবাটা ২ চাচামচ, এলাচি ৫টি, দারুচিনি ২ টুকরা, তেজপাতা ৪টি, গুঁড়া দুধ আধা কাপ, পেঁয়াজ বেরেক্তা আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৬টি, যি ২ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গরম জল ১ লিটার ও লবণ স্বাদমতো।

প্রণালিঃ চাল ধুয়ে জল বরিয়ে নিন। সসপ্যানে তেল গরম করে এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা দিয়ে তারপর চাল ঢেলে নানুন। আদারসুনবাটা ও লবণ নিয়ে কিছুক্ষণ নেড়ে মিশিয়ে নিন। এবার পরিমাণ মতো গরম জল দিন। জলের মাপ হবে ১ কাপ চাল সমান ২ কাপ জল। সামান্য জলেতে গুঁড়া দুধ গুলে চালের মধ্যে দিয়ে নেড়ে নিন। এবার ঢাকনা দিয়ে রাখুন। চাল সন্ধ হয়ে জল শুকিয়ে এলে আলতোভাবে নেড়ে নিন। আগে ভেজে রাখা খাসির মাংসের মাতি, যি ও পেঁয়াজ বেরেক্তা মিশিয়ে পাঁচ মিনিট দমে রাখুন। নামিয়ে পরিবেশন করুন।



মাংস সন্ধ হয়ে পানি কিছুটা শুকিয়ে এলে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

মাটন মোতি পোলাও
মোতির উপকরণঃ খাসির মাংসের কিমা ৪০০ গ্রাম, আদা ও রসুনবাটা ২ চাচামচ, কাঁচা মরিচবাটা ১ চাচামচ, ধনেপাতাকুচি ১ চাচামচ, ডিমের কুসুম ১টি, তেল ২ কাপ, বেসন ও লবণ প্রয়োজনমতো।
মোতি তৈরির প্রণালিঃ তেল বাদে বাকি সব উপকরণ একটি বোলে ভালোভাবে মেখে ছোট ছোট মোতির আকারে গড়ে সামান্য তেল

আদা-কমলার চিংড়ি রান্না

আমাদের প্রায় সবার জীবনেই কমলালেবুর সঙ্গে কত না স্মৃতি। শীতের দুপুরের লালচে হয়ে আসা রোদ, চিড়িয়াখানার পিকনিকের চুবড়ি, লম্বা ট্রেনের সফর, দার্জিলিংয়ের মেইল, নানান রঙে রঙিন ফ্রুট সালাদের বাটি বা রোগণয্যায় রসের গ্লাসসবখানেই কমলার গল্প আছে। সেসব স্মৃতির সঙ্গে রয়ে যায় মানুষের গল্প। যারা জীবনকে নানানভাবে ভরিয়ে রেখেছিল কোনো এক সময়ে। আদাকমলার এই চিংড়ি রান্নাও মনে করিয়ে দেয় এক টুকরা অতীত। ফেলে আসা দিন। ছেড়ে আসা ছোটবেলা। রান্নাঘাটে বড় হয়ে ওঠা আমার দিনগুলো ছিল বড় আদরে ভরা, বড় মায়ায় ঘেরা। এবার বলি সেই গল্প। সঙ্গে থাক আমার মায়ের হাতের অসামান্য এক রান্নাসম্পূর্ণ বিনা তেলে আদাকমলার চিংড়ি।

তেল ছাড়া আদাকমলার চিংড়ি উপকরণঃ বাগদা চিংড়ি ৮টি, কমলার রস ৩০০ মিলিলিটার, পেঁয়াজকুচি ২টি, আদাবাটা ১ চাচামচ, এলাচি, লবঙ্গ, দারুচিনি মিলিয়ে ৪টি, কাশ্মীর লব্ধা দেড় চাচামচ, কাঁচা মরিচ ৫৬টি, ধনেপাতাকুচি ছোট ১ বাটি, গরমমসলাগুঁড়া ১ চাচামচ, কিশমিশ ১ মুঠো, লবণ ও চিনি স্বাদমতো।

প্রণালিঃ কড়াইয়ে ৬ কাপ জল দিয়ে পেঁয়াজকুচি সন্ধ করে নিন। এবার এলাচি, লবঙ্গ আর দারুচিনি একটু খেঁতো করে নিতে হবে। সন্ধ হওয়া পেঁয়াজ জল বরিয়ে নিয়ে ঠান্ডা করতে হবে। ঠান্ডা হওয়ার পর পেঁয়াজের সঙ্গে ২টি কাঁচা মরিচ বেটে নিতে হবে। তারপর শুকনা একটু গরম করে এতে খেঁতো করে রাখা গরমমসলাগুলো হালকা টেলে নিন। একে একে পেঁয়াজ, কাঁচা



মরিচবাটা, আদাবাটা দিয়ে মাঝারি আঁচে নাড়তে থাকুন, যতক্ষণ না আদার কাঁচা গন্ধ যায়। পেঁয়াজ ও আদায় হালকা রং ধরতে শুরু করলে কাশ্মীর লব্ধা আর অল্প জল দিয়ে নানুন। প্রয়োজনে আরও একটু জল দিয়ে মসলা ভালো করে কষিয়ে, তাতে আরও দুটি কাঁচা মরিচ, কিশমিশ ও চিংড়ি দিন।

সবজির গাড়ি করে পাচার, উদ্ধার বিপুল চোলাই মদ, গ্রেফতার ১

হাওড়া, ২৯ জুন : বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে সবজির গাড়ি যাচ্ছে। আর সেই সবজির গাড়িতে সবজির নীচে চোলাই লুকিয়ে পাচারের আগেই শনিবার উলুবেড়িয়ার আবগারির হাতে ধরা পড়ে গেল চোলাই কারবারি। উদ্ধার হল প্রায় ২

হাজার লিটার চোলাই মদ। আবগারি দফতর সূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া চোলাইয়ের বাজার মূল্য প্রায় ১০ লাখ টাকা।

জানা গিয়েছে, শনিবার ভোর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উলুবেড়িয়া আবগারি ইন্সপেক্টর সুমিলন ভট্টাচার্য

এবং তার দল ১৬ নং জাতীয় সড়কে উলুবেড়িয়ার খলিশালাীকীতলা এলাকায় একটি সবজি বোঝাই গাড়িকে আটক করে। পরে সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে গাড়ির মধ্যে সবজির নীচ থেকে বিপুল পরিমাণ চোলাই মদ উদ্ধার করে আবগারি

আধিকারিকরা।

বেআইনিভাবে চোলাই মদ পাচারের অভিযোগে চোলাই কারবারি উলুবেড়িয়া থুলাসিমলার বাসিন্দা নূর মহশ্মদকে গ্রেফতার করার পাশাপাশি সবজির গাড়িকেও আটক করেছে আবগারি দফতর।

ছয়গাঁও ও মির্জা স্টেশনের মধ্যে ডাবল লাইন চালু

মালিগাঁও, ২৯ জুন : ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে ছয়গাঁও ও মির্জা স্টেশনের মধ্যে নতুনভাবে স্থান করা ডাবল লাইনের সতর্কতামূলক পরিদর্শন সম্পন্ন করলেন কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) শ্রী সুমিত সিংঘা। পরিদর্শনের ফলস্বরূপ, তিনি নতুন করে স্থাপিত রেল লাইন দিয়ে ট্রেন পরিচালনের জন্য অনুমোদন দিয়েছেন। এই নতুন সেকশনটি চালু হওয়ার সাথে সাথে ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ পারের রুট, অর্থাৎ গোয়ালপাড়া হয়ে নিউ বঙাইগাঁও থেকে আজারা পর্যন্ত, ডাবল লাইন সেকশন হিসাবে চলাচলের জন্য কার্যক্ষম করা হয়েছে।

নতুন করে স্থাপিত এই দ্বিতীয় লাইনটি এই রুট দিয়ে আরও পণ্য ও যাত্রীবাহী ট্রাফিক পরিবহনের জন্য সহায়ক হবে। বর্ধিত গতির সাথে আরও ট্রেন চালানো যাবে, এইভাবে ন্যূনতম সময়সীমার মধ্যে আরও উন্নত সংযোগ ব্যবস্থাকে সক্রিয় করবে।

ছয়গাঁও ও মির্জার মধ্যে দৈর্ঘ্য হলো ১৫.৫৫৮ কিমি। ১৭৬ কিমি. দৈর্ঘ্যের নিউ বঙাইগাঁও কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়া ডাবল



লাইন প্রকল্পের একটি অংশ হলো ছয়গাঁও-মির্জা সেকশন। কাজগুলি সেকশন অনুসারে করা হচ্ছে এবং ভাগে ভাগে চালু করা হচ্ছে। কমিশনার অফ রেলওয়ে সেফটি (সিআরএস) দ্বারা এই সেকশনে গতিবেগ পরীক্ষা করার পাশাপাশি সমস্ত ব্রিজ, আরইউবি ও সিগনালিং সিস্টেমও পরীক্ষা করা হয়। এর পূর্বে ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ তারিখে বামুণীগাঁও ও

ছয়গাঁও সেকশনের মধ্যে ৮.৭৮২ কিমি, ১৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ধুপধরা ও বামুণীগাঁও সেকশনের মধ্যে ২৫.৪৫৯ কিমি, ৩ মে, ২০২৬ তারিখে মির্জা ও আজারা সেকশনের মধ্যে ১১.৩৫ কিমি ও ২৪ নভেম্বর, ২০২২ তারিখে দুধনৈ ও ধুপধরা সেকশনের মধ্যে ২৯.৭১ কিমি চালু করা হয়েছিল। সমগ্র নিউ বঙাইগাঁও-কামাখ্যা

গোয়ালপাড়া সেকশনটি সম্পূর্ণ হওয়ার পর দেশের অন্যান্য প্রান্তের সাথে মানুষ এবং উপকরণ পরিবহনের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে।

নিউ বঙাইগাঁও ও কামাখ্যা ভায়া গোয়ালপাড়ার মধ্যে এই ডাবল লাইন প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে মেঘালয়ের দূরবর্তী অঞ্চলগুলিও বিশেষভাবে উপকৃত হবে।

আলোচনাসভা

সাক্রম, ২৯ জুন ঃ সমকালীন সময়ে পাচার বানিজ্য এবং মাদকদ্রবের চোরাদালানের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিত্য হয়েছে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাক্রম মহকুমা এবং সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিশেষত অন্ধকারাচ্ছন্ন যুব সমাজকে মূল শ্রোতে কিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের কনফারেন্সে হলে শনিবার অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচনাসভা। সাক্রমের মহকুমা শাসক শিবজ্যোতি দত্তের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় চিনি পাচার রোধ, বনমহোৎসব এবং মাদকদ্রব্য গ্রহণের থেকে সমাজকে বিরত রাখার লক্ষ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা। উক্ত আলোচনা সভায় মহকুমা শাসক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার, বিএসএফ ১০৯ নম্বর ব্যাটেলিয়নের ডেপুটি কমান্ডেটমানিজিত সিং, সাক্রম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদার দে, সাক্রম বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক শংকর রায় সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের আধিকারিকরা। এ দিনের আলোচনা সভায় কিভাবে চিনি পাচার রোধ করা যায় সে বিষয়ে সার্কিক মতামত নেওয়া হয় উপস্থিত আধিকারিকদের মধ্য থেকে।

নাম পরিবর্তন
আমি, Rumpa Das (পুরাতন নাম) পিতা Durga Charan Das , টিকানা-Sarba-mangala Pally, Malda, English Bazar, Malda, Pin- 732101, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rumpa Das Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rumpa Das Sarkar (নতুন নাম) এবং Rumpa Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Srabani Basu স্বামী Anupam Basu, পিতা Late Netai Chandra Kundu, যোগ্যতা করছি যে আমার বারবার নাম Nitaichandra Kundu (পুরাতন নাম), টিকানা- P-7, Flat-B4 , B.P. Township, Panchasayar, P.-S- Patuli, Kolkata- 700094 , West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার বারবার নাম এখন থেকে Netai Chandra Kundu (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Netai Chandra Kundu (নতুন নাম) এবং Nitaichandra Kundu (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Ashmira Bibi (পুরাতন নাম) স্বামী Nasim Ali Sapui , টিকানা- 130, Chak Thakurani, Dhalipara, P.S.- Haridevpur, Kolkata- 700104, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashmira Bibi Sapui (নতুন নাম) এবং Ashmira Bibi Sapui (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Sk Jahangir, যোগ্যতা করছি যে আমার বারবার নাম Pear Ali Molla (পুরাতন নাম), টিকানা- T-332, Panch Para Road, Bartala, Kolkata- 700018, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 25.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার বারবার নাম এখন থেকে Sk Pear Ali (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sk Pear Ali (নতুন নাম) এবং Pear Ali Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Khursid Alam Molla (পুরাতন নাম) পিতা Anowar Ali Molla , টিকানা-Beli-adanga, Kalaria, P.O.- Usthi, P.S.- Falta, Dist.- South 24 Pgs, Pin- 743375, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Khurshid Alam Molla (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Khurshid Alam Molla (নতুন নাম) এবং Khursid Alam Molla (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, MOKBUL HOSSAIN MONDAL (পুরাতন নাম) পিতা UNUS MONDAL , টিকানা- VILL+PO MALIKBARIA, PS ASHOK NAGAR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743702, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit (No. 24) দ্বারা আমার নাম এখন থেকে MOKBUL MONDAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। MOKBUL MONDAL (নতুন নাম) এবং MOKBUL HOSSAIN MONDAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, JYOTSNA BANERJEE (পুরাতন নাম) স্বামী LATE BALARAM BANERJEE, টিকানা- 77N, RAJA RAM MOHAN ROY ROAD, PO PURBA PUTIARI, PS BEHALA, KOLKATA -700041, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.06.2024 এর Affidavit নম্বর 29 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে DEBI BANERJEE (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। DEBI BANERJEE (নতুন নাম) এবং JYOTSNA BANERJEE (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, KAUSAR MONDAL (পুরাতন নাম) পিতা LATE FAJER ALI MANDAL , টিকানা- VILL ULASI PURBAPARA, PS HANSKHALI, DIST NADIA, PIN- 741502, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 27.06.2024 এর Affidavit নম্বর 28 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে KAOSAR MONDAL (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। KAOSAR MONDAL (নতুন নাম) এবং KAUSAR MONDAL (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, গান্ধী দিনেশ চন্দ্র (পুরাতন নাম) পিতা প্রদীপলাল গান্ধী, টিকানা- ৮ বি নন্দন রোড, ভবানীপুর,কলকাতা-৭০০০২৫, পশ্চিম বঙ্গ, কলকাতায় নোটারি পাবলিক,২৫.০৬.২০২৪ তারিখের এর এক্সিডেভিটের দ্বারা আমার নাম এখন থেকে দিনেশ চন্দ্র গান্ধী(নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। দিনেশ চন্দ্র গান্ধী (নতুন নাম) এবং গান্ধী দিনেশ চন্দ্র (পুরাতন নাম) সবাই একই এক অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি যীশুরাম কিসকু পিতা- গান্দু কিসকু, গ্রাম- মধ্যখড়া পাঁচশোয়া, বোলপুর, বীরভূম। মধ্যখরা মৌজায় -(জে.এল-১৫০) দাগ নং -১৩৭৪১৩৮৮, ১৩৭৪১৩৮৯, ১৩৭৪১৩৯০, ১৩৭৪১৩৮৭শ্রেণী তভী, মোট পরিমাণ- ২৮৫ শতক কোন আদিবাসি ব্যক্তি এই জমি ক্রয় করতে ইচ্ছুক হইলে ১৫ দিনের মধ্যে ৮৯০৬২৮০১২৮ এই ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন (জমির নির্ধারিত মূল্য -৩৯ লক্ষ ৬০ হাজার)

নাম পরিবর্তন
আমি, বৈভব গান্ধী এবং বৈভব ডি গান্ধী (পুরাতন নাম) পিতা দিনেশ চন্দ্র গান্ধী, টিকানা- ৮ বি নন্দন রোড, ভবানীপুর,কলকাতা-৭০০০২৫, পশ্চিম বঙ্গ, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, ২৫.০৬.২০২৪ তারিখের এর এক্সিডেভিটের দ্বারা আমার নাম এখন থেকে বৈভব দিনেশ চন্দ্র গান্ধী (নতুন নাম) নামে পরিচিত হইল। বৈভব দিনেশ চন্দ্র গান্ধী (নতুন নাম) এবং বৈভব গান্ধী এবং বৈভব ডি গান্ধী (পুরাতন নাম) সবাই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Gargee Chatterjee (পুরাতন নাম) পিতা Sali Kumar Mukherjee , টিকানা- 15 Deshbandhu Road, Jadavpur, Kolkata- 700032, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Gargee Singh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Gargee Singh (নতুন নাম) এবং Gargee Chatterjee (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Mohammad Raja Yousufi & Shaikh Raja Md Mushtaq (পুরাতন নাম) পিতা Mohammad Mushtaque Yousufi , টিকানা- Jahangiri Mohalla, Near Lady-bagan, Asansol, Asansol, Paschim Bardhaman, Pin- 713302, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 21.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Raja Yousufi (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Raja Yousufi (নতুন নাম) এবং Mohammad Raja Yousufi & Shaikh Raja Md Mushtaq (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Aastha Das (পুরাতন নাম) স্বামী Deepak Saha , টিকানা- 54 Purbayan, Canal South Road, Chingrighata, Kolkata, Pin- 700105, West Bengal, India , কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Aashtha Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Aashtha Das (নতুন নাম) এবং Aastha Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি, Md Mumtaz (পুরাতন নাম) পিতা Md Habib , টিকানা- 24/2/H/4 BRIGHT STREET, CIRCUS AVENUE, KOLKATA, WEST BEN-GAL, PIN- 700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 28.06.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mumtaz (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mumtaz (নতুন নাম) এবং Md Mumtaz (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন
আমি পম্প্পা দে, স্বামী কনক কান্তি দে, টিকানা – গ্রাঃ ও পোঃ জগন্নাথদনগর, সর্গর পাড়া, থানা – মনেশতলা, ব্লকঃ ১৪০, নোটারি পাবলিক আলিপুর পুলিশ কোর্ট, জেলা- দঃ ২৪ পরগনা এর এক্সিডেভিট দ্বারা স্ত্রী পম্প্পা দে নামে পরিচিত হলাম। এক্সিডেভিট নং - ৩৩ AA ৯১৭১৯৫ তাং- ২৫ জুন, ২০২৪। পম্প্পা দে এবং স্ত্রী পম্প্পা দে একই ব্যক্তি।

Name Change
I SAMIR KUMAR BISWAS, S/O LATE-KHAGEN BISWAS, R/O VILL-TEN-TULBERIA, PO-TENTULBERIA, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS, 743245, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAMIR BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT SAMIR KUMAR BISWAS AND SAMIR BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SUBHANKAR DAPTARY, S/O ASHOKE DAPTARI, R/O VILL-TENTULBERIA, PO-TENTULBERIA, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS, 743245, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUBHANKAR DAPTARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT SUBHANKAR DAPTARY AND SUBHANKAR DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ASHOK DAPTARY, S/O LATE- NAGENDRA NATH DAPTARI, R/O VILL-TENTULBERIA, PO-TENTULBERIA, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS,743245, WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHOKE DAPTARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFOR THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT ASHOK DAPTARY AND ASHOK DAPTARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, TUKI MONDAL (old name), WIFE OF BISU KARATI,RESIDING AT DAKSHIN PANCHPOTI, 52 PALLY, LOKE GATE, RAJPUR SONARPUR, SOUTH 24 PARGANAS-700152, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TUKTIUKI KARATI (new name) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT TUKI MONDAL AND TUKTIUKI KARATI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, K.Shankar Raju,Son of Jaggi Raju, Residing at Triveni A Flat-3D,3rd Floor,Shrishi Nagar, New Asansol, Dist-Paschim Bardhaman, Pin-713305,West Bengal,shall henceforth be known as Kanumuri Shankar Raju vide an affidavit sworn before The Notary Public at Asansol on 06/01/2024. That K.Shankar Raju and Kanumuri Shankar Raju all are the same and one identical person.

Name Change
I TERRI MATHEW, W/O JOSEPH THOMAS, R/O 11C,TOWER-1, SOUTH CITY RESIDENCES, PS-JADAVPUR, KOLKATA-700068,WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS TERRI MARY MATHEW,VIDE AN AFFIDAVIT SWORNBEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT TERRI MATHEW AND TERRI MARY MATHEW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHIPRA SHEKHAR SARKER, & SHIPRA , W/O SHEKHAR SARKER , R/O VILL NATUNPALY, PO MASLAN-DAPUR, PS GOBARDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743289, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHIPRA SARKER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT SHIPRA SARKER AND SHIPRA SHEKHAR SARKER & SHIPRA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I CHANDRA SHEKHAR SAH, S/O LATE DWARIKA SAH GOND, R/O JHAUTALLA ANANDANAGAR CHAKPARA BHAT-TANAGAR, PS LILUAH, HOWRAH - 711203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS CHANDRA SHEKHAR SAH GOND, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT CHANDRA SHEKHAR SAH GOND AND CHANDRA SHEKHAR SAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DINESH TODI, S/O BAJRANG LAL TODI, R/BLOCK D1, 5TH FLOOR, FLAT NO 5C, GANGES GARDEN, 106, KIRAN CHANDRA SINGHA ROAD ALOKA CIN-MA, PS SHIBPUR, HOWRAH -711102, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DINESH KUMAR TODI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE 1ST CLASS EXECUTIVE MAGIS-TRATE AT HOWRAH ON 10/06/2024, THAT DINESH KUMAR TODI AND DINESH TODI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I RAJ TILAK SAH, S/O CHANDRA SHEKHAR SAH GOND, R/O JHAU-TALLA ANANDANAGAR CHAKPARA BHATTANAGAR, PS LILUAH, HOWRAH -711203, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAJ TILAK SAH GOND, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT RAJ TILAK SAH GOND AND RAJ TILAK SAH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SHEKHAR RATAN SARKER & SHEKHAR, S/O RATAN CHANDRA SARKAR, R/O VILL NATUNPALY, PO MASLANDAPUR, PS GOBARDANGA, NORTH 24 PARGANAS, PIN-743289, WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHEKHAR SARKER, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT SHIHAR SARKER AND SHEKHAR RATAN SARKER & SHEKHAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I MD HAIDER ALI, S/O ASGER ALI, R/O NEAR KABARASTAN DAKSHIN NARAYANPUR, RAJARHAT, PS NARAYANPUR, NORTH 24 PAR-GANAS, PIN-700136, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS HAIDER ALI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT HAIDER ALI AND MD HAIDER ALI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I UMA MAJHI, D/O MADAN MOHAN MAJHI, W/O SUDHAMOY PATRA, R/O DISHERGARH NABARUN COLOWY, KULTI, BARDHAMAN - 713333, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMA PATRA MAJHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT UMA MAJHI AND UMA PATRA MAJHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER-SON

Name Change
I MINAJ SARKAR,S/O MONIR HUSSAIN SARKAR, R/O CHITRASHALI, HOOGHLY -712407, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS MINHAZ SARKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT MINAJ SARKAR AND MINHAZ SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I SANDIP PAL, S/O JAGA BANDHU PAUL, R/O 41/4, GOSWAMI PARA ROAD, PO BALLY, HOWRAH -711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANDIP PAUL,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT SANDIP PAL AND SANDIP PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PER-SON

Name Change
I, RUMJHUM PAL SARKAR, W/O SANDIP PAUL, R/O 41/4, GOSWAMI PARA ROAD, PO BALLY, HOWRAH - 711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RUMJHUM PAUL, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT RUMJHUM PAL SARKAR AND RUMJHUM PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI-CAL PERSON

Name Change
I SUHANHA PAL, D/O SANDIP PAUL, R/O 41/4, GOSWAMI PARA ROAD, PO BALLY , HOWRAH - 711201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUHANHA PAUL, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NO-TARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT SUHANHA PAL AND SUHANHA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I ANITA ADHIKARI SIKDAR,W/O PRODYOT ADHIKARI, R/O 31/1A, RADHA BALLAV RO, PO-NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS, 743165, WEST BENGAL, SHALL HENCE-FORTH BE KNOWN AS ANITA ADHIKARI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024.THAT ANITA ADHIKARI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DEBJANI DEY CHOUDHURY, W/O ANIRUDDHA DEY CHOUDHURY, D/O SAMIR SEN, R/O 131/D, N.S.C ROSE ROAD , 2ND FLOOR, PO BEGET PARK, KOLKATA -700040 WEST BEN-GAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DEBJANI DE CHOUDHURY, VIDE AN AFFRAYVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT DEB-JANI DEY CHOUDHURY AND DEB-JANI DE CHOUDHURY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PAYEL CHAUDHURI, D/O JOY-DEB GUHA, R/O 20/11/2, RAJA MANINDRA ROAD BELGACHIA, KOLKATA-700037, WEST BEN-GAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PAYAL GUHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT PAYEL CHAUDHURI AND PAYAL GUHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I KAMALA SHAW , W/O MURLI DHAR SHAW, R/O MAGRA HOSPI-TAL ROAD, PO MAGRA, HOOGHLY -712148, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMLA DEBI SHAW, VIDE AN AFFI-DAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 28/06/2024, THAT KAMALA SHAW AND KAMALA DEBI SHAW ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTI-CAL PERSON

Name Change
I SEEMA SARKAR, W/O SWAPAN SARKAR, R/O PURBA BADKULLA, BAJPUKUR PARA, BADKULLA, NADIA, PIN-741121, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN

বিদ্যুৎ বিভাটের জেরে দফতরের অফিসে ভাঙচুর, গ্রেফতার ১০

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুন : গরম ও আর্দ্রতার জন্য অস্বস্তিতে জেরবার হচ্ছেন মানুষ। তখন ফারার বিভিন্ন জায়গায় মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাটের ঘটনায় ক্ষোভ ক্রমশঃ বাড়ছে। এর জেরে মাঝে মধ্যে সাধারণ মানুষ বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁদের নিকটবর্তী বিদ্যুৎ বিভাগে। কোথাও কোথাও ধন্বাগুপ্তি থেকে মারামারি ঘটনাও ঘটেছে। শনিবার এই ধরনের বিক্ষোভে ঘটনার সাক্ষী হল রাধানগরের বাসিন্দারা। জানা গেছে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর থানার রাধানগরে রয়েছে বিদ্যুৎ দফতরের অফিস। বিদ্যুৎ বিভাটের প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে শনিবার স্থানীয় কিছু যুবক বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে গিয়ে ভাঙচুর চালান। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় বিদ্যুৎ বিভাট হচ্ছে। সেই কারণে এলাকার বেশ কিছু যুবক একজেট হয়ে বিদ্যুৎ দফতরে যায়। তারপর সেখানে থাকা বিদ্যুৎ দফতরের কর্মীদের সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে জড়িয়ে পড়ে। কথা কাটাকাটির মাঝে বিক্ষোভকারী কিছু যুবক উত্তেজিত হয়ে ভাঙচুর চালায় ওই বিদ্যুৎ দফতরের অফিসে। জানা গেছে, অফিসে থাকা বেশ কিছু কম্পিউটার, চেয়ার-টেবিলে ভাঙচুর চালায় তারা। ভাঙচুর চালায় অফিসে থাকা অন্যান্য জিনিসপত্রেও। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে থেকে ভাঙচুর করার অভিযোগ ১০ জন যুবকে আটক করা হয়। পরে বিদ্যুৎ দফতরের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ১০ জন যুবককে গ্রেফতার করা হয়।

ডক্টর ডে উপলক্ষ্যে অ্যানুয়াল ডক্টরস ডে-২০২৪ সাবমিট এর আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : শিলিগুড়ি আগামী ১ জুলাই ডক্টর বিধান চন্দ্র রায়- এর জন্ম ও মৃত্যু দিন এবং ওই দিনটি ডক্টরস ডে হিসেবে পালন করা হয়, আর এই উপলক্ষ্যে শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন (IMA) এর উদ্যোগে নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে উত্তরণ



অডিটোরিয়ামে দুদিন ব্যাপী এক অ্যানুয়াল ডক্টর ডে - ২০২৪ সন্তব মিটের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে বিভিন্ন মেডি ক ল সে স্ট র ার গু লির পাশাপাশি এখানে অংশগ্রহণ করে শিলিগুড়ি Thalamus ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স। সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভিন্ন চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অ্যাওয়ারেনসের জন্য অন্যান্য মেডিকেল সেন্টার সংস্থাগুলির পাশাপাশি বসানো হয়েছে। Thalamus ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স এর etail. এদিন উত্তরণ অডিটোরিয়ামে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রখ্যাত নিউরোসার্জন ডঃ মলয় চক্রবর্তী চিকিৎসা সংক্রান্ত তার মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। পাশাপাশি এদিন আইএম এর সদস্য ডক্টর সজল কুমার বিশ্বাস জানান, ডক্টরস ডে সাব মিটের মাধ্যমে চিকিৎসা জগতের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট গুলোকে এক জায়গায় নিয়ে এসে একটা মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

দুই সাংসদকে সংবর্ধনা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুন : বর্ধমান জেলা রাইস মিলস অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল পূর্ব বর্ধমান জেলার দুই সাংসদকে। শনিবার রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাকক্ষে আয়োজিত ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সদ্যসভাপ্ত লোকসভায় বনবিনাচিত্তি বর্ধমান- দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ ঝাঁ এবং বর্ধমান পূর্বের সাংসদ ডাঃ শর্মিলা সরকারকে চন্দনের ফোঁটা, গোলাপের মাল্য, উত্তরীয় পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। ওই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ভারপ্রাপ্ত সমবায় মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার, তৃণমূল জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, বর্ধমান জেলা রাইসমিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রদীপ মজুমদার বলেন, নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে খেলোয়াড় সুলভ মানসিকতায় সাংসদ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে নিজের পরিচয় দিচ্ছেন বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ। পাশাপাশি, বর্ধমান পূর্বের সাংসদ শর্মিলা সরকার তার চিকিৎসাক্ষেত্র পেশা ছেড়ে এসে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ মানুষের পাশে দাড়িয়েছেন। বর্ধমান জেলার এই সাংসদের নিয়ে যারা কঠিনক করেছিলেন তাদের মধ্যে ঝামা ঘরে দিয়ে বর্ধমানের মানুষ তাদের জমী করেছে। শনিবার বর্ধমানের রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের একটি অনুষ্ঠানে এসে এই মন্তব্য করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী। মন্ত্রী আরও বলেন, বর্ধমানের দুটি লোকসভা কেন্দ্রের মানসিক তৃণমূলের প্রাণীনের বিপুল ভোটে জয়ী করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে লড়াই, বাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্য নিয়েই বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ আগামী দিনে কাজ করে যাবেন। তিনি কেবলমাত্র একজন গুণী খেলোয়াড় ছিলেন না। রাজনীতিবিদ হিসেবে তিনি অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যক্তি। এর আর তিনবার সাংসদ ও একবারের বিধায়ক ছিলেন তিনি। এছাড়া অপর সাংসদ শর্মিল সরকারও নিজের কর্মক্ষেত্রে বর্ধমান প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকা। তারপরেও মানুষের সেবা করার জন্যই তিনি রাজনীতিতে যোগদান করেছেন। এই দুই সংসদের নেতৃত্ব পে় আগামী দিনে বঙ্গবর্ধমান জেলায় প্রভূত উন্নতি হবে। এদিন বিধায়ক তথা জেলা তৃণমূলে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটাঞ্জী তার বক্তব্যেও দুই বনবিনাচিত্তি সাংসদ সংসদে গিয়ে জেলার সমস্যার কথাগুলি তুলে ধরবেন এবং সেগুলি সমাধানের দ্রুত সমাধানের চেষ্টা করবেন বলে আশাব্যবশ করেন। পূর্ব বর্ধমান জেলার জনোই পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপির কাছে মাথা নত করতে হয় নি। খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে এই জেলার একটা বড় ভূমিকা ছিল। ২০১১ সালে রাজ্যের যে আর ১১ কোটি টাকা ছিল। কিন্তু ২০২৩-২৪ সালে ৯৮ কোটি টাকা ছিল সেই আয়ের একটা বড় অংশ কিন্তু এই পূর্ব বর্ধমান জেলার জন্য হয়েছে। বর্ধমান দক্ষিনের বিধায়ক খোকন দাস বলেন, রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন জেলা জুড়ে ভাল কাজ করে যাচ্ছে। রাইস মিল বর্ধমানের একটা প্রধান শিল্প। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু ঝাউ নীতির কারণে আজ রাইস মিল গুলি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তাদের ব্যবসা ভাল চলেছে না বলে মাঝে মাঝেই শোনা যায়। হাজার হাজার মানুষ এই শিল্পের সাথে জড়িত। বনবিনর্মিত দুই সাংসদ জেলার এই রাইস মিল শিল্পের সমস্যাগুলির কথা সংক্ষেপে তুলে ধরবেন বলে তিনি আশাপ্রকাশ করছেন। দুই সাংসদ তাদের সংবর্ধনা প্রদানের জন্য বর্ধমান জেলা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সংসদে রাইস মিলগুলির সমস্যা তুলে ধরবেন বলেও তাদের বক্তব্যে জানান।

হকারদের বিক্ষোভ জলপাইগুড়িতে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ জুন : বিভিন্ন দাবিতে শুক্রবার জলপাইগুড়ি শহরে মিছিল করে সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে স্বারকলিপি প্রদান জলপাইগুড়ি জেলা স্টিট ভেভেনারস ও হকার্স ইউনিয়নের। এদিন আন্দোলনকারীরা সদর মহকুমা শাসকের দপ্তরে ঢুকতে গেলে পুলিশ তাদের বাঁধা দেয়। এর পর গোটের সামনেই বসে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে ইউনিয়নের কর্মীরা। অবশেষে সদর মহকুমা শাসকের করণে স্বারকলিপি দেওয়া হয় ইউনিয়নের পক্ষ থেকে। ইউনিয়নের দাবি ২০২৪ সালের শারদ উৎসবের প্রাক্কালে হকারদের বকেয়া ২ হাজার টাকা আদান প্রদান করতে হবে, পুরসভা এবং ব্যাংকের জটিলতা কাটিয়ে সমস্ত হকাররা যাতে সহজে ঋণ পান তার ব্যবস্থা করতে হবে, ২০১৪ সালের দেশের আইন ও ২০১৮ সালের রাজ্য সরকারের আইন অনুযায়ী হকারদের পরিচয়পত্র প্রদান করা, টাউন সেটের কমিটি রুট গনন বা মুনগুনত করে হকারদের আইনি প্রাপ্য এবং অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। জলপাইগুড়ি জেলা স্টিট ভেভেনারস ও হকার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নীলাঞ্জন নিয়োগী বলেন আমরা তিনাটি দাবি তুলে ধরলাম। পুলিশের জুলুমবাজি আমরা মানবো না। এরপরেও জুলুমবাজি হলে আমরাই লড়াই চলবে। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার শহরে শনিবারও উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত। আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙ্গে দেয় প্রশাসন। এদিন উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার মহকুমা শাসক ও আলিপুরদুয়ার পৌরসভার চেয়ারম্যান। এদিন চৌপাখি এলাকায় কয়েকটা দোকান ভেঙ্গে দেওয়া হয় যেগুলো অবৈধ ভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

বালির বস্তা দিয়ে ভাঙ্গন রোধের কাজেও দোদার দুর্নীতি!

দুরন্ত বার্তা, সূতি, ২৯ জুন : বালির বস্তা দিয়ে ভাঙ্গন রোধের কাজেও দোদার দুর্নীতি! বস্তা ভর্তি বালি নিয়ে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধ করার কথা থাকলেও নৌায়কর করে আসা বস্তা গুলোতে অর্ধেকের চেয়ে কম থাকছে বালি! শুধু তাই নয়, বালির বদলে বস্তায় মাটি! আর যা নিয়েই ক্ষোভ প্রকাশ করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন সামশেরগঞ্জের পশ্চিম দেবিদাসপুর গ্রামের বাসিন্দারা। শনিবার বিকেলে গ্রামবাসীদের দফায় দফায় বিক্ষোভ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় এলাকায়। আটকে দেওয়া হয় বালি বোঝাই চারটি নৌকা। গ্রামবাসীদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে পুলিশে যান কমন্ট্রিস্টার। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের পর থেকে গঙ্গার ভয়াবহ ভাঙ্গনে বিপর্যস্ত হয়ে ওঠে মূর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জের বিভিন্ন

যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৯ জুন : বাড়ি থেকে কিছু দূরে যুবকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘেরে চাঞ্চল্য ধূপগুড়ি পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডে। ঘটনার পৌরসভার শুক্রবার গভীর রাতে পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনিল রায়ের বড় ছেলে সন্তোষ রায় (২৭) বাড়ির আশে একটি গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান পরিবারের লোকেরা। এরপর চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। প্রচুর মানুষ ভিড় জমান ঘটনাস্থলো। খবর দেওয়া হয় ধূপগুড়ি থানার পুলিশকে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতত্ত্বের জন্য নিয়ে যান। তবে কি কারণে এমন ঘটনা ঘটলো ওই যুবক তার সম্ভবতের কিন্তু এখনো পাওয়া যায়নি। ঘটনার তদন্ত করলে তবেই জানা যাবে মৃত্যুর আসল কারণ। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায়।

৭১টি চলমান সিঁড়ি বসাতে চলেছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৯ জুন : যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন স্টেশনে ৭১ টি চলমান সিঁড়ি বসাতে চলেছে পূর্ব রেল। শনিবার পূর্ব রেলের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি করে এ কথা জানানো হয়েছে। আসানসোল বিভাগের ৪ টি স্টেশনে ৯ টি, হাওড়া বিভাগের ১০ টি স্টেশনে ২৬ টি, মালদা বিভাগের ৫টি স্টেশনে ১০ টি, শিয়ালদহ বিভাগের ১২ টি স্টেশনে ২৬ টি চলমান সিঁড়ি বসানো হবে। নিত্যযাত্রী থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের সক্ষম যাত্রীদের কথা ভেবেই এই উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব রেল। অনেক সময় দেখা যায় স্টেশনে গেলে ভাড়াী মালপত্র থাকলে যাত্রীদের যাতায়াতে সমস্যা হয়। চলমান সিঁড়ি বসানো হলে সেই সমস্যার সমাধান হবে এবং যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য আরও বাড়বে।

দিম্লিতে গাড়িসমেত অপহৃত দুই শিশু, উদ্ধার তিন ঘণ্টায়

নয়াদিপ্লি, ২৯ জুন : দুই সন্তানকে গাড়িতে রেখে মিষ্টি কিনতে গিয়েছিলেন বাবা-মা। তার মধ্যেই গাড়িসমেত অপহরণ করা হয় দুই শিশুকে। শুক্রবার রাত ১১টা ৪০ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে দিল্লির লক্ষ্মীনারণ্য এলাকা। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। শিশুদের মুক্তিপণ হিসেবে ৫০ লক্ষ টাকা চাওয়া হয় বলে অভিযোগ বাবা-মার। খবর পেয়ে ভিডিঘড়ি অভিযানে নামে পুলিশ। শাকরপুরের ওপির নেতৃত্বে শুরু হয় তল্লাশি। প্রায় তিন ঘণ্টার অভিযানের পর দুই শিশু সমেত উদ্ধার হয় গাড়িটি। এছাড়া গাড়ি থেকে প্রচুর গয়না, মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছেন তারা। পুলিশের অনুমান, ডাড়াহুডোয় শিশুসমতে গাড়িটি ফেলে রেখেই চম্পট দেয় দুহুত্বীরা। দুই শিশু অপহরণ হওয়ার বিষয়ে অতিরিক্ত ডিসিপি শিবু অবনীশ কুমার বলেছেন, শিশুরা তাঁদের বাবা-মাদের কাছে ফিরেছে, ৫০ লক্ষ টাকাও উদ্ধার করা হয়েছে। আমরা সিটিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছি।

ছিঁড়ে গেল ছাউনির একাংশ

রাজকোট, ২৯ জুন : দিল্লির পর এবার গুজরাটের রাজকোট বিমানবন্দর। শনিবার প্রবল বৃষ্টিতে রাজকোট বিমানবন্দরের বাইরের ছাউনির একাংশ ভেঙে পড়ে। জানা গেছে, যাত্রী ওঠানামা করার জন্য যে জায়গায় গাড়ি ডাঙায়, তার বাইরের অংশের ছাউনি ভেঙে পড়ে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই ।



প্রাপ্ত। ভাঙ্গন রোধে কাজ নিয়ে কেন্দ্র রাজ্য টানাপোড়নের মধ্যেই মুখামন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙ্গন অধ্যুষিত এলাকার জন্য ১০০ কোটি টাকারও বেশি টাকা বরাদ্দ করেই মোতাবেত ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে শুরু হয় কাজ। সামশেরগঞ্জের চাচন্ড, লোহরপুর সিকদারপুর,

জবরদখল ও অবৈধ নির্মাণ নিয়ে মুখ খোলায় বর্ধমানের পৌরপতিকে শোকজ তৃণমূলের জেলা সভাপতির

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুন : দলের দুর্নীতি নিয়ে মুখ ঝুলতেই জবাব তলব জেলা সভাপতিরা। উল্লেখ্য, বিগত দিনে অবৈধ নির্মাণ অবৈধ উপায়ে পুঙ্কর ভরাট এমনকি ফুটপাতে ব্যবসায়ীদের নিয়ে মুখ খোলেন বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার। একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বর্ধমান শহরে অবৈধ নির্মাণ অবৈধ উপায়ে পুঙ্কর ভরাট এবং ফুটপাতে জায়গা দখল করে ব্যবসা করার পিছনে দলের প্রভাবশালী নেতাদের মদত রয়েছে এবং কোন কাজে হাত দিতে গেলেই সাপের ছোবল খেতে হচ্ছে বলে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। এবার সেই খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ হতেই নড়েচড়ে বসে পূর্ব বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। জেলা সভাপতি বর্ধমান পৌর প্রধানের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিতে উল্লেখ করেন বর্ধমান শহরের অবৈধ নির্মাণ পুঙ্কর ভরাট ও জবরদখলের বিষয়ে আপনি যে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন সেই সাংবাদিক বৈঠকে দল বৈঠকো দেয় না। দল আপনার কাছে জানতে চায় এই ধরনের সাংবাদিক বৈঠক করার জন্য পূর্বে দলের কোন উচ্চ নেতৃত্বের কাছে অনুমতি নিয়েছিলেন কিনা। সাংবাদিকদের কাছে যে সমস্ত প্রভাবশালীদের র কথা বলেছেন যারা শহরে অবৈধ নির্মাণ পুঙ্কর ভরাট ও জবর দখলের সাথে যুক্ত তাদের নাম ও প্রয়োজনীয়

ট্যাক্স আছে জল নেই, পানাগড়ে জলট্যাক্সি চালু না হওয়া ক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৯ জুন : সাবশর্শিলাল বসানো আছে, ট্যাক্সও আছে, অথচ জল নেই। দুবছর ধরে বন্ধ পড়ে পানীয় জলের ট্যাক্স। সরকারি দুর্ভোগে পথচলতি মানুষ। জনকারি টাকায় তৈরী হওয়া জলের ট্যাক্সি আজও অনাদরে পড়ে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যখন জল, বিদ্যুত অপর্যবে কড়া বাত্ন দিয়েছেন তখন সরকারি অর্থ অপচয়ের নজিরবীহিন ছবি ধরা পড়ল পানাগড় দার্জিলিং মোড়ে। প্রসঙ্গত, গ্রীষ্মের তাপপ্রবাহে চরম জলকষ্ট পানাগড় জুড়ে। চলতি বছর ৪৮ ডিগ্রি ঝুঁয়েছে তাপমাত্রা। তার সঙ্গে সম্প্রতি ভ্যাপসা গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে জলকষ্ট। পানাগড় দার্জিলিং মোড় খুব গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ড। দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গ যাওয়ার অন্যতম বাসস্ট্যান্ড। সেই কারণে তার নাম দার্জিলিং মোড়। সারাদিনে কমপক্ষে দুইশ বাস আনাগোনা করে তার ওপর দিয়া। দৈনিক শ’পাঁকেক যাত্রী যাওয়া আসা করে। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বাসস্ট্যান্ডে চরম জলকষ্ট। আশপাশে কোন নলকূপ না থাকায় পরিশ্রুত পানীয় জলের ট্যাক্স বসানো হয় পঞ্চায়েত কর্তৃক। গত ২০২২-২৩ অর্থবছরে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রায় ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ব্যায়ে জলের ট্যাক্স, ট্যাপকল, সামানীর্শিাল বসানো হয়। কিন্তু, উত্তোধানের পর আর চালুই হয়নি। মার্বেল বসানো থাকলেও ট্যাপকল উধাও। বসানো রয়েছে সাবমানীর্শিাল। ফলে জলকষ্ট একই অবস্থায় পথচলতি মানুষের। স্থানীয় বাসিন্দা সত্যেন গোলদার জানান, দু বছর আগে তৈরী হয়েছিল। অথচ চালুই হল না। সীমাহিন জলকষ্টে নাজেহাল পথচলতি মানুষ। জল পিপাসে পেতে হোটেল থেকে জল কিনে নিতে হয়। মানুষের প্রয়োজনে সরকারি টাকায় এভাবে তৈরী করার পর চালু করা দরকার।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত শেল দোমোদরের চরে? আতঙ্কিত এলাকাবাসী

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুন : আবার দামোদরের চরে মিলল বিশালকার ধাতব বস্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত শেল বলে প্রাথমিক ধারণা, দুর্ধটনার দামোদরের চরে। সেনাবাহিনীকে খবর দিল পুলিশ। দামোদরের চরে ধাতব বস্তু দেখে চাঞ্চল্য ছড়াল বাঁকুড়ার সোনামুখী থানার দুইটি গ্রাম- সংলগ্ন এলাকায়। প্রাথমিক ভাবে ধারণা বস্তুটি মিসাইল বস্তুক্ষে ব্যবহৃত শেল। দুর্ধটনার আশঙ্কায় শেলের চারিদিক ঘিরে সেনাবাহিনীকে খবর দিল স্থানীয় সোনামুখী থানার পুলিশ। বছর কয়েক আগে দামোদরের চরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল বাঁকুড়ার পাত্রাসায়ের থানা এলাকায়। সেবার সেনাবাহিনীকে খবর দেওয়া হলে সেনাকর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ওই ধাতব বস্তুটিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে

ফুটপাত ব্যবসায়ীদের বাধায় পিছু হঠল পুরসভা ও রেল

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৯ জুন : ফুটপাত ব্যবসায়ী এবং তাদের পরিবারের সদস্যরা। হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে সব দল রাস্তায় নামে। সিপিএমের জেলা কমিটির সদস্য সঞ্জীব বর্মণ, বামপুর্নহাট পুরসভার কাউন্সিলর সিপিএমের সঞ্জীব মলিক, প্রাক্তন বিধায়ক কংগ্রেসের মিল্টন রাশিদ, দলের জেলা কমিটির সদস্য শাহজাদা হোসেন কিনু, তৃণমূলের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির নেতা টেকন শেখ আন্দোলনে সামনের সারিতে নেতৃত্ব দেন। বেলার দিকে রেল পুলিশ উচ্ছেদ অভিযান শুরু করতে গেলে বাধা দেয় আন্দোলনকারীরা। ঘটটা দুয়েক পর তাড়া ফিরে যায়। তবে এদিন পুরসভা কিংবা মহকুমা প্রশাসনের কাউন্সে দেখা যায়নি। আন্দোলনে সামিল ফিরোজা বিবি বলেন, আমরা লক্ষী ভাঙার চাই নি। আমাদের লোকান অক্ষত রাখা

বিকলে ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে কার্যত বিক্ষোভে সরব হন সামশেরগঞ্জের পশ্চিম দেবীদাসপুর গ্রামের বাসিন্দারা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, শুধুমাত্র বস্তা গণনা করা হচ্ছে। প্রতিটি বস্তায় ৩৫ কেজির উপড়ে বালি আসার কথা থাকলেও অর্ধেকেরও কম করে নিয়ে আসা হচ্ছে বালি। ১৫ থেকে ১৬ কেজি করে বালি থাকছে সেই বস্তাগুলোতে। শুধু তাই নয়, কোন কোন বস্তায় বালির বদলে মাটি ভরে নিয়ে আসা হচ্ছে। ব্যবসার কন্ট্রোল্লারকে অভিযোগ করেও কোনরকম কাজ হচ্ছে না বলেই অভিযোগ গ্রামবাসীদের। অবিলম্বে গঙ্গা ভাঙ্গন প্রতিরোধের কাজে দুর্নীতি বন্ধ করে স্বচ্ছ ভাবে কাজ করার দাবিতে সরব হয়েছেন সাধারণ মানুষ।

স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে সচেতনতা শিবির বর্ধমান থানার

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৯ জুন : সাম্প্রতিককালে বাংলার একাধিক জেলায় পর পর সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। যদিও বেশ কয়েকটি জায়গায় পুলিশ তৎপরতায় সাফল্য পায়নি ডাকাতের দল। এখনো কিছু ডাকাত দল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে সোনার দোকানে লুটপাট চালানোর জন্য। এই রকম অপ্রীতিকর ঘটনা রুখতে তৎপর হল বর্ধমান থানা। বর্ধমান শহরের প্রায় শ’খানেক স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের নিয়ে বিশেষ সচেতনতা শিবিরের আয়োজন বর্ধমান থানার পুলিশ আধিকারিকরা। এই শিবিরের থানার পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান থানার মেজবাবু পারভেজ হাসান, সাব ইনস্পেক্টর কৌশিক নাগ ও স্থপন বসু এবং শহরের স্বর্ণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরা। এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে স্বর্ণ ব্যবসায়ীরা। বর্ধমান শহরের বেশীর ভাগ স্বর্ণ অলংকারের দোকান রয়েছে শহরের সোনাপট্টা ও মিঠাপুকুর এলাকায়। এই সব এলাকায় বেশী করে সিসিটিভি ক্যামেরা, নিরাপত্তা এলার্ম লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে সন্দেহজনক ব্যক্তিদের আনাগোনা খবর থানায় জানানোর কথা বলেছেন পুলিশ আধিকারিকরা। পাশাপাশি এই সব এলাকায় অতিরিক্ত ভাবে পুলিশ টহল বাড়ানো হবে বলে জানান তারা। এদিনের সচেতনতা শিবিরের যোগ দিতে আসা স্বর্ণ ব্যবসায়ী জগন্নাথ দে, চিন্ময় দাস বলেন, বর্তমানে বিভিন্ন জায়গায় স্বর্ণ অলংকারের দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটছে তা থেকে সচেতন করতে বর্ধমান থানার পক্ষ থেকে এই বৈঠক। তারা আরও বলেন, রাজ্যে এখনো বেশ কয়েকটি ডাকাতদল সক্রিয় রয়েছে। তা থেকে সর্তক থাকার সাথে সাথে দোকানে ও এলাকায় থাকা সিসিটিভি ক্যামেরা গুলি সক্রিয় রাখতে হবে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

ভোগান্তি আরও বাড়ল! আগামী কয়েকদিন ধরে বহু ট্রেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন : সাউথ- ইস্টার্নের যাত্রীদের ভোগান্তি যেন আর কমছে না! গত ২২ জুন থেকে পরিস্থিতি খুবই সমস্যাসংকুল ছিল। আগের নোটিস মোতাবেক যে ভোগান্তি, ১ জুলাই শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, তা বেড়ে দাঁড়াল ৬ জুলাই। এদিন শনিবার ২৯ জুন থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আন্দুল স্টেশনের কাছে কাজ শুরু হল নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ। চলবে আট দিন। এজন্য বহু ট্রেন বাতিল করা হচ্ছে। যদিও আজ মাত্র দু টি লোকাল ট্রেন বাতিল হলেও পরে সেই সংখ্যা বাড়বে। ফলে যাত্রীরা সমস্যায় পড়ার আশঙ্কা করছেন। যদিও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের সমস্যার কথা মাথায় রেখে যত কম ট্রেন বাতিল করা যায় সেটা দেখা হয়েছে। নন -ইন্টারলকিংয়ের কাজ হওয়াটা জরুরি। এতে আগামী দিনে পরিষেবা আরও ভালো হবে। এর আগে ১৩ জুন দক্ষিণ-পূর্ব রেলের তরফে নোটিস দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল আন্দুল স্টেশনে কাজ হবে। সেজন্য বিগ্নিত হয়ে গিয়েছে। আন্দুল স্টেশনে নন- ইন্টারলকিংয়ের কাজ চলবে। আন্দুল স্টেশন সাউথ-ইস্টার্ন রেলওয়ের গুরুত্বপূর্ণ জংশন স্টেশন। বলা হয়েছিল এখানে ২২ জুন থেকে ১ জুলাই, এই দশদিন ধরে চলবে নন-ইন্টারলকিংয়ের কাজ। আর এখানেই এখানে এই দিনগুলিতে কাজ চলাকালীন বাতিল থাকবে একাধিক ট্রেন। বাতিল থাকবে মেদিনীপুর-হাওড়া লোকাল সহ খড়্গপুর ডিভিশনের মোট ১৬৬ টি লোকাল ট্রেন। বাতিল করার কথা ঘোষণা করা হয়েছিল ৩২ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনও। অন্যদিকে, এই ১০ দিনে ১১ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন করার কথাও বলা হয়েছিল। পরিবর্তন মানে, রুট ঘোরানো। পাশাপাশি, যাত্রাপথ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে ৩ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের। সময় পরিবর্তন করা হয়েছে ৮ জোড়া এক্সপ্রেস ট্রেনের।

ফুটপাত থেকে হকারদের সরে যাওয়ার নির্দেশ পুরসভার

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৯ জুন : রাজ্য জুড়ে হকার উচ্ছেদের আবেহ বাঁকুড়া পুরসভাও ফুটপাত থেকে হকারদের সরে যাওয়ার নির্দেশ জারি করলো। শনিবার দুপুরেই মাইকযোগে এই নির্দেশ দেওয়া করা হয়। আগামী তিন দিনের মধ্যে শহরের ফুটপাত সহ সরকারি জাগাণ থেকে সমস্ত রকমের জবরদখল সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। তারপরই পুরসভা ও জেলা প্রশাসন একযোগে অভিযানে নামবে। মাইকযোগে এই নির্দেশ ঘোষণা হতেই শহর জুড়ে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ফুটপাতে যে সব হকাররা বসে ব্যবসা করেন তারা এই নির্দেশ শুনেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। তাদের বক্তব্য একেই বাজারের পরিস্থিতি বেশ মন্দা, বাজার নেই সংসার চালানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে, এবার যদি ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায় তা হলে পরিবারের কি হাল হবে। না খেয়ে মরতে হবে। সরকারের তো এই বিসয়ে ভাবনা থাকা দরকার। বড়বাড়ি, মাচালতলয়্য ফুটপাতেই হকারি করে সংসার চালায় হারু দাস, গৌতম মল্লদের বক্তব্য, কোনও কাজ নেই ঘরে বৃদ্ধ মা সহ ছয় জন পোষ্য হকারি করে কোনও প্রকারে দিনযাপন করি, এবার তো তাও বন্ধ হয়ে যাবে। খাবো কি? অপরদিকে পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন নাগরিকদের একাংশ। তাদের বক্তব্য দোকানদার আর হকাররা যেভাবে রাষ্ট্রা দখল করেছে তাদের উচ্ছেদ ছাড়া কোনও উপায় নেই। দেবাশীষ পাল, স্বরাজ চ্যাটার্জি বলেন হকারদের চেয়ে বেশি দোষী একশ্রেণীর দোকানদার, তাদের দোকান থাকা সত্ত্বেও কেন রাষ্ট্রা দখলকরে দোকানের মালপত্র নামিয়ে রাখেন। পুরসভা কি পারে না এদের জরমানা করতে। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডল বলেন হকার উচ্ছেদ বন্ধ করতে হাইকোর্টে মানদ্য দেয়ায় হয়েছে, তা সত্ত্বেও উচ্ছেদের নির্দেশ কি ভাবে হয়। তিনি বলেন বিদ্যেটি নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি। পুনর্বাসন ছাড়া উচ্ছেদ হলে আন্দোলন হবে। পুরপ্রধান অলকালেন মজুমদার বলেন শনিবারই ফুটপাত থেকে সরে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে, ফুটপাত থেকে মালপত্র সরিয়ে ফেলার জন্য। তারপরই অভিযান শুরু হবে। তিনি বলেন, ফুটপাত ছাড়া জুলিদেরিয়া সহ শহরের কিছু এলাকায় ড্রেনের উপর সিমেন্ট এর স্ল্যাব বসিয়ে দখল করা হয়েছে সেগুলিও সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণ-পূর্ব রেল দ্বারা রেলওয়ে মানগ্রীর উচ্চ মূল্যের অপব্যবহার শাস্ত করা

কলকাতা, ২৯ জুন : দুই ইন্সপেক্টরের মধ্যে স্টোরের দায়িত্ব হস্তান্তরের সময়, আগত ইন্সপেক্টর ইউপিএফ ইউনিট এবং তাদের আনুষঙ্গিক বিতরণে অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন যা ২০২২ সালে সংগ্রহ করা হয়েছিল। বিষয়টি আরপিএফ প্রশাসন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের নাল্ডের আনা হয়েছিল যারা তদন্তের নির্দেশ দিয়ে ছিল।

RPFS.E.R এর ইন্টারনাল ভিজিউল্যস গ্রুপ (IVG) দ্বারা ২০.০৬.২০২৪ তারিখের IVG তদন্ত প্রতিবেদনে রেলের সম্পত্তির অপব্যবহারকে প্রমাণ করা হয়েছে এবং ০১ জুন ইন্সপেক্টর, ০১ সাব-ইন্সপেক্টর এবং ০১ জন হেড-কন্সটেন্টবলের জড়িত থাকার এবং সহযোগিতার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলস্বরূপ, ইন্সপেক্টর, সাব-ইন্সপেক্টর এবং হেড-কন্সটেন্টবলকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে এবং তাদের তিনজনের বিরুদ্ধেই বড় শাস্তির জন্য বিভাগীয় কার্যক্রম শুরু

ABRIDGED TENDER NOTICE
Notice Inviting e-Tender No. WBPMND/GHT/AJA-2/NIIT-1/2024-25 Dated: 29.06.2024 Ajahnagar-II Gram Panchayat invites e-Tender for the "2024_ZPHD_699603_1_2024_ZPHD_699603_3_2024_ZPHD_699603_3" work under Ajahnagar-II GP, under 15th FC fund. Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Government of West Bengal at https://www.wbtenders.in. Bid submission start date (Online) 01.07.2024(10.00A.M). Bid submission closing (Online) 10.07.2024(6.00P.M). Sd/-Pradhan, Ajahnagar -II Gram Panchayat



জুলাইয়ের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই প্রিসিজন শুরু করছে চেন্নাইয়িন

২৯ জুন : প্রেস অফ নিশ্চিত করে ও গত বছর চূড়ান্ত সাফল্য পায়নি চেন্নাইয়িন এফসি। চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড় থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল তাদের। সেই হতাশা এখনো রয়েছে দক্ষিণের এই ফুটবল ক্লাবের সমর্থকদের। তবে নতুন মরশুমেও দলের আইএসএল জয়ী কোচ ওয়েন কোয়েলের উপরেই ভরসা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। সেজন্য তার কথা মতোই দল বদলের বাজার থেকে ফুটবলারদের চূড়ান্ত করার কাজ শুরু করেছে ম্যানেজমেন্ট। বর্তমানে ঘর গোছানোর কাজ অনেকটাই সেরে ফেলেছে এই ফুটবল ক্লাব। ভারতীয় ফুটবলারদের পাশাপাশি বিদেশী ফুটবলার সাইন করানোর ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখিয়েছে এই দল। তরুণ ফুটবলার কিয়ান নাসিরি থেকে শুরু করে নামভের মতো ফুটবলারদের আনা হয়েছে দলে। সেইসাথে গুরুকিয়াত সিং ও মহম্মদ নাওয়াজের মতো ফুটবলারদের ও এবার সাইন করিয়েছে চেন্নাইয়িন। সেইসাথে এবার তারা দলে নিয়েছে ব্রাজিলিয়ান ফুটবলার লুকাস বাস্ত্রিলাকে। নতুন মরশুমে এই ফুটবলারের দিকেও নজর থাকবে সকলের। এছাড়াও রয়েছেন এলসিনোর মতো ফুটবলার। এক কথায় বলতে গেলে এবার অনেকটাই শক্তিশালী স্কোয়াড তৈরি করেছে অভিষেক বচনের এই ফুটবল ক্লাব। এবার নতুন মরশুমের কাছ প্রিসিজন শুরু করার পথে ওয়েন কোয়েলের দল। যতদূর জানা গিয়েছে, আগামী জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকেই গোটা দল নিয়ে প্রিসিজন শুরু করতে চলেছে আইএসএল জয়ী এই ফুটবল ক্লাব। এরপরেই দলের প্রথম প্রকাশ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন কোচ।

ব্যালন ডি'অর দৌড়ে দুই সতীর্থকে এগিয়ে রাখলেন নেইমার

২৯ জুন : আগামী ২৪ অক্টোবর প্যারিসে দেওয়া হবে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার। চূড়ান্ত ঘোষণার আগে অবশ্য নানা জল্পনাকল্পনা শুরু হয়েছে এই পুরস্কারকে ঘিরে। কে হচ্ছেন এবারের বিজয়ী? এরই মধ্যে বর্তমান সাবেক অনেক তারকা নিজেদের পছন্দের সেরা তারকা বেছে নিয়েছেন। সে ধারায় এবার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে নিজের পছন্দের চার খেলোয়াড়ের কথা জানানেন নেইমার। ক্লাব ফুটবল শেষে খেলোয়াড়রা ব্যস্ত ইউরো ও কোপা আমেরিকার লড়াইয়ে। এরই মধ্যে ক্লাব ফুটবল দিয়ে ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে ওপরের দিকে উঠে এসেছে ডিনিসিয়ুস জুনিয়র, জুড বেলিংহাম ও কিলিয়ান এমবাপ্পের নাম। তবে ইউরো ও কোপা আমেরিকার পারফরম্যান্স দিয়ে চূড়ান্ত হবে বিজয়ীর নাম। ব্যালন ডি'অর জয়ে ফেরারিট কারা, ব্রাজিলিয়ান সাংবাদিক ইসাবেলা পাগলিয়ারি নেইমারের কাছে জানতে চাইলে নিজের পছন্দের চার খেলোয়াড়ের কথা জানান স্পষ্ট করেন নেইমার। তার মতে, 'ডিনিসিয়ুস থাকবে প্রথমে, এরপর রদ্রিগো ও বেলিংহাম যৌবনভাবে থাকবে দুইয়ে। আর এমবাপ্পে তৃতীয় স্থানের জন্য লড়াই করবে।'

দ্রাবিড়ের মতে দুই দলই সেরা

বারবাডোজ, ২৯ জুন : বারবাডোজের কেনসিংটন স্টেডিয়ামে শনিবার রাতে টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনাল। মুখোমুখি হবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। বিশ্বকাপ ক্রিকেটে এটি দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ফাইনাল। আর টানা ১০ বছর পর ফাইনালে উঠেছে ভারত। গত বছর ঘরের মাঠে ওয়ানডে বিশ্বকাপের ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছিল ভারত। সেই হারের স্মৃতি ভুলে নতুন একটি ফাইনাল খেলতে নামবে ভারত এমনটাই বলছেন ভারতীয় দলের কোচ রানুল দ্রাবিড়। দ্রাবিড় বলেছেন, 'কিভাবে সামনে এগিয়ে যেতে হয় খেলোয়াড়রা তা জানে। গতবার আহমেদাবাদে যা হয়েছে তা থেকে বেরিয়ে আসবে। আমি এতটুকু নিশ্চিত যে তারা ইতিহাস নিয়ে কিছু ভাববে না। আমি মনে করি দুটি দলই এই টুর্নামেন্টের সেরা দল। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারত এই টুর্নামেন্টে তারা তাদের সেরা ক্রিকেট খেলেছে।

মোহন-ইস্ট ডার্বি নিয়ে জল্পনা আজ থেকেই নিজেদের অভিযান শুরু করবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন : গত সপ্তাহের মঙ্গলবার থেকেই শুরু হয়েছে কলকাতা ফুটবল লিগ। যেখানে প্রথম ম্যাচেই বড়সড় ব্যবধানে জয় দিয়ে অভিযান শুরু করেছে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব। পরবর্তীতে আয়োজিত হয়েছে আরো একাধিক ম্যাচ। যেখানে নজর কাড়তে শুরু করেছে একাধিক তরুণ ফুটবলার। আজ রবিবার থেকেই নিজেদের অভিযান শুরু করবে ইমামি ইস্টবেঙ্গল ফুটবল ক্লাব। প্রথম ম্যাচেই তাদের লড়াই করতে হবে টালিগঞ্জ অগ্রগামীর বিরুদ্ধে। যেটি আয়োজিত হবে বারাকপুর স্টেডিয়ামে। অন্যদিকে, আগামী মাসের ২ তারিখ প্রিমিয়ার ডিভিশন লিগের যাত্রা শুরু করছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস দল। যেখানে তাদের প্রতিপক্ষ হিসেবে রয়েছে ভবানীপুর ফুটবল ক্লাব। তাদের ও প্রথম ম্যাচ রয়েছে বিতুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে। এখন এই দুই ম্যাচের দিকেই নজর রয়েছে বাংলার ফুটবলপ্রেমী মানুষদের। পরবর্তীতে রেনবো থেকে শুরু করে জর্জ টেলিগ্রাফ ও এরিয়ানের মতো প্রতিপক্ষ দল গুলির বিপক্ষে লড়াই করতে হবে কলকাতার দুই প্রধান দলকে। সূচী অনুযায়ী জানতে পারা গিয়েছে, আগামী ১৩ই জুলাই একে অপরের মুখোমুখি হবে কলকাতা ময়দানের দুই প্রধান। যেই ম্যাচ নিয়ে প্রবল উদ্দামনা থাকে সকলের। কিন্তু কোথায় আয়োজিত হবে পারে এই ফুটবল ম্যাচ, তা এখনো পর্যন্ত চূড়ান্ত না হলেও এবার উঠে আসছে নানা প্রশ্ন। জানা গিয়েছে, আসন্ন কলকাতা লিগের মোহন-ইস্ট ম্যাচের জন্য সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াস্থলকে বেছে নিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। সেইমতো গতকাল নাকি এই ম্যাচের অনুমতি সংক্রান্ত বিশেষ চিঠি পাঠানো হয় সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন তরফ থেকে। এবার রাজ্য সরকারের ক্রীড়া বিভাগ থেকে অনুমতি মেলায় অপেক্ষায় এই ফুটবল সংস্থা। তাহলে আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই ঘোষণা করা হবে ডার্বি ম্যাচের বিস্তারিত তথ্য।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ফিরলেন হীরা মন্ডল



দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন : আপাতত জল্পনার সাময়িক অবসান বলা যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ফিরলেন হীরা মন্ডল। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন তিনি। ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার পর বেঙ্গালুরু এফসি, নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রত্যাশা মতো খেলার সুযোগ পাননি। বেসালুরু এফসির পর যোগ দিয়েছিলেন উত্তর পূর্ব অঞ্চলে আইএসএল ক্লাবটিতে। সেখানেও মরসুমের বেশিরভাগ সময় ছিলেন মাঠের বাইরে। নর্থ ইস্ট ইউনাইটেড এফসিতে থাকার পর প্রশ্ন উঠেছিল আগামী মরসুমে হীরা মন্ডল কোন ক্লাবের হয়ে খেলবেন? একাধিক সম্ভাবনার কথা শোনা গিয়েছিল। ইস্টবেঙ্গলে যুক্ত হওয়ার কথাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। শেষ পর্যন্ত সেটাই সত্যি হল। লাল হলুদ স্কোয়াডে যুক্ত হলেন হীরা মন্ডল। ইস্টবেঙ্গলের রিজার্ভ দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন হীরা মন্ডল। জানা গিয়েছে, স্বল্প সময়ের চুক্তিতে যোগ দিয়েছেন লাল হলুদ ব্রিগেড। আপাতত কলকাতা ফুটবল লিগের কথা মাথায় রেখেই অনুশীলন শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। কলকাতা ফুটবল লিগের এই স্কোয়াডের অংশ হীরা। সুযোগ পেলে এই টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে তাঁকে। তারপরেই হয়তো পেয়ে যেতে পারেন বড় কোনও সুযোগ। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে হীরা মন্ডল কোন ক্লাবের হয়ে খেলবেন সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। ইস্টবেঙ্গলের হয়েও খেলার সম্ভবনা রয়েছে। তবে তার আগে চলতি কলকাতা ফুটবল লিগে নিজেদের নতুন করে আবারও প্রমাণ করতে হবে তাঁকে।

কলকাতা ফুটবল লিগের চতুর্থ ডিভিশনের খেলায় সিঁথি আদর্শ রাসবিহারী ব্যায়াম মন্দির জয়ী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ জুন : বিধানগণের এইচ বি ব্লকের মাঠে শনিবার কলকাতা ফুটবল লিগের চতুর্থ ডিভিশনের খেলায় টৈনিক দুরন্ত বার্তার টিম সিঁথি আদর্শ রাসবিহারী ব্যায়াম মন্দির ৪-০ গোলে আর.টি স্পোর্টসকে পরাজিত করল। এদিন আরটি স্পোর্টস-র ছেলেদের মাঠে পৌঁছাতে দেরি হওয়ার কারণে খেলা নির্ধারিত সময়ের আধ ঘণ্টা পরে শুরু হয়। এই নিয়ে সিঁথি আদর্শ রাসবিহারী ব্যায়াম মন্দিরের কর্মী সমর্থকরা বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। তারা অভিযোগের আঙ্গুল তোলেন। তা না হলে গোলের সংখ্যা আরও বাড়তে পারতো। এদিনের খেলায় টান টান উত্তেজনার মধ্যে



রাসবিহারী ব্যায়াম সমিতির একের পর এক আক্রমণে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল আর.টি স্পোর্টস-র খেলোয়াড়রা।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যদিও মার্করামের অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়

২৯ জুন : বিশ্বকাপের মধ্যে ১৬ ম্যাচে অধিনায়কত্ব করে ফেলেছেন এইডেন মার্করাম। তবে এখনো বিশ্বের আসরে হারের মুখ দেখেননি নেতৃত্বের মুকুট পরে নামা এই প্রোটিয়া। দুর্দান্ত এই অর্জন নিয়ে যদিও মার্করাম নিজেই জানেন না। চলমান টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে যাওয়া নিশ্চিত হওয়ার পর দিলেন এমন তথ্য। প্রথম সেমিফাইনাল জয়ের পর মার্করামকে প্রশ্ন করা হয় সংবাদ সম্মেলনে। তিনি উত্তরে বলেন, 'আমার এরকম জিনিস নিয়ে কোনো ধারণা নেই।' বিশ্বের আসরে মার্করামের নেতৃত্ব নেওয়া শুরু হয়েছে ২০১৪ সালে। অনুর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপে সেবার পাকিস্তানকে হারিয়ে দলকে শিরোপা এনে দিয়েছিলেন তিনি। টুর্নামেন্টে সেরা

হওয়া এই ডানহাতির অধীনে প্রোটিয়ারা হয় ম্যাচের হয়টিই জিতেছিল। মূল দলের ভবিষ্যৎ অধিনায়ক ভাবা হয়েছে তাঁকে সেসময় থেকেই। দক্ষিণ আফ্রিকা জাতীয় দলের অধিনায়কত্বের ভার সামলেছেনও এরপর। তবে বিশ্বকাপে নেতৃত্ব দিতে তার অপেক্ষা করতে হয় ২০২৩ সাল পর্যন্ত। সেটিও তিনি পেরেছিলেন মূল অধিনায়ক টেন্ডা বাভুমার চোটের কারণে। ভারতে অনুষ্ঠেয় ওয়ানডে বিশ্বকাপে ২ ম্যাচে অধিনায়কের ভার সামলে জয় পেয়েছিলেন দুটিতেই। ২০২৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফাইনালে পা রাখার পথে টানা আট জয় পেয়েছে প্রোটিয়ারা। মার্করামের দল এটাই একটি রেকর্ডের ভাগিদার বনে গেছে। কুড়ি ওভারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি টানা

জয়ের রেকর্ড ছিল অস্ট্রেলিয়ার। যেটি অজিরা গত বিশ্বকাপ ও চলতি বিশ্বকাপ মিলিয়ে করেছিল। নিজেদের জয়যাত্রা ৮ ম্যাচের বড় করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে সেই সুযোগই থাকবে ফাইনালের মধ্যে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে যদিও মার্করামের অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা খুব বেশি নয়। সবমিলিয়ে সাদা বলের ২৮টি ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ওয়ানডেতে ১২ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রোটিয়াদের, জয় পেয়েছেন ১২টিতে। টিটোয়েন্টি সংস্করণে তার অধীনে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৬ ম্যাচে পেয়েছে ১০টি জয়। আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের অধিনায়কত্ব করেছিলেন তিনি ২০২৩ সালে।

আপুইয়াকে সহ করিয়েছে বাগান হ্যামিলের পরিবর্তে কে সবুজ মেরুন জার্সিতে

২৯ জুন : ব্র্যান্ডন হ্যামিলের রিলিজের কথা জানিয়েছে মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। একটা সময় দলের অন্যতম ভরসাযোগ্য ফুটবলার হিসেবে বিবেচিত ছিল তিনি, গত ফুটবল মরশুমে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি এই অস্ট্রেলিয়ান ফুটবলার। হাতে গোনা কয়েকটি ম্যাচেই তাকে মাঠে নামিয়েছিলেন বাগান কোচ। কিন্তু সেখানেও হতাশ করেছেন সকলকে। স্বাভাবিকভাবেই নতুন মরশুমে তিনি যে আর দলে থাকবেন না তার আভাস মিলেছিল অনেক আগে থেকেই। সেটাই হল এবার। তাই প্রশ্ন উঠছে এবার তাহলে তার পরিবর্তে কে আসতে পারেন? এক্ষেত্রে উঠে আসতে শুরু করেছে একাধিক বিদেশী ফুটবলারের নাম। যাদের মধ্যে রয়েছে আলবার্তো রদ্রিগেজের পাশাপাশি ড্যানি বাথের মতো হাইপ্রোফাইল নাম। যতদূর জানা গিয়েছে, এই দুই ফুটবলারের সঙ্গেই নাকি কথাবার্তা অনেকদূর এগিয়ে

গিয়েছে বাগান ব্রিগেডের। এখনো পর্যন্ত কোনো কিছু চূড়ান্ত না হলেও আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মোহনবাগান সুপারজায়ান্টস। যা বিরাট চমক। এই খেলোয়াড়ের চাহিদা ছিল। একটা সময় এই ফুটবলারকে পাওয়ার জন্য আইএসএলের একাধিক ক্লাব আগ্রহ প্রকাশ করেছে শেষ পর্যন্ত বাগানের জালে ধরা দেন এই ভারতীয় ফুটবলার। এখন দেখার বিষয় আপুইয়া কতটা বাগানের জন্য করতে পারে।



আর্জেন্টিনার চিন্তা বাড়চ্ছেন মেসির চোট, ম্যাচে ডাগ আউটে থাকছেন না স্কালোনি

২৯ জুন : চিলির বিরুদ্ধে চোট সমস্যা নিয়ে মাঠ ছেড়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহানায়ক লিওনেল মেসি। সেই চোটের জন্যই বিপদের কালো মেঘ আর্জেন্টিনা শিরিবে। রিপোর্ট অনুযায়ী, পেরুর বিরুদ্ধে নামতে পারছেন না মেসি। কোপার কোয়ার্টার ফাইনালে তিনি হয়ে পড়েছেন অনিশ্চিত। মেসির সঙ্গে আরও একটা ধাক্কা রয়েছে নীলসাদা জার্সিধারীদের সাজঘরে। পেরু ম্যাচে ডাগআউটে নেই আর্জেন্টিনা না কোচ লিওনেল স্কালোনিও। এক ম্যাচের জন্য তাঁকে নিষিদ্ধ করেছে কনমেবল। কানাডা ও চিলিকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে আর্জেন্টিনা। পেরুর বিরুদ্ধে রিজার্ভ বেষ্টের শক্তি যাচাই করে নেবেন স্কালোনি। কয়েকটা পরিবর্তন আনা হবে দলে। স্কালোনির উপরে যে শক্তির খাঁড়া নেমে এসেছে তা স্তম্ভবর দুপুরে জানতে পারে আর্জেন্টিনা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। স্কালোনির উপরে নিষেধাজ্ঞা নেমে আসার অর্থ দল পরিচালনা করবেন

সহকারী কোচ পাবলো আইমার। আইমারের সঙ্গে ডাগ আউটে থাকবেন ওয়াস্কার স্যামুয়েল এবং স্কালোনি। এই দুই ধারা অনুযায়ী, বিরতির পর খেলা শুরু করতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দুটি দলকেই রবার্তো আয়লা। কিন্তু কেন স্কালোনিকে নিষিদ্ধ করা হল? কোপা আমেরিকায় আর্জেন্টিনা খেলে ফেলেছে দুটি ম্যাচ। চিলির বিরুদ্ধে বিরতির পর দেরিতে মাঠে নামার অপরোধে স্কালোনিকে এক ম্যাচ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোপা আমেরিকার নিয়ম অনুযায়ী ১০৪ ও ১৪৫ নম্বর ধারা ভেঙেছেন



ভারতের সেই ‘আনলাকি’ আম্পায়ার ফাইনালের দায়িত্বে

বারবাডোজ, ২৯ জুন : শনিবার বারবাডোজের কেনিংস্টন ওভালে ভারতীয় সময় রাত ৮টায় টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপের শিরোপা নির্ধারণী ম্যাচ খেলতে নামবে ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকা। যেখানে থার্ড আম্পায়ার হিসেবে থাকছেন ভারতের সেই ‘আনলাকি’ আম্পায়ার রিচার্ড কেটলবরো। কেটলবরোকে আনলাকি বলা হচ্ছে এই কারণে তার দায়িত্বে পরিচালিত হওয়া নক আউটের ম্যাচগুলোতে ভারতের সাফল্য নেই। ২০১৪ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ২০২৩ একদিনের বিশ্বকাপ। এই সময়ের মধ্যে অনফিল্ট আম্পায়ারের দায়িত্বে ছিলেন এই কেটলবরো। আর সব ম্যাচগুলোই ভারত হেরেছে। ২০১৫ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হেরেছে। ২০১৬ সালে টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ নিজেদের মাটিতে সেমিফাইনালে, এরপর ২০১৭ সালে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল, ২০১৯ সালে ওয়ানডে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল ও ২০২৩ সালে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনাল প্রত্যেকটি ম্যাচে কেটলবরো দায়িত্ব পালন করেন। অতীতের এই পরিসংখ্যান অবশ্যই ভারতীয় সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলবে। তাহলে এবার কি ভারত কেটলবরো ‘গেরো’ খুলতে পারবে? এটাই দেখার। তবে এই শনিবার ভারতীয় ক্রিকেটের কাছে খুবই আনন্দের দিন। কারণ এই দিনটাতে ভারত হারে না। ইতিহাসসত্তা তাই বলছে। শনিবার দিনটিতে ভারত কোনও বিশ্বকাপ ফাইনাল খেললেই ট্রফি নিশ্চিত। ভারত ১৯৮৩ এবং ২০১১ সালে ওডিআই বিশ্বকাপ জিতেছে। দুবারই ফাইনাল পড়েছিল শনিবার। এছাড়া আর কোনও বিশ্বকাপ ফাইনাল শনিবারে খেলেনি টিম ইন্ডিয়া। মহেন্দ্র সিং শোনির নেতৃত্বে ভারতীয় দল ২০০৭ টিটোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতেছিল যেদিন, সেই দিনটা ছিল সেমিফাইনাল।



প্যারাগুয়েকে উড়িয়ে শেষ আটের পথে এগিয়ে গেল ব্রাজিল

নিউইয়র্ক, ২৯ জুন : কোপা আমেরিকার দ্বিতীয় ম্যাচে খুব পেল ব্রাজিল। আলবিরোজাদের বড় ব্যবধানে উড়িয়ে কোপা আমেরিকার শেষ আটের পথে এগিয়ে গেল সেলোসওরা। অ্যালোজায়ান্ট স্টেডিয়ামে ‘ডি’ গ্রুপে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে প্যারাগুয়েকে ৪-১ ব্যবধানে হারিয়েছে ব্রাজিল। জোড়া গোল করেছেন ডিনিসিউস জুনিয়র। একটি করে গোল করেছেন সান্তিও ও লুকাস পাকোতা। প্যারাগুয়ের হয়ে এক গোল শোথ করেছেন ওমর আলদারেনেতো। এই জয়ে ২ ম্যাচ শেষে ৪ পয়েন্ট পেলেও এখনো কোয়ার্টার ফাইনাল নিশ্চিত হয়নি সেলোসওদের। শেষ ম্যাচে কলম্বিয়ার বিপক্ষে খেলা ড্র করলেই নিশ্চিত হয়ে যাবে তাদের শেষ আটা। তবে হারলেই সুযোগ পেয়ে যাবে কোস্টারিকা।



কোণঠাসা দক্ষিণ আফ্রিকা

২৯ জুন : বিশ্বক্রিকেটে ইতিহাস ভারতের। মহিলাদের টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান তোলার নজির গড়লেন হরমনপ্রীত কউরার। শনিবার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ৬০৩ রান তুলে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ভারত। সেই সঙ্গেই টেস্ট ক্রিকেটে নতুন নজির গড়ে ফেলেন স্মৃতি মাকান্নাশেফালি বর্মার। দুই ব্যাটার ছাড়া ভারতীয় দলের সকলেই হাফসংপূর্ণি হাফিয়েছেন।

প্রকাশিত সুচিকিৎসা

২৬ বর্ষ • সপ্তম সংখ্যা • ১ জুন ২০২৪

পেটের অসুখ

- ডায়াবেটিসে বৃদ্ধি পেতে পারে হার্ট ডিজিজের প্রবণতা
- উচ্চ রক্তচাপ-ই হৃদরোগের অন্যতম কারণ
- হার্ট আটাক
- সমাধান যখন অ্যাক্সিওপ্ল্যাস্টি
- পার্শ্বীয়াল নি জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট
- রোবোটিক্স অক্সোলজি
- ডায়ারিয়া গরম শেষে
- গরমে বর্ষায় জলবাহিত অসুখ
- পেটের অসুখ

সুচিকিৎসা এখন অনলাইনে পড়তে পাশের কোডটি স্ক্যান করুন